যুবক-বন্ধু

দেশের ভবিষ্য গতি,—পতন, উত্থান,
যুবক-চরিত্র-গুণে হয় সপ্রমাণ।
যুবা বন্ধু, সাবধান! লও উপদেশ,
দায়িত্ব বুঝিয়া কার্য্যে করহ প্রবেশ।

শ্রীপ্রসন্নচন্দ্র দাস গুপ্ত বি. এ.

প্রণীত

মেট্‌কাফ্‌ প্রেস,—কলিকাতা।

মূল্য ৷৷০ আনা।

CALCUTTA :

PRINTED BY S. BHATTACHARYYA.
METCALFE PRESS :
1 GOUR MOHAN MUKHERJI'S STREET.

PUBLISHED BY THE SANSKRIT PRESS DEPOSITORY,
20 CORNWALLIS STREET, CALCUTTA.
1897.

বিজ্ঞাপন।

যুবকদিগকে উন্নতি লাভে প্রোৎসাহিত করিবার উপযোগী বহুগ্রন্থ ইংরাজী ভাষায় রহিয়াছে; কিন্তু আমাদিগের মাতৃ-ভাষায় তাদৃশ গ্রন্থের প্রাচুর্য্য নাই; এই হেতু, তৎসমুদয় গ্রন্থের আদর্শে, যুবকদিগের কল্যাণ কামনায়, এই গ্রন্থ খানি বিরচিত হইল। গ্রন্থোক্ত মহানুভবদিগের সঙ্ক্ষিপ্ত জীবনী ও কতিপয় শব্দের অর্থ টীকাকারে প্রদত্ত হইয়াছে। এতদ্ গ্রন্থ পাঠে, যদি কোনও যুবক উন্নতি-লাভে সমুৎসুক হন, তাহা হইলেই, যত্ন ও শ্রম সফল বোধ করিব।

গৌহাটী
২১ ফাল্গুন, ১৩০৩। } শ্রীপ্রসন্নচন্দ্র দাস গুপ্ত।

সূচীপত্র।

যুবক-বন্ধু

যৌবনকাল

আভাস—যৌবন-মাহাত্ম্য—ইতিকর্ত্তব্যতা—কর্ত্তব্য-সাধন প্রণালী।

যৌবন কেমন ধন,
না ভাবিয়া যুবগণ,
আমোদ প্রমোদে সদা বৃথা হরে কাল;
দ্রুতপদ শশোপম,
লম্ফে করি অতিক্রম,
জ্ঞানীদের মহামূল্য-উপদেশ-জাল;
উন্নতির পথ ছাড়ি স্বেচ্ছা-পথে চলে,
দগ্ধ হয় পরিণামে অনুতাপানলে।

প্রিয়তম যুবকবৃন্দ, তোমরাই স্বদেশের অলঙ্কার ও ভাবি-আশাস্থল। স্বদেশের ভবিষ্যৎ শুভাশুভ

তোমাদের শিক্ষা, চরিত্র ও কার্য্যের উপরে লম্বমান। তোমরা যদি, যৌবনের গুরুতর দায়িত্বের প্রতি সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিয়া, অবিচলিত উৎসাহ সহকারে স্বকর্ত্তব্য সাধনে যত্নশীল হও; অক্লিষ্ট পরিশ্রম অবলম্বনে, অন্তর্নিহিত শক্তি সমূহের উৎকর্ষ সাধনে উদ্যোগী হও; অসংখ্য প্রলোভনের প্রতিকূলে দণ্ডায়মান হইয়া, চরিত্রের নির্ম্মলতা রক্ষা করিতে স্থির-প্রতিজ্ঞ হও; অশেষবিধ বাধা বিঘ্নের বিরুদ্ধে বদ্ধপরিকর হইয়া, অভীষ্ট-লাভে দৃঢ়সঙ্কল্প হও; জ্ঞানে চরিত্রে ও ধর্ম্মে অলঙ্কৃত হইয়া, মনুষ্যোচিত গৌরব রক্ষার্থ আগ্রহবান্ হও; তাহা হইলে, তোমাদিগের উন্নতি সহকারে, স্বদেশ উন্নীত ও সমৃদ্ধিযুক্ত হইবে। পরন্তু, তোমরা যদি যৌবনের অতুলনীয় উদ্যম ও স্ফূর্ত্তি অসংযত বাসনার অনলে ভস্মীভূত হইতে দেও; কুসঙ্গী ও কদভ্যাসের দাস হইয়া সামান্য তৃণের ন্যায় নিকৃষ্ট-প্রবৃত্তি-স্রোতে ভাসমান হও; তাহা হইলে, তোমাদের ভাবি-জীবন বিষাদাচ্ছন্ন ও পরিতাপপূর্ণ হইবে, এবং তৎসঙ্গে স্বদেশের অধঃপতন অনিবার্য্য হইয়া উঠিবে।

ঐ দেখ, তোমাদের জীবন কিরূপ কোমল, বিশুদ্ধ ও মনোহর! পবিত্র সৌরভোদ্গারী সুকুমার কুসুম-

কোরকের ন্যায়, উহা স্বীয় শোভা ও সৌন্দর্য্য বিস্তার করিয়া, জগতের সমক্ষে এক স্বর্গীয় দৃশ্য অবতারিত করিয়াছে। সংসারের মর্ম্মভেদী কীটগণ—কুটিলতা, কপটতা, ঈর্ষ্যা, অসূয়া প্রভৃতি—তথায় লব্ধপ্রবেশ হয় নাই; ধনীর সগর্ব্ব আস্ফালন, নির্ধনের উৎকণ্ঠা, ধূর্ত্তের প্রতারণা, নৃশংসের নিষ্ঠুরতা, কৃতঘ্নের বিশ্বাস-ঘাতকতা, দুর্জ্জনের দুর্নীত ব্যবহার, নীচাশয়ের জঘন্য রীতি, পাপীর আত্মগ্লানি, তথায় স্থান প্রাপ্ত হয় নাই; কেবল কোমলতা ও পবিত্রতা তথায় অক্ষুণ্ণ ভাবে রাজত্ব করিতেছে। যদি জীবনের এই মহামূল্য সময়ের সদ্ব্যবহার করিতে পার, তাহা হইলে, নিরুপম-সুখাবহ উন্নতি-শিখরে আরোহণ করিতে সমর্থ হইবে; অন্যথা, নানাবিধ দুঃখ ও যন্ত্রণার উৎপীড়নে, জীবন-ভার দুর্ব্বহ বলিয়া প্রতীয়মান হইবে।

কত ব্যক্তি, যৌবনকালীন উন্মার্গগামিতার সুতীক্ষ্ণ দংশনে মর্ম্মাহত হইয়া, অশ্রুপাত করিয়াছে; কত ব্যক্তি যৌবনের প্রলোভন-স্রোতে প্রকৃষ্ট গুণাবলী বিসর্জ্জন করিয়া, পরিতাপের প্রচণ্ড অনলে আজীবন দগ্ধীভূত হইয়াছে; কত ব্যক্তি যৌবনলব্ধ কদভ্যাস-শৃঙ্খলে দৃঢ়-সম্বদ্ধ হইয়া গভীর পাপ-পঙ্কে নিমগ্ন হইয়াছে; তাহা কে

নির্ণয় করিবে? "আহা! কি অমূল্য সময়েরই অসদ্ব্যবহার করিয়াছি! উন্নতি লাভের কত উৎকৃষ্ট সুযোগই উপেক্ষা করিয়াছি! হায়! হায়! সেই সকল মহারত্ন চিরদিনের জন্য কাল-কবলিত হইয়াছে!" এইরূপ মর্ম্মভেদী অতীত-স্মৃতি-প্রাবল্যে দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ না করিয়াছেন এমন লোক বিরল। যাহারা, যৌবনকালীন ইতিকর্ত্তব্যতা নির্দ্ধারণ না করিয়া, উচ্ছৃঙ্খলভাবে জীবন-পথে গমন করিয়াছে, তাহারাই পদে পদে পদস্খলিত ও মর্ম্মাহত হইয়াছে। সুতরাং, যৌবনকাল সমগ্র-মানব-জীবনের কিরূপ বহুমূল্য সময়, যৌবনকালীন ইতিকর্ত্তব্যতা কি কি, এবং কি প্রণালী অবলম্বনে সেই সকল কর্ত্তব্যানুষ্ঠান করিলে প্রকৃত উন্নতি লাভ সহকারে ভাবি-জীবন সুখময় হইতে পারে, এই সকল বিষয়ের আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া যুবক মাত্রেরই সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। যুবকদিগের অবগতির জন্য এই তিনটী বিষয়ের সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

যৌবনকাল এতই সৌন্দর্য্যপূর্ণ ও লাবণ্যময়, এতই মনোহর ও আনন্দময় যে, তাহা সম্যক্‌রূপে বর্ণন করা অসম্ভব। যৌবন-সমাগমে, মানবগণ এক অত্যুজ্জ্বল

অভিনব জগতে অবতরণ করেন; চতুর্দ্দিকে পুষ্পসমাকীর্ণ পথসমূহ প্রত্যক্ষীভূত হয়; প্রাণ-মোহন দৃশ্যরাজি প্রবলবেগে চিত্তাকর্ষণ করিতে থাকে; আনন্দবার্ত্তাবাহী সুমধুর-ভেরি-নিনাদে হৃদয়ের অন্তস্তল পর্য্যন্ত কম্পিত হইয়া উঠে। বসন্ত সমাগমে, প্রকৃতি যেরূপ মনোহর বেশে সুসজ্জিতা হইয়া, মহোল্লাসে নৃত্য করিতে থাকে; তরুরাজি নবীন পত্র-পুষ্প-ফলে সুশোভিত হইয়া আনন্দ বিস্তার করে; মলয়-পবন নানা জাতীয় কুসুম-সৌরভ বহন করিয়া মনোহরণ করে; পিক-প্রমুখ বিহঙ্গকুল কল-কণ্ঠ-রবে প্রাণ আকুলিত করিয়া তুলে; তদ্রূপ, যৌবনসমাবেশে, মানবের শরীর, মন ও আত্মা, রমণীয় শোভায় অলঙ্কৃত হইয়া আনন্দের বার্ত্তা ঘোষণা করিতে থাকে; শরীরে অভিনব শক্তি তাড়িতবেগে সঞ্চারিত হইতে থাকে; মনে নবীন সত্যালোক প্রবেশ করিয়া জ্ঞানরাজ্যকে উজ্জ্বল করে; আত্মায় ধর্ম্মভাব প্রদীপ্ত হইয়া মনুষ্যোচিত গৌরব রক্ষার্থ প্রোৎসাহিত করিতে থাকে; একদিকে, প্রবলভোগবাসনা,—আপাতমনোরম সুখরাজি সম্মুখবর্ত্তী করিয়া,—হৃদয় ও মন মুগ্ধ করিতে থাকে; অপর দিকে, উচ্চাভিলাষসমূহ,—পরিণাম-শুভকর সাধুভাব-

নিচয় সমক্ষে ধারণ করিয়া,—মানব-নাম অন্বর্থ করিবার জন্য আকর্ষণ করিতে থাকে; একদিকে—ইন্দ্রিয়-সেবা, বিষয়-ভোগ, প্রভুত্ব, অভিমান, স্বেচ্ছাচার; অপরদিকে—ধর্ম্মলাভ, আত্মপ্রসাদ, বিনয় ও স্বাধীনতা; ইহারা সকলেই আপন আপন সৌন্দর্য্যবিস্তার করিয়া যুবকদিগকে ব্যাকুল করিয়া তুলে; যুবকবৃন্দ পাপপুণ্যের সন্ধিস্থলে দণ্ডায়মান হইয়া উৎকণ্ঠিত হৃদয়ে দোলায়মান হইতে থাকে; যে ভাগ্যবান্ যুবক নিকৃষ্ট-প্রবৃত্তি-নিচয়ের প্রতিকূলে বদ্ধপরিকর হয় এবং সাধুতার আশ্রয়ে স্বীয় জীবন পবিত্র রাখিবার জন্য স্থিরপ্রতিজ্ঞা অবলম্বন করে, তাহার সমক্ষেই মানব-জগতের চিরস্পৃহণীয় সুখ-দ্বার উদ্ঘাটিত হয়; আর যে দুর্ভাগ্য যুবক দুর্ম্মতিবশতঃ অবনত-মস্তকে নিকৃষ্ট-প্রবৃত্তি নিচয়ের বশ্যতা স্বীকার করে, সে সুখ-রাজ্য হইতে চির নির্ব্বাসিত হয় এবং ভাবিজীবন বিষাদময় করিয়া তুলে; সে সুখসাধনের উপায় করিতে অগ্রসর হয় বটে, কিন্তু সুখ তাহাকে মরীচিকার ন্যায় প্রবঞ্চনা করে; সে যাহা অমৃত মনে করিয়া আগ্রহ-সহকারে পান করে, তাহাতে সাংঘাতিক বিষের

আস্বাদন প্রাপ্ত হয় এবং তাহার হৃদয় আজীবন পরি-
তাপানলে দগ্ধ হইতে থাকে।

ষোড়শ বর্ষ হইতে ত্রিংশদ্‌বর্ষ পর্য্যন্ত মানব-জীবনের
যে তরুণাবস্থা তাহাই সাধারণতঃ যৌবন নামে আখ্যাত
হয়। সমগ্র জীবনের এই কতিপয়বর্ষ যে কিরূপ
মহামূল্য সময়, তাহা অনেকেই যথাসময়ে সুস্পষ্টরূপে
বুঝিতে না পারিয়া, ইন্দ্রিয়পরায়ণতা ও কদভ্যাস
দোষে জীবন কলঙ্কিত করে; পরে, যখন শরীর
ব্যাধিগ্রস্ত হয়, অকালবার্দ্ধক্যের চিহ্নসমূহ প্রকাশ-
মান হইতে থাকে, উদ্যম, উৎসাহ, ক্রমশঃ ক্ষীণ
হইয়া পড়ে, তখন ঘোরতর পরিতাপান্ধকারে হৃদয়
সমাচ্ছন্ন হয় এবং মানব-জীবন মরুতুল্য নীরস বলিয়া
প্রতীয়মান হইতে থাকে। ইয়ঙ্গ্ * বলেন, "অপরি-
ণামদর্শী যুবকমণ্ডলী, উচ্চাকাঙ্ক্ষায় ও আত্মাদরে
স্ফীতবক্ষ হয়; অতীব হৃষ্টচিত্তে স্ব স্ব জীবন-
তরি, মনোহর পতাকারাজিতে সুশোভিত করিয়া,

* এডওয়ার্ড ইয়ঙ্গ্—ইংরাজ কবি ও ধর্ম্মশাস্ত্রজ্ঞ। এতৎপ্রণীত সমস্ত
গ্রন্থই সদ্ভাব ও নীতিপূর্ণ। ইহাঁর "রজনি-চিন্তা," "প্রতিহিংসা," "মানব-
জীবন-গণনা," "সর্ব্বজন-মনোহারিণী যশোলিপ্সা" অতিশয় আদরণীয়
বস্তু। জন্ম ১৬৮৪ খ্রীঃ, মৃত্যু ১৭৬৫ খ্রীঃ।

সংসার-সমুদ্রে ছাড়িয়া দেয়; এবং প্রত্যেক বায়ু-হিল্লোল ও প্রত্যেক নক্ষত্রকেই অনুকূল বায়ু ও ধ্রুবনক্ষত্র বলিয়া মনে করে।” যে সকল দুর্ভাগ্য ব্যক্তি, এরূপ অবিমৃশ্যকারিতা-দোষে, যৌবনের অসদ্ব্যবহার করে, যৌবনকে বিদায় দিবার সময়ে তাহাদিগের হৃদয়ে বিষদিগ্ধ শেল বিদ্ধ হইতে থাকে। খ্যাতনামা ল্যাণ্ডর * বলেন, “যাহারা অতৃপ্ত-হৃদয়ে, যৌবনের প্রবল ভোগ-বাসনা, কল্পিত দুরাশা ও আপাতমনোরম প্রলোভন-সমূহের অনুসরণ করে, তাহাদিগের হৃদয় যৌবনের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া-সম্পাদনে যেরূপ মর্ম্মভেদী শোকে অভিভূত হয়, কোন পরমাত্মীয়ের চরম সৎকারেও তদ্রূপ হয় না।” বস্তুতঃ, পুনর্ব্বার যৌবনলাভ করা যদি মানবদিগের পক্ষে সম্ভবপর হইত, তাহা হইলে, যৌবনাপব্যয়ী, পরিতাপদগ্ধ, লোকমণ্ডলী, দলে দলে ও সত্বরপদে, সে দিকে ধাবমান হইত।

ডাক্তার ওয়ল্‌কট্ নামক জনৈক চিকিৎসক, যৌবন-

* ওয়াল্‌টার স্যাভেজ্ ল্যাণ্ডর—ইংলণ্ডের বিখ্যাত গ্রন্থকার। এতৎপ্রণীত গ্রন্থ সকল গভীর-জ্ঞানমূলক ও মাধুর্য্যপূর্ণ। প্রধান গ্রন্থ—“শুষ্কযষ্টি,” “বৃদ্ধতরুর শেষ ফল,” “রাজনীতিজ্ঞদিগের কথোপকথন”। জন্ম ১৭৭৫ খ্রীঃ, মৃত্যু ১৮৬৪ খ্রীঃ।

লব্ধ নানাবিধ কদভ্যাস দোষে, স্বীয় শরীর অকর্ম্মণ্য করিয়া ফেলিয়া ছিলেন। তিনি পরকে রোগমুক্ত করিবার জন্য চিকিৎসা করিতেন বটে, কিন্তু কদভ্যাস রূপ আত্মরোগের প্রতি দৃক্‌পাতও করিতেন না। তিনি, সর্ব্বদা যদৃচ্ছা-প্রবৃত্ত হইয়া, বহুবিধ অত্যাচার ও অসদাচরণ করিতেন। এবংবিধ ব্যবহারে, তিনি ক্রমশঃ এরূপ ইন্দ্রিয়পরায়ণ, কুৎসাপ্রিয় ও অহঙ্কারী হইয়া উঠিলেন যে, তদীয় চরিত্রসংশোধনার্থ গুরুজনের ভৎর্সনা ও আদেশ, বন্ধুদিগের অনুরোধ ও উপদেশ, পরিজনবর্গের অনুনয় ও অশ্রুপূর্ণ কাতরোক্তি, সমস্তই বিফল হইতে লাগিল; প্রাকৃতিক নিয়ম পদে পদে উল্লঙ্ঘন করিলে মানুষের যে সকল দুর্দ্দশা উপস্থিত হয়, ক্রমে ক্রমে তৎসমুদয় প্রকাশমান হইয়া উঠিল; অচিরকাল মধ্যেই তদীয় শরীর রোগসমাকীর্ণ হইল; যৌবনের প্রফুল্ল মুখশ্রী ও মনোহর লাবণ্য অন্তর্ধান করিল; অকালবার্দ্ধক্যের লক্ষণসমূহ পরিস্ফুট হইল; সুঠাম ও বলিষ্ঠ শরীর কঙ্কালে পরিণত হইল; এবং গভীর পরিতাপানলে তদীয় হৃদয় ভস্মীভূত হইতে লাগিল। পীড়ার প্রাবল্য এত অধিক হইয়া উঠিল যে, সুবিখ্যাত চিকিৎসকবৃন্দ

বহুযত্নেও সেই ভীষণ ব্যাধির বেগ প্রতিরুদ্ধ করিতে সমর্থ হইলেন না। আসন্নকাল উপস্থিত-প্রায়,—এমন সময়ে, তাঁহার জনৈক বন্ধু জিজ্ঞাসা করিলেন, "প্রিয় বন্ধো! তোমার সন্তোষার্থে আমি এখন কিছু করিতে পারি কি?" তিনি উত্তর দিলেন, "হাঁ বন্ধো! আমাকে আমার যৌবনকাল ফিরাইয়া দাও।" যদি এই পরিতাপী ব্যক্তিকে যৌবনকাল প্রত্যর্পণ করা সম্ভবপর হইত, তাহা হইলে, নিশ্চয়ই সে এবার, সাধুপথ অবলম্বন পূর্ব্বক, প্রকৃত উন্নতি-লাভে কৃতসঙ্কল্প হইত। কিন্তু কদভ্যাস-দাসত্বে তাহার শরীর একেবারে অকর্ম্মণ্য হইয়া গিয়াছিল; প্রত্যেক মুহূর্ত্তে মৃত্যু তাহাকে গ্রাস করিবার জন্য আকর্ষণ করিতে ছিল; সুতরাং তখন আর কোনও প্রকার পরিবর্ত্তনের সময় ছিল না।

মহাত্মাদিগের চরিতমালা অধ্যয়ন করিলে পরিষ্কৃত রূপে প্রতিপন্ন হয় যে, যাঁহারা জগতে অতুল-কীর্ত্তি-ধ্বজা উড্ডীয়মান করিয়া চিরস্মরণীয় হইয়াছেন, তাঁহাদিগের মধ্যে অনেকেরই যৌবনকালে ভাবি-মহত্ত্বের লক্ষণ সমূহ প্রকাশিত হইয়াছিল। যৌবনেই তাঁহারা, ব্যায়ামে অদ্ভুত নিপুণতা, অধ্যয়নে অটল একাগ্রতা, চরিত্রে অকৃত্রিম

পবিত্রতা, এবং ধর্ম্মে প্রগাঢ় নিষ্ঠা প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদিগের মধ্যে প্রায় প্রত্যেকেই যৌবন কালে ভাবিয়া দেখিয়াছিলেন,—আমি কি মহোদ্দেশ্য লক্ষ্য করিয়া কার্য্য করিতেছি? আমার ইচ্ছাশক্তির স্বাভাবিক প্রবণতা কোন্ দিকে? কি কি বিষয়ে আমার বুদ্ধিবৃত্তি সূক্ষ্মদর্শিনী? আমার প্রধান দোষ কি কি এবং তন্নিবন্ধন কি কি বিপদ সংঘটিত হইতে পারে? দেশের, সমাজের ও মানব সাধারণের সহিত আমার কিরূপ সম্বন্ধ? আমার প্রধান কর্ত্তব্য কি কি? সেই সকল কর্ত্তব্যসাধনে আমার ক্ষমতা কিদৃশী তেজস্বিনী? এই সমুদয় বিষয় স্থিরচিত্তে পর্য্যালোচনা করিয়া, তাঁহারা কার্য্যক্ষেত্রে অবতরণ করিয়াছিলেন; সুতরাং তাঁহারা কোন কারণেই স্খলিতপদ বা লক্ষ্যভ্রষ্ট হন নাই; প্রত্যুত, তাঁহারা স্বীয় উন্নতি সহকারে, স্বদেশের, স্বজাতির ও জন-সাধারণের হিতসাধন করিয়া, জগদ্বিখ্যাত হইয়া গিয়াছেন।

সুবিখ্যাত মণ্টেইন্ * বলেন, "বিংশতি বর্ষে মানব

* মাইকেল মণ্টেইন্—ফ্রান্স দেশের বিখ্যাত প্রবন্ধলেখক। ইনি শৈশবের দোলা হইতে ল্যাটিন ভাষা শিক্ষা করিতে আরম্ভ করিয়া অত্যল্প

পূর্ণাঙ্গ হয়, ঐ বয়সে যে ব্যক্তির বর্দ্ধিষ্ণু শক্তি ও গুণবত্তার লক্ষণ প্রকাশিত না হয়, তাহার ভবিষ্যতে কখনও উন্নত হইবার সম্ভাবনা নাই।” ডাক্তার সাউদি* বলেন, “মানব যত দিনই বাঁচুক না কেন, প্রথম বিংশতি বর্ষই মানবজীবনের দীর্ঘার্দ্ধ; উপভোগ-সময়ে ও অতীতাবস্থায়, জীবনের ঐ অংশই দীর্ঘতর বলিয়া অনুভূত হয় এবং স্মৃতি-রাজ্যের অধিকাংশই ঐ সময়ের ঘটনাবলী দ্বারা অধিকৃত হইয়া থাকে। বিংশতি বর্ষ অতীত হইলে, জীবনে যে সকল ব্যাপার সংঘটিত হয়, তৎসমুদায় স্মৃতি-রাজ্যের অপেক্ষাকৃত অল্প স্থান অধিকার করে।”

বস্তুতঃ যৌবনলব্ধ গুণাবলী দ্বারাই মানবের ভাবি-জীবনের সুখদুঃখ নির্ণীত হইয়া থাকে। যৌবনকালে

বয়সেই কলেজ-পাঠ্য গ্রন্থাবলী সমাপন করিয়াছিলেন। পরিণত বয়সে, নানাবিধ যাতনাজনক পীড়ায় কষ্ট পাইয়াও কখনও কার্য্য করিতে বিরত হন নাই। এতৎ প্রণীত “রচনাবলী” ভাষার প্রাঞ্জলতা এবং ভাবের সরলতা ও মাধুর্য্যের জন্য বিখ্যাত। জন্ম ১৫৩৩ খ্রীঃ, মৃত্যু ১৫৯২ খ্রীঃ।

* রবার্ট সাউদি—ইংলণ্ডের প্রসিদ্ধ গ্রন্থকার। ইনি এরূপ পরিশ্রমী ও অধ্যবসায়ী ছিলেন যে, একশত খণ্ডেরও অধিক গ্রন্থ লিখিয়া গিয়াছেন। প্রধান গ্রন্থ “জোয়ান্ অব্ আর্ক,” “নেলসন, বুনিয়ান প্রভৃতির জীবন-বৃত্ত,” “চিকিৎসক,” “রচনাবলী” “সার্ টমাস্ মূর”। জন্ম ১৭৭৪ খ্রীঃ, মৃত্যু ১৮৪৩ খ্রীঃ।

যে সকল চিন্তায় হৃদয় পুনঃ পুনঃ অন্দোলিত হয়, তাহাদের প্রভাব জীবনব্যাপী হইয়া উঠে; যে সকল কার্য্যে পুনঃ পুনঃ প্রবৃত্ত হওয়া যায়, তাহারা অভ্যাসে পরিণত হইয়া যাবজ্জীবন কার্য্য করিতে থাকে; ইন্দ্রিয়পরায়ণতা দোষে, যে সকল কদভ্যাস অভ্যস্ত হয়, তাহারা বয়োবৃদ্ধিসহকারে সংশোধিত না হইয়া বরং উত্তরোত্তর পরিবর্দ্ধিত হইতে থাকে, এবং তাহাদিগের উৎপীড়নে হৃদয়ের শান্তি একেবারে তিরোহিত হয়।

যৌবনলব্ধ অভ্যাসসমূহ ভাবি-জীবনে এরূপ প্রভাব বিস্তার করে বলিয়াই যৌবনকালের বর্ণনায় মতভেদ দৃষ্ট হয়। মানবগণ, স্ব স্ব অভিজ্ঞতার আদর্শস্বরূপ, যৌবনের যে সকল বর্ণনা রাখিয়া গিয়াছেন, তন্মধ্যে তাঁহাদের আপন আপন যৌবন প্রতিবিম্বিত রহিয়াছে। স্বীয় জীবনের ছায়া অবলম্বন পূর্ব্বক, কেহ বা প্রফুল্ল-চিত্তে সুমনোহরবর্ণে, কেহ বা বিষাদাচ্ছন্ন-হৃদয়ে নিকৃষ্টবর্ণে, যৌবনকে চিত্রিত করিয়াছেন।

স্কট্‌লণ্ডের সুবিখ্যাত কবি লর্ড বায়রণ,* সম্ভ্রান্ত

* লর্ড জর্জ্জ গর্ডন্ বায়রণ—এতৎ প্রণীত উৎকৃষ্ট কবিতা—"ম্যান্‌ফ্রেড," "বেপ্পো," "চাইল্ড হেরল্ড","ডন জুয়ান" প্রভৃতি অতিশয় সমাদৃত

বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াও, যৌবনের উচ্ছৃঙ্খলতা ও বিলাসিতা দোষে, স্বীয় জীবন বিষাক্ত করিয়াছিলেন, সুতরাং তদীয় যৌবন-বর্ণনায় ন্যূনাধিক পরিমাণে, সেই বিষ উদ্গীর্ণ হইয়াছে। তিনি ৩৬ বৎসর মাত্র জীবিত ছিলেন। এই সংক্ষিপ্ত জীবনেই, যৌবনের উন্মার্গ-গামিতা হেতু, যেরূপ ভীষণ দুঃখ ও নিরাশায় তাঁহার হৃদয় জর্জ্জরিত হইয়াছিল, তাহা ভাবিতে গেলে হৃৎ-কম্প উপস্থিত হয়। এই কবি মহামূল্য যৌবনের কিরূপ অসদ্ব্যবহার করিয়াছিলেন, তাঁহার যৌবন-বর্ণনাই তৎসম্বন্ধে সাক্ষ্যদান করিতেছে। তিনি বলেন, "যৌবনকাল বাহ্য-চাকচিক্য-মণ্ডিত ঐন্দ্রজালিক পান-পাত্র বিশেষ।" অপরদিকে, ইংলণ্ডের প্রসিদ্ধ ধর্ম্মোপদেশক চারল্‌স্ হেয়ার, * যৌবনের সদ্ব্যবহার

হইয়াছিল। ইনি স্বীয় জীবনের দুর্নীত ব্যবহার দ্বারা প্রমাণ করিয়া গিয়াছেন যে, প্রতিভা যত সমুজ্জ্বলই হউক না কেন, মানব, ধর্ম্মনিষ্ঠায় অলঙ্কৃত না হইলে, কিছুতেই সুখ শান্তি লাভের প্রত্যাশা করিতে পারে না। জন্ম ১৭৮৮ খৃঃ, মৃত্যু ১৮২৪ খৃঃ।

* জুলিয়স্ চারল্‌স্ হেয়ার—ইনি স্বীয় জীবন অত্যাগ্রহ সহকারে সত্যানুসন্ধিৎসায় ব্যয় করিয়াছিলেন। এতৎপ্রণীত "সত্যানুমান" (Guesses at Truth) ইংরেজী ভাষায় একখানি উৎকৃষ্ট গ্রন্থের মধ্যে পরিগণিত। জন্ম ১৭৯৬ খৃঃ, মৃত্যু ১৮৫৫ খৃঃ।

করিয়া, জ্ঞানে, চরিত্রে ও ধর্ম্মে উন্নতি লাভ করিয়াছিলেন এবং সত্যপরায়ণতা ও সদাশয়তা-গুণে, লোকসমাজে সম্মানিত ও সমাদৃত হইয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছেন, "যৌবন জীবনের বসন্তকাল। বসন্তে যে বৃক্ষে পুষ্পোদ্গম না হয়, শরৎ কালে * তাহার নিকট ফলের আশা করা বিড়ম্বনা মাত্র।"

এইরূপে স্বীয় অভিজ্ঞতা অনুসারে নানা ব্যক্তি যৌবনের নানারূপ বর্ণনা করিয়াছেন। কতিপয় মনীষীর বর্ণনা নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

"যৌবন প্রবহমান বিহ্বলতা মাত্র, এবং ধীশক্তির সন্তাপকর বস্তু।"

রোষফুকলট্। †

"যৌবন সুখের সময় নহে। তৎকালে, অপরিমিত আকাঙ্ক্ষা হেতু, সর্ব্বদা নিরাশ ও বিষণ্ণ হইতে হয় ; প্রৌঢ়াবস্থায়, আকাঙ্ক্ষাসমূহ অভিজ্ঞতা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় ; সেই সময়ে, মানব প্রশান্তচিত্তে সুখভোগ করে।"

লর্ড লিভারপূল্ ‡।

* পরিণত বয়সে।

† রোষ্ ফুকল্ট্—ফ্রান্স দেশীয় প্রসিদ্ধ রাজনীতিজ্ঞ ও গ্রন্থকার। ইনি মানবতত্ত্ব পর্য্যালোচনায় অতিশয় বিচক্ষণ ছিলেন। জন্ম ১৬১৩ খ্রীঃ, মৃত্যু ১৬৮০ খ্রীঃ।

‡ লর্ড লিভার পুল্—এই মহাত্মা নানা উচ্চপদে প্রকৃষ্টভাবে স্বীয়

"যৌবনকাল পবিত্র, সুন্দর ও সুললিত সঙ্গীতপূর্ণ, রমণীয় প্রাতঃকাল সদৃশ।"

সাটোব্রিয়ঙ্* ।

"যৌবন দুঃখের সহিত কোনও রূপ সংস্রব রাখে না।"

ইউরিপাইডিস্† ।

"যৌবন গোলাপ পুষ্পের ন্যায় মনোহর।"

শেক্স্পীয়ার‡ ।

কর্ত্তব্য সম্পাদন করিয়া, ১৮১২ খ্রীষ্টাব্দে ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রীর পদ অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। জন্ম ১৭৭০ খ্রীঃ, মৃত্যু ১৮২৮ খ্রীঃ।

* আগষ্ট্ সাটোব্রিয়ঙ্—ফ্রান্স দেশীয় বিখ্যাত গ্রন্থকার। ইঁহার গ্রন্থসমূহ ওজস্বিতা ও অত্যুজ্জ্বল কল্পনা মাধুর্য্যে অতিশয় সমাদরের বস্তু। জন্ম ১৭৬৮ খ্রীঃ, মৃত্যু ১৮৪৮ খ্রীঃ।

† ইউরিপাইডিস্—গ্রীশ দেশীয় সুবিখ্যাত কবি। ইনি মানবতত্ত্ব পর্য্যালোচনায় অতিশয় পারদর্শিতা লাভ করিয়াছিলেন। এতৎ-প্রণীত গ্রন্থ সমূহ গভীর জ্ঞান ও সূক্ষ্মদর্শিতায় পরিপূর্ণ। জন্ম ৪৮১ খ্রীঃ পূঃ, মৃত্যু ৪০৬ খ্রীঃ, পূঃ।

‡ উইলিয়ম্ শেক্স্পীয়ার—ইনি ইংলণ্ডকবিদিগের শিরোমণি। এতৎ প্রণীত নাটক শ্রেণীর মধ্যে "হ্যাম্লেট," "জুলিয়স্ সিজার," "ম্যাক্বেথ্," "ওথেলো," এবং "রোমিও জুলিয়েট্" অত্যুপাদেয় ও নিরতিশয় মনোরম বলিয়া পরিগণিত। জন্ম ১৫৬৪ খ্রীঃ, মৃত্যু ১৬১৬ খ্রীঃ।

যৌবনের বর্ণনায় যদিও ঈদৃশ পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়,কিন্তু যৌবনের সদ্ব্যবহারমূলক উপদেশমালায় তাদৃশ মতভেদ দৃষ্ট হয় না। "যৌবনে কি পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া চলিলে, মানব ভাবি-জীবনে সুখী হইবে?" এই প্রশ্নোত্তরে সর্ব্বদেশীয় জ্ঞানিগণ, ভবিষ্যদ্বংশাবলীর হিতার্থে, তাঁহাদিগের অভিজ্ঞতার নিষ্কর্ষস্বরূপ যে উপদেশমালা রাখিয়া গিয়াছেন, তৎসমুদয়ের সারসংগ্রহ করিলে, নিম্নলিখিত সঙ্ক্ষিপ্ত উপদেশে পরিণত হয়:—

"যৌবনকালে, জ্ঞান-বৃদ্ধদিগের উপদেশ-সাহায্যে, চরিত্রবান্ ও ধর্ম্মপরায়ণ হইবার জন্য যত্নশীল হইবে; শারীরিক বলবিধান,কঠোর আত্মসংযম ও ঈশ্বরে প্রগাঢ় ভক্তি ব্যতিরেকে, সৌভাগ্য-শিখরে আরোহণ করিবার অপর কোনও রাজ-পথ নাই।"

প্রাচীন শাস্ত্রকার মনু বলিয়াছেন, "প্রথম বয়সে, এরূপ কার্য্য করিবে যাহাতে বৃদ্ধবয়সে সুখী হইতে পারিবে এবং যাবজ্জীবন এরূপ কার্য্য করিবে যদ্দ্বারা পরলোকে সুখী হইতে পারিবে।" * যৌবনকালেই

* পূর্ব্বে বয়সি তৎ কুর্য্যাৎ যেন বৃদ্ধঃ সুখং বসেৎ।
যাবজ্জীবেন তৎ কুর্য্যাৎ যেনামুত্র সুখং বসেৎ॥

মানবগণ সাধারণতঃ ইন্দ্রিয়পরায়ণ হইয়া পড়ে; তাহাদিগকে সাবধান করিবার জন্য তিনি বলিয়াছেন, “ইন্দ্রিয়পরতন্ত্র হইলে নিশ্চয়ই দোষোৎপন্ন হয়, কিন্তু ইন্দ্রিয়গণকে বশীভূত করিলে সিদ্ধিলাভ হইয়া থাকে। সারথি যেমন অশ্বগণের সংযমন করেন, তদ্রূপ আপাতমনোরম বিষয়ে প্রবৃত্ত ইন্দ্রিয় সকলের সংযমনে বিদ্বান্ ব্যক্তি যত্ন করিবেন।”* হিতোপদেশে লিখিত আছে, “পণ্ডিতগণ বলেন, ইন্দ্রিয়-বিকারই বিপদের পথ, এবং ইন্দ্রিয়-নিগ্রহই সম্পদের পথ; অতএব শুভাশুভ ফল বিচার পূর্ব্বক, যে পথে গমন করিলে অভীষ্ট লাভ হইবে, সেই পথে গমন করিবে।” †

সুবিখ্যাত সার্ ওয়াল্টার্ রেলিঙ্‡ বলেন, “যৌবনের

* ইন্দ্রিয়াণাং প্রসঙ্গেন দোষমৃচ্ছত্যসংশয়ম্।
সংনিয়ম্যতু তান্যেব ততঃ সিদ্ধিং নিযচ্ছতি॥
ইন্দ্রিয়াণাং বিচরতাং বিষয়েষপহারিষু।
সংযমে যত্নমাতিষ্ঠেৎ বিদ্বান্ যন্তেব বাজিনাম্॥

† আপদাং কথিতঃ পন্থা ইন্দ্রিয়াণামসংযমঃ।
তজ্জয়ঃ সম্পদাং মার্গো যেনেষ্টং তেন গম্যতাম্॥

‡ সার্ ওয়াল্টার রেলি—ইনি রাজ্ঞী এলিজাবেথ ও প্রথম জেম্সের রাজত্ব সময়ে ইংলণ্ডের নানা উচ্চপদ অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। কুচক্রী শত্রুগণের ষড়যন্ত্রে, রাজদ্রোহাপরাধে দোষী বলিয়া প্রমাণিত হওয়াতে, ১৬১৮ খ্রীষ্টাব্দে ইনি শিরশ্ছেদন দণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিলেন। বধমঞ্চোপরি আরোহণ

এরূপ সদ্ব্যবহার করিবে, যেন প্রৌঢ়াবস্থায় অতীত জীবনের স্মৃতি, দীর্ঘনিশ্বাস ও বিষাদপূর্ণ না হইয়া, শান্তিদায়ক হইতে পারে। জীবনের এই ক্ষণস্থায়ী বসন্তকালে, ভাবি-জীবন সুদীর্ঘ ও সুখপূর্ণ করিবার জন্য আয়োজন করিয়া রাখিবে।”

যৌবনকালে, প্রলোভনের সুমিষ্ট আকর্ষণ হইতে আত্মরক্ষা করা মানবের পক্ষে অতীব দুরূহ ব্যাপার। অধিকাংশ লোককেই এ বিষয়ে বিফল-মনোরথ হইতে দেখিয়া, প্রাচীনকালে, এতদ্দেশীয় জ্ঞানিবৃন্দ ছাত্র-জীবনেই কঠোর আত্মসংযম অভ্যাস করিবার নিয়ম করিয়াছিলেন। পাছে যৌবনের প্রবল-বাসনা-স্রোতে স্বদেশের আশাভরসার স্থল যুবকবৃন্দ ভাসিয়া যায়,—পাছে তাহারা প্রলোভনের প্রচণ্ড অগ্নিতে হৃদয়ের উৎকৃষ্ট গুণরাশি ভস্মীভূত করে,—এই হেতু, বিদ্যাশিক্ষার সঙ্গে সঙ্গেই বিদ্যার্থীদিগকে আত্মসংযম

পূর্ব্বক ইনি অতি তেজস্বিনী ভাষায় স্বীয় নির্দ্দোষিতা প্রতিপন্ন করিয়াছিলেন। সর্ব্বশেষে যথার্থ সমানীত খড়্গের সুতীক্ষ্ণতা স্বহস্তে অনুভব করিয়া হাস্যমুখে সেরিফকে বলিলেন,“ইহা অতি তীক্ষ্ণ ঔষধ বটে,কিন্তু এই ভেষজ সর্ব্বরোগ বিনাশ করিবে।”

এতৎ প্রণীত ‘পৃথিবীর ইতিহাস” ইংরাজী ভাষায় একখানি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ বলিয়া পরিগণিত। জন্ম ১৫৫২ খ্রীঃ, মৃত্যু ১৬১৮ খ্রীঃ।

অভ্যাস করিতে হইত। তাহারা এক দিকে, অধ্যাপক-সমীপে বেদাধ্যয়ন করিত; অপর দিকে, কঠোর আত্মসংযম অভ্যাস করিয়া চরিত্রের উৎকর্ষ সাধন করিত। তখন, শিক্ষক 'গুরু বা আচার্য্য' এবং ছাত্র 'শিষ্য বা ব্রহ্মচারী' নামে অভিহিত হইতেন। যিনি শরীর,মন, বাক্য ও কর্ম্মদ্বারা, পবিত্রভাবে ও মহোৎসাহ সহকারে দেবতা ও আচার্য্যের শুশ্রূষা করিতে জানিতেন, তিনিই 'শিষ্য' পদবাচ্য হইতেন। * শিষ্যগণ গুরুগৃহে বাস করিতেন; গুরু এবং গুরুপত্নীকে জনকজননীর ন্যায় ভক্তি করিতেন; তাহাকে কুশ-শয্যায় শয়ন করিতে হইত; প্রত্যূষে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক স্নানান্তে সমিৎ, পুষ্প, কুশা প্রভৃতি দেবার্চ্চনার্থ আনয়ন করিতে হইত; প্রত্যহ যজ্ঞস্থান পরিষ্কার করিতে হইত; প্রতিদিন ভিক্ষা-লব্ধ পদার্থসমূহ গুরুকে দান করিতে হইত; এবং মধু, মাংস, গন্ধ, মাল্য, বেশবিন্যাস, ছত্রধারণ, নৃত্য, গীত, বাদ্য, ক্রোধ, লোভ, প্রবঞ্চনা, পরনিন্দা, কলহ প্রভৃতি পরিত্যাগ করিতে হইত।

* দেবতাচার্য্যশুশ্রূষাং মনোবাক্কায়কর্ম্মভিঃ।
শুদ্ধভাবো মহোৎসাহো বোদ্ধা শিষ্য ইতি স্মৃতঃ॥

আচার্য্যগণ ছাত্রদিগের চরিত্রের প্রতি সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিতেন, চরিত্রে কোনও রূপ দোষ ঘটিলে ঘোরতর শাসন করিতেন; ছাত্রগণ, আজ্ঞাবহ ভৃত্যের ন্যায় স্থিরচিত্তে ও অবনতমস্তকে, তাহা বহন করিয়া, আপন চরিত্র সংশোধন করিতেন। তন্ত্রসারে লিখিত আছে, "যিনি আচার বিষয়ে শিক্ষাদান করেন, তিনিই আচার্য্য। যিনি আচার্য্যের অধীন হইয়া তাঁহার বাক্য হৃদয়ে ধারণ করেন ও গুরুর শাসনে বিচলিত না হন, এরূপ লক্ষণযুক্ত শিষ্য, সাধুগণ কর্ত্তৃক 'সর্ব্বগুণান্বিত শিষ্য' নামে আখ্যাত হন। আচার্য্য বিধিমতে এরূপ শিষ্যকে উৎকৃষ্ট রত্নতুল্য বেদাংশ সকল অধ্যাপন করাইবেন।" *

পূর্ব্বকালের শিষ্যগণ,এইরূপ ভক্তিভাবে ও প্রশান্তচিত্তে গুরুসমীপে বেদাধ্যয়ন, এবং আত্মসংযম ও বিনয় গুণে, চরিত্রের উন্নতিসাধন করিতেন। দ্বাদশ বা ততোধিক বর্ষ অধ্যয়নান্তে শিক্ষাকার্য্য সমাপ্ত হইত; তখন,

* আচারে শাসয়েদ্‌যস্তু স আচার্য্য উদাহৃতঃ।
যস্ত্বাচার্য্যপরাধীন স্তদ্বাক্যং শাস্তুতে হৃদি।
শাসনে স্থিরবৃত্তিশ্চ শিষ্যঃ সদ্ভিরুদাহৃতঃ॥
এবং লক্ষণসংযুক্তং শিষ্যং সর্ব্বগুণান্বিতম্।
অধ্যাপয়েদ্বিধানেন মন্ত্ররত্নমনুত্তমম্॥

শিষ্যগণ আচার্য্যকে সন্তোষজনক গুরুদক্ষিণা দান করিতেন এবং তদীয় অনুমতি গ্রহণ করিয়া স্বগৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেন।

প্রাচীনকালে, শাস্ত্রজ্ঞ মহোদয়গণ এতই সমাদৃত ছিলেন যে, নৃপতিবর্গ ও সম্রাট্‌গণ আপন আপন সভায় তাঁহাদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া, বা স্থায়িরূপে রাখিয়া, শাস্ত্রানুশীলনে পরম আপ্যায়িত হইতেন। অধুনা, যদিও কোন কোন গ্রামে ও নগরে বিদ্বান্ ও ধর্ম্মশাস্ত্রজ্ঞ মহোদয়গণ টোলে শিষ্যদিগকে শিক্ষাদান করিয়া থাকেন, কিন্তু তথায় পূর্ব্বকালের রীতি নীতি সম্যক্‌রূপে অনুসৃত হয় না এবং হইবারও সুবিধা ঘটে না; কারণ, সময়ের পরিবর্ত্তনসহকারে, গুরু ও শিষ্য উভয়েরই অবস্থা পরিবর্ত্তিত হইয়াছে।

ইংরাজী বিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ এদেশে প্রতিষ্ঠাপিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষারাজ্যে যুগান্তর উপস্থিত হইয়াছে। একদিকে, ঘোরতর পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে, সুমনোহর ও বিস্তীর্ণ পাশ্চাত্য-জ্ঞান-ভাণ্ডার সমুদ্‌ঘাটিত হইয়াছে; অপরদিকে, জ্ঞান-রাজ্যের বিস্তৃতি সহকারে, পাশ্চাত্য-সভ্যতা-মূলক বহুতর দোষ যুবক ছাত্রদিগের মধ্যে প্রবেশলাভ করিতেছে। এক্ষণে,

প্রাচীন কালের গুরুভক্তি, আত্মসংযম, পবিত্র ও বিনীত ভাব, যুবকদিগের মধ্যে প্রায়শঃ পরিলক্ষিত হয়না ; তাহারা পাশ্চাত্য সভ্যতার গুণাবলী পরিহার পূর্ব্বক, দোষাবলী গ্রহণ করিয়া জীবন কলঙ্কিত করিতেছে। ভোগবিলাসিতা, অশিষ্টতা, ঔদ্ধত্য, ক্রোধপরায়ণতা, গুরুজনের প্রতি অবজ্ঞাপ্রদর্শন, প্রভৃতি নানা দোষ যুবকদিগের অলঙ্কার হইয়া উঠিতেছে ; জনক, জননী, শিক্ষক প্রভৃতি গুরু-জনের প্রতি ভক্তি প্রদর্শন, সবিনয়ে আলাপ, নতশীর্ষে আজ্ঞাবহনে উদ্যোগ, উপদেশ অনুসরণে তৎপরতা, ধর্ম্ম কার্য্যে অনুরাগ, সাধু, সরল ও উদার ভাব, এ সকলই যেন ক্রমে ক্রমে যুবকদিগ হইতে অন্তর্ধান করিতেছে। তাহাদিগের আচার ব্যবহার দর্শন করিলে ইহাই প্রতিপন্ন হয় যে, তাহারা যৌবনের ইতিকর্ত্তব্যতা বিস্মৃত হইয়া অন্ধের ন্যায় সংসার-পথে বিচরণ করিতেছে। সুতরাং যৌবনকালীন কর্ত্তব্য কি কি, তদালোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া একান্ত আবশ্যক। যৌবন-কালীন কর্ত্তব্য কর্ম্ম ত্রিবিধ :—(১) ব্যায়াম সাহায্যে শারীরিক বলবিধান, (২) বিদ্যাশিক্ষা সহকারে চরিত্রের উৎকর্ষ সম্পাদন, এবং (৩) ভক্তিসংযোগে

ধর্ম্মসাধন। অঙ্গপ্রত্যঙ্গের পরিস্ফুরণ ও পরিবর্দ্ধনের জন্য ব্যায়াম, নৈতিক উৎকর্ষ লাভের জন্য বিদ্যাশিক্ষা এবং সুখ শান্তি লাভের জন্য ধর্ম্মসাধন, যৌবনের অপরিহার্য্য কর্ত্তব্য মধ্যে পরিগণিত। এই ত্রিবিধ কর্ত্তব্য বিষয়ে সামঞ্জস্য রক্ষিত হয়না বলিয়াই, জ্ঞানোন্নত মানবগণ রুগ্নকলেবর ও দুষ্প্রবৃত্তিপরায়ণ হইয়া পড়েন। এতাদৃশ ক্ষুদ্র প্রবন্ধে এই সকল কর্ত্তব্য-সাধন-প্রণালী সম্যক্‌রূপে বিবৃত হওয়া অসম্ভব, সুতরাং প্রত্যেক বিষয়ের ইঙ্গিত স্বরূপ অতি সঙ্ক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদত্ত হইল।

১। ব্যায়াম-সাহায্যে শারীরিক বলবিধান।

শরীর যে সর্ব্ববিধ উন্নতির মূলীভূত কারণ,এবিষয়ে মতদ্বৈধ নাই। ভ্রমণ, ধাবন, সন্তরণ, অশ্বারোহণ, মুদ্গর-সঞ্চালন, কুস্তি, নৌচালন, এবং কৌশলপূর্ণ ইউরোপীয় ক্রীড়াসমূহ দ্বারা শরীর দ্রঢ়িষ্ঠ ও বলিষ্ঠ হয় এবং ফুস্‌ফুসের ক্রিয়া সম্যক্ বর্দ্ধিত হয়। উৎকৃষ্ট স্বাস্থ্য, অরুগ্নতা, অঙ্গসৌষ্ঠব,প্রভৃতি যে সংসারে অভীষ্টলাভের পক্ষে প্রধান সহকারী, প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্যমান ঘটনাবলী

ইহা প্রত্যেক মুহূর্ত্তে প্রতিপন্ন হইতেছে। যে কোন ব্যবসায়ের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই প্রতীত হইবে যে, বলিষ্ঠ, ও পরিশ্রমী ব্যক্তিগণই ব্যবসায়ে অত্যুচ্চ খ্যাতি ও প্রতিপত্তি লাভ করিয়া থাকেন। শরীর সুস্থ না থাকিলে মনোবৃত্তিসমূহ নিস্তেজ হইয়া যায় সুতরাং মানসিক উন্নতি লাভ করা অসম্ভব হইয়া উঠে। ধর্ম্ম-সাধনেও উৎকৃষ্ট স্বাস্থ্য নিরতিশয় প্রয়োজনীয়; কারণ, শরীর ও মন অবিকৃত অবস্থায় না থাকিলে, ধর্ম্মোন্নতি বিষয়ে সিদ্ধকাম হওয়া সম্ভবপর হয়না। যাহারা ব্যায়ামসহায়ে, যৌবনকালে, শরীরকে বলিষ্ঠ ও সুপুষ্ট না করে, তাহারা ভাবি-জীবনে কখনই উন্নতি লাভ করিতে সমর্থ হয় না। অশেষবিধ রোগ-যাতনায় ও কষ্টভোগে, জীবন দুর্ব্বহ-ভার বলিয়া প্রতীয়মান হওয়া তাহাদিগের পক্ষে অনিবার্য্য হইয়া উঠে।

বিদ্যালয়ে, যুবকদিগকে, এই মহোচ্চ বিষয়ে সম্যক্ ফলোপধায়িনী শিক্ষা প্রদত্ত হয় না। উদাহরণ স্বরূপ আমেরিকার জনৈক বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতের এতদ্বিষয়ক আক্ষেপোক্তি নিম্নে প্রদত্ত হইল।

"বহুবার বহুবিধ রোগ-যাতনা সহ্য করিয়া, পরিণত

বয়সে, স্বাস্থ্য ও শরীরের বহুমূল্যতা সম্বন্ধে যাহা যাহা শিক্ষা করিয়াছি,সেই সকল বিষয়ে যৌবনকালে শিক্ষিত হইলে, আমার শরীর দ্বিগুণ কর্ম্মক্ষম ও মন দ্বিগুণ তেজস্বী হইত। কিন্তু কলেজে অধ্যয়ন-কালে, আমার অধ্যাপকগণ চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, নক্ষত্র প্রভৃতির গতি সম্বন্ধে এত সাবধানে শিক্ষাদান করিতেন, যেন, আমি ঐ সকল তত্ত্ব না জানিলে, জ্যোতিষ্ক-মণ্ডলী বর্ত্মচ্যুত হইয়া ধরাশায়ী হইবে। কিন্তু, আমার আপন শরীরের প্রকৃতি কিরূপ, অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলি কি ভাবে সঞ্চালিত হইলে শরীর সুপুষ্ট ও বলিষ্ঠ হইবে, তদ্বিষয়ে একটী কথাও কেহ আমাকে বলেন নাই। ইহা অপেক্ষা যুক্তিবিরোধিনী ও অনিষ্টকরী শিক্ষা আর কি হইতে পারে ?"

২। বিদ্যাশিক্ষা সহকারে মানসিক উৎকর্ষসাধন।

যুবকদিগকে সুশিক্ষিত করিবার জন্য, বর্ত্তমানসময়ে, যে শিক্ষা-পদ্ধতি প্রচলিত আছে, তদ্দারা শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য কখনই সংসাধিত হইতে পারে না। কতকগুলি গ্রন্থ আংশিকরূপে অধ্যয়ন করিয়া স্মৃতিশক্তির আয়তন বর্দ্ধিত করা কখনই শিক্ষার উদ্দেশ্য নহে ; কতকগুলি

পরীক্ষায় উপাধি লাভকরিয়া উচ্চপদে স্থাপিত হওয়া কখনই শিক্ষার উদ্দেশ্য নহে; শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য চরিত্রগঠন—মানবীয় মহোচ্চ সুখ ও উন্নতিলাভের পন্থার আবিষ্করণ। মানব-হৃদয়ের মহতী তৃষ্ণা, অদ্ভুত ক্ষমতা, উচ্চ প্রবৃত্তিনিচয়,সৎকার্য্যে সন্তোষ,অসৎ কার্য্যে আত্মগ্লানি প্রভৃতি অসন্দিগ্ধরূপে প্রমাণ করিতেছে যে, হৃদয়ের উৎকর্ষসাধনই শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। যে শিক্ষায় হৃদয় মহত্ত্ব-সমন্বিত না হয়, যে শিক্ষায় চরিত্র-সুগঠিত না হয়, যে শিক্ষায় মানব দেবত্ব লাভ করিয়া আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার পূজনীয় হইতে না পারে, যে শিক্ষায় ঐহিক ও পারত্রিক সর্ব্ববিধ সুখদ্বার উন্মুক্ত না হয়, তাদৃশ শিক্ষা সুমনোহর বাহ্যাবরণ মাত্র; তদ্দ্বারা মানব-জীবনের মহত্তর লক্ষ্য কখনই সংসাধিত হইতে পারে না।

জগতে সর্ব্বাপেক্ষা রমণীয় পদার্থ—বলিষ্ঠ যুবকে নির্ম্মল চরিত্র। বিদ্বান্ সুগভীর বিদ্যাবত্তা প্রদর্শন করিয়া, ধনবান্ প্রভূত অর্থব্যয় করিয়া, যে সম্মান লাভে বিফল-কাম হন, লোকমণ্ডলী স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া চরিত্রবানকে সেই সম্মান প্রদান করে। সুগভীর বিদ্যাগুণে, সূক্ষ্মদর্শিনী বুদ্ধিসহায়ে, রাশি রাশি অর্থব্যয়ে, জন-

সাধারণের প্রশংসা-ভাজন হওয়া যায়, সন্দেহ নাই, কিন্তু সচ্চরিত্র ব্যতিরেকে অপর কোনও পদার্থ দ্বারা তাহাদিগের আন্তরিক বিশ্বাস, শ্রদ্ধা ও পূজা লাভ করা যায়না। আত্মসংযম, সাধুতা, সত্যনিষ্ঠা, সৎসাহস, বিনয়, কর্ত্তব্যানুরাগ, প্রভৃতি সদ্‌গুণে অলঙ্কৃত না হইলে, প্রকৃত উন্নতি লাভের আশা বিড়ম্বনামাত্র।

৩। ভক্তি-সংযোগে ধর্ম্ম-সাধন।

চরিত্র-প্রাসাদ, ধর্ম্ম-ভিত্তির উপরে সংস্থাপিত না হইলে,অচিরকাল মধ্যেই ধরাশায়ী হইয়া পড়ে। যৌবন-কালীন প্রলোভনের সুমিষ্ট প্ররোচনায়, হৃদয় যখন আকুল হইয়া উঠে, অশেষবিধ ভোগবাসনায় মন যখন নিরতিশয় আন্দোলিত হইতে থাকে, কুসঙ্গিগণ আপাত-মনোরম কার্য্যে প্রলুব্ধ করিবার জন্য যখন সাধ্যানুসারে আকর্ষণ করিতে থাকে, তখন যুবক, কাহার সাহায্যে, সেই সকল ভীষণ উত্তেজনা অতিক্রম করিয়া, চরিত্রের বিশুদ্ধতা রক্ষা করিবে? আবার, প্রৌঢ়াবস্থায়, সংসার-সমুদ্রের ভয়সঙ্কুল তরঙ্গমালা যখন প্রবলবেগে আঘাত করিতে থাকিবে, যখন নিরাশার গভীর অন্ধকারে হৃদয়

সমাচ্ছন্ন হইবে, যখন মর্ম্মভেদী শোকের দুর্ব্বিবহ যাতনায় হৃদয় অভিভূত হইয়া পড়িবে, যখন অদৃষ্টপূর্ব্ব বিপৎপাতে হৃদয় উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিবে, তখন মানব কাহার শরণাপন্ন হইবে? আবার, বার্দ্ধক্যে, যখন তেজ, বল ও উৎসাহ ক্রমশঃ ক্ষীণ হইতে থাকিবে, দন্তহীন ও শুক্লকেশ হইয়া যষ্টির অবলম্বনে কথঞ্চিৎ গমনাগমন-কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে হইবে, যখন রোগ-শয্যায় প্রতিমুহূর্ত্তে মৃত্যুর জন্য প্রতীক্ষা করিতে হইবে, তখন মানব কাহার সাহায্য প্রার্থনা করিবে?

বস্তুতঃ, ঈশ্বরে অচলা ভক্তি ও ঐকান্তিক নির্ভর না থাকিলে মানব কোন অবস্থায়ই স্থিরচিত্তে স্বকর্ত্তব্য সাধন করিতে সমর্থ হয় না। এই হেতু, মহাপুরুষগণ, যৌবনকাল হইতেই ঈশ্বরে ভক্তিমান্ ও নির্ভরশীল হইবার জন্য, একবাক্যে উপদেশ দিয়াছেন। কারণ, যৌবন যদি ধর্ম্মোৎসাহে প্রদীপ্ত না হয়, যৌবনের সাহস, তেজস্বিতা, সত্বরতা ও কষ্টসহিষ্ণুতা যদি ধর্ম্মালঙ্কারে পরিশোভিত না হয়, তবে যখন সংসারের অশেষবিধ চিন্তা, বাধাবিপত্তি, শোকতাপ, চতুর্দ্দিক হইতে আসিয়া মানবকে পরিবেষ্টিত করিয়া ফেলে,

তখন, সে আর ধর্ম্মোন্নতি-সাধনে কোন রূপেই কৃত-কার্য্য হইতে পারে না।

ধর্ম্মোন্নতি-সাধন বালকের ক্রীড়া নহে। এক দিবসেই কেহ ধার্ম্মিক হইতে পারে না। কিন্তু যৌবনকাল হইতে আরম্ভ করিয়া বহু কষ্টে ও বহু যত্নে চরিত্রের নির্ম্মলতা রক্ষা করিলে, এবং সর্ব্ব-কার্য্যে ঈশ্বরে ভক্তিমান্ ও নির্ভরশীল হইলে, ধার্ম্মিক নামের উপযুক্ত হওয়া যায়। অতএব যে দুর্ভাগ্য জীব, যৌবনে ধর্ম্মশীল না হইয়া, প্রৌঢ়াবস্থায় ধর্ম্মো-ন্নতি লাভ করিতে ইচ্ছা করে, তাহাকে বাধ্য হইয়া পুনর্ব্বার তাহা বার্দ্ধক্যের জন্য রাখিয়া দিতে হয়; এবং বার্দ্ধক্যে যখন তাহার শরীর শীর্ণ হইতে থাকে, ইন্দ্রিয়াদি জীর্ণাবস্থা প্রাপ্ত হয়, তখন তাহার হৃদয়ে কি দুর্ব্বিষহ নরক-যন্ত্রণা উপস্থিত হয়, তাহা কে বর্ণন করিবে? সে বিষাদখিন্ন হৃদয়ে ভাবিতে থাকে—হায়! হায়! এই যে জীবন-দীপ নির্ব্বাণোন্মুখ হইয়া আসিল! এই যে হৃদয়ের চিরলালিত আশা-লতা-সমূহ হৃদয়েই শুষ্ক হইয়া গেল! মানবোচিত কোন কার্য্য করি নাই! স্বদেশীয়গণের কল্যাণ অন্বেষণ করি নাই! নিজে সুখী হই নাই এবং অপর কাহাকেও

সুখী করিতে পারি নাই! মণি-লোভে ফণী আলিঙ্গন করিয়া তীব্র বিষের জ্বালায় আজীবন জর্জ্জরিত হইয়াছি! দুরাশার কুহকে পড়িয়া সুখশান্তিদাতা পরমেশ্বরকে বিস্মৃত হইয়া রহিয়াছি! অমৃতজ্ঞানে গরল পান করিয়াছি! অমূল্য মানব-জীবন বৃথা পর্য্য-বসিত করিয়াছি! হায়! হায়! চিরদিনের জন্য অকূল সমুদ্রে নিমগ্ন হইলাম! মৃত্যুর আগমনে আমার সকলই অন্ধকারময় হইবে। তৎপরে কেহ আমার নামও গ্রহণ করিবে না!

এই হেতু, যুবকদিগকে ধর্ম্মসাধনে প্রবর্ত্তিত করি-বার জন্য, শাস্ত্রকার মনু ব্যবস্থা করিয়াছেন, "যৌবন-কালেই ধর্ম্মশীল হইবে, কারণ, জীবন অনিত্য; কে জানে অদ্যই কাহার মৃত্যুকাল উপস্থিত হইবে।" * মহাভারতের শান্তিপর্ব্বে লিখিত আছে, "মৃত্যু মনুষ্যকে প্রতীক্ষা করে না, সুতরাং তাহার ধর্ম্ম সাধনের কোন নির্দ্দিষ্ট সময় নাই। মনুষ্য যখন মৃত্যুমুখে অবস্থিতি করিতেছে, তখন ধর্ম্মানুষ্ঠান সকলকালেই শোভা

* যুবৈব ধর্ম্মশীলঃ স্যাদনিত্যং খলু জীবিতম্।
কোহি জানাতি কস্যাদ্য মৃত্যুকালো ভবিষ্যতি।

পায়।” * বাইবেলে † লিখিত আছে, “যৌবনকালে, কৃতজ্ঞতা ও ভক্তিপূর্ণ হৃদয়ে, পরমেশ্বরকে সতত স্মরণ করিবে।” অতএব, সময় থাকিতে, নিম্নলিখিত বেদ-বাক্য জীবনের মূলমন্ত্ররূপে গ্রহণ করিয়া, ইহ পর-লোকের সুখময় পন্থা উন্মোচন করা, প্রত্যেক যুবকের পক্ষে, সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।

ধর্ম্মং চর ; ধর্ম্মাৎ পরং নাস্তি ;
ধর্ম্মঃ সর্ব্বেষাং ভূতানাং মধু।।

ধর্ম্মাচরণ কর ; ধর্ম্মাপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর কিছুই নাই ; ধর্ম্ম সকল প্রাণীর মধুস্বরূপ।

অধুনা বিদ্যালয়ে ও বিশ্ববিদ্যালয়ে যে শিক্ষা-পদ্ধতি অনুসৃত হইতেছে, তদ্দ্বারা যুবকমণ্ডলী বলিষ্ঠ, চরিত্রবান ও ধার্ম্মিক হইতেছে কিনা, তদ্বিষয়ে কাহারও দৃষ্টি সবিশেষ আকৃষ্ট হইতেছে না ; সুতরাং তাহারা সংসারে প্রবেশ করিয়া ভোগবিলাসিতার দাস হইয়া

* ন ধর্ম্মকালঃ পুরুষস্য নিশ্চিতো,
ন চাপি মৃত্যুঃ পুরুষং প্রতীক্ষতে।
সদাহি ধর্ম্মস্য ক্রিয়ৈব শোভনা,
যদা নরো মৃত্যুমুখেঽভিবর্ত্ততে।

† বাইবেল—খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বীদিগের প্রধানতম ধর্ম্মগ্রন্থ।

পড়িতেছে এবং কোনও মহৎ কার্য্য লক্ষ্য করিয়া তদ্বিষয়ে জীবনোৎসর্গ করিতে পারিতেছে না। আমেরিকায় যুবকদিগের এবংবিধ কুলক্ষণ দেখিয়া ব্যথিতচিত্তে পণ্ডিতপ্রবর এমার্সন্ * বলিয়াছেন, "বিদ্যাশিক্ষার সময়ে, যুবকদিগের নৈপুণ্য ও উদ্যোগশীলতা দর্শনে আমরা আশ্বস্ত হই যে, তাহাদের মধ্যে প্রত্যেকেই, যথাসময়ে, আমাদের সমক্ষে এক এক অভিনব জগতের অবতারণা করিবে, কিন্তু অচিরেই সে আশা লয় প্রাপ্ত হয়। কতকগুলি যুবক স্বীয় দোষে অকাল-মৃত্যু-গ্রস্ত হইয়া আমাদের অমূলক গণনার ভ্রম প্রদর্শন করে এবং যাহারা বাঁচিয়া থাকে, তাহারাও জনস্রোতে মিশিয়া অদৃশ্য হইয়া যায়।"

আমাদের দেশের ভাবী আশা-কুসুম-সমূহ ঠিক এই ভাবেই মুকুলে বিনষ্ট হইতেছে! এই জ্যোতিষ্মান্ রত্নরাজি ঠিক এই ভাবেই নিষ্প্রভ হইয়া যাইতেছে!

* রাল্ফ্ ওয়াল্ডো এমার্সন—আমেরিকার আধুনিক সুবিখ্যাত গ্রন্থকার। সাহিত্য, ইতিবৃত্ত ও দর্শনশাস্ত্রে ইহাঁর বিদ্যাবত্তা অতিশয় গম্ভীর। এতৎ-প্রণীত "ইংরাজ-চরিত্র গুণ," "প্রবন্ধাবলী," এবং 'নব ইংলণ্ডের সংস্কারক দল সম্বন্ধে বক্তৃতা" নিরতিশয় উপাদেয় পদার্থ বলিয়া সর্ব্বত্র সমাদৃত। জন্ম ১৮০৩ খ্রীঃ।

বর্ত্তমান শিক্ষা-প্রণালীর পরিবর্ত্তন ব্যতিরেকে, যুবকদিগের সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতিলাভের কি আর কোন উপায় নাই? নিশ্চয়ই আছে, এবং তাহা প্রত্যেক যুবকের স্বীয় ক্ষমতাধীন। পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে যে, হৃদয়ের শিক্ষাই প্রকৃত শিক্ষা। এই শিক্ষা অপরের সহায়তায় সম্পাদিত হইতে পারে না। সদ্‌গ্রন্থসমূহ, উদ্দীপনাময়ী ভাষায়, মহানুভবদিগের সদ্‌গুণাবলী বর্ণন করে; অধ্যাপকবৃন্দ, গ্রন্থের দুরূহ অংশনিচয় ব্যাখ্যা করিয়া, মহৎ কার্য্যে ব্রতী হইবার জন্য প্রোৎসাহিত করেন; বন্ধুগণ আগ্রহসহকারে সৎকার্য্যের পোষকতা করেন; কিন্তু এতৎ-সমস্তই বাহ্য সহায়তা মাত্র। যে পর্য্যন্ত যুবক, প্রকৃষ্ট আদর্শ অবলম্বন পূর্ব্বক, স্বীয় হৃদয়ের শিক্ষা বিধানে একান্ত যত্নশীল না হয়, হৃদয়ের উচ্চাকাঙ্ক্ষাসমূহের পরিপূরণে উদ্যুক্ত হইয়া, সাধুকার্য্যে প্রবৃত্ত না হয় এবং মানবীয়-গৌরব-রক্ষার্থে ব্যাকুলিত হইয়া মহৎ কার্য্য সাধনে স্বীয় জীবনোৎসর্গ না করে, ততদিন সে কিছুতেই প্রকৃত উন্নতিলাভে সমর্থ হয় না।

মহাপুরুষগণ যে সকল পথে গমন করিয়া অতুল-কীর্ত্তি-গুণে প্রাতঃস্মরণীয় হইয়াছেন, সেই সকল

পন্থা ব্যতিরেকে প্রকৃত উন্নতি লাভের দ্বিতীয় পথ নাই। উন্নতিলিপ্সু যুবকমাত্রকেই অটল-প্রতিজ্ঞা-সহকারে তাঁহাদিগের পদাঙ্ক অনুসরণ করিতে হইবে। সে প্রতিজ্ঞা এতই সুদৃঢ়, অজেয় ও নিশ্চল হওয়া আবশ্যক, যেন মানবমণ্ডলী অসন্দিগ্ধভাবে বুঝিতে পারে যে,—ইহাই গভীর চিন্তাপূর্ণ মীমাংসার চূড়ান্ত ফল,—জগতের যাবতীয় ব্যাপার প্রতিকূল হইলেও এই প্রতিজ্ঞা হিমাদ্রিবৎ স্থির থাকিবে।

যৌবনকালে, যে প্রণালী অবলম্বনে কর্ত্তব্যানুষ্ঠান করিলে প্রকৃত উন্নতি লাভ হয় এবং ভাবি-জীবন সুখময় হইতে পারে, তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল ঃ—

১। যৌবনের উচ্চাকাঙ্ক্ষাসমূহ সুদৃঢ় প্রতিজ্ঞা সহকারে অবলম্বন করিবে।

২। বাক্যে মিতভাষী ও শ্রবণে উৎকর্ণ হইবে!

৩। সহচরদিগের মধ্যে সমালোচিত ঘটনাবলীর অন্তঃপ্রবিষ্ট হইয়া গভীরভাবে চিন্তা করিবে।

৪। স্বীয় মতামতের প্রতি সন্দিহান হইবে, এবং অপরের উৎকৃষ্ট অভিমতের সমাদর করিবে।

৫। ঈশ্বরোপাসনা, ব্যায়াম ও অধ্যয়ন নিত্য-কর্ম্মে পরিণত করিবে।

৬। অমূল্য সময়ের সদ্ব্যবহার, সর্ব্ববিষয়ে মিতাচার ও অকৃত্রিম সাধুতা, জীবনের প্রধান কর্ত্তব্য বলিয়া গণনা করিবে।

৭। সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বিনয়ী হইবে।

যে সৌভাগ্যবান্ যুবক, অবিচলিতভাবে এই আদর্শসপ্তকের অনুসরণ করিবেন, তদীয় জীবন যে উত্তরোত্তর উন্নতি-মার্গে অগ্রসর হইবে, এবং তাহার প্রৌঢ়াবস্থা ও বার্দ্ধক্য যে সুখময় হইবে, তদ্বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই।

আমেরিকার অন্তর্গত নিউজার্সি বিশ্ববিদ্যালয়ের সুবিখ্যাত অধ্যক্ষ জোনাথান্ এড্ওয়ার্ড্স্ * বিংশতি বর্ষ বয়ঃক্রমের পূর্ব্বেই যে একটি মহোচ্চ আদর্শ প্রস্তুত করিয়া জীবন পথে অগ্রসর হইয়া ছিলেন, তাহা পাঠ করিলে যুগপৎ বিস্ময় ও আনন্দরসে নিমগ্ন হইতে হয়। এই আদর্শান্তর্গত নিয়মাবলী অবলম্বনে কার্য্য

* জোনাথান্ এড্ওযার্ডস্—আমেরিকার বিখ্যাত দার্শনিক পণ্ডিত, ধর্ম্মশাস্ত্রজ্ঞ ও গ্রন্থকার। এতৎ প্রণীত গ্রন্থসকল গভীর জ্ঞান ও নীতিপূর্ণ। ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দে ইনি নিউজার্সি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যক্ষপদে নিযুক্ত হন, এবং ঐ দায়িত্ব পূর্ণ কার্য্যেই তদীয় জীবনের শেষাংশ উদ্‌যাপিত হয়। প্রধান-গ্রন্থ—"ধর্ম্মপ্রবৃত্তি বিষযক প্রবন্ধ," "বর্ত্তমান রাজনীতির প্রধান অবলম্বন—স্বাধীনেচ্ছা-বিষয়ক তত্ত্ব নির্ণয়" জন্ম ১৭০৩ খ্রীঃ, মৃত্যু ১৭৫৮ খ্রীঃ।

করিয়াই তিনি মানবীয় গৌরবের উচ্চশৃঙ্গে আরোহণ করিয়াছিলেন, এবং ধর্ম্মপরায়ণতা, সত্যনিষ্ঠা ও উদার প্রকৃতি-গুণে, জনসমাজে সমাদৃত ও সম্মানিত হইয়াছিলেন। তদানীন্তন দার্শনিক ও ধর্ম্মশাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতদিগের মধ্যে, কেহই ইহাঁকে সদাশয়তা ও হিতৈষণায় অতিক্রম করিতে পারেন নাই। যুবকদিগের কৌতূহল চরিতার্থ করিবার জন্য, এই মহাত্মার সুদীর্ঘ জীবনাদর্শ হইতে, কয়েকটী উৎকৃষ্ট নিয়মের ভাবার্থ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

১। আমি যাবজ্জীবন সৃষ্টিকর্ত্তার গৌরব উদ্ঘোষণ করিব এবং হিতকর ও প্রসন্নাত্মক কার্য্যে সর্ব্বদা নিযুক্ত থাকিব। যাহা স্বীয় কর্ত্তব্য ও জনসাধারণের পক্ষে শুভকর বলিয়া প্রতীত হইবে, সে কার্য্য, ভীষণ-বাধাবিপত্তি-সঙ্কুল হইলেও, নিশ্চয়ই সম্পাদন করিব।

২। শরীর মন ও আত্মাদ্বারা, কোনরূপ পাপকার্য্যে লিপ্ত হইব না, এবং সাধ্যানুসারে সকলকেই পাপ হইতে বিরত করিব।

৩। মহার্হ সময়ের মুহূর্ত্ত কালও বৃথা ব্যয় না

করিয়া, উহা হিতকর কার্য্যে নিয়োগপূর্ব্বক, সাধ্যানুরূপ উন্নতি লাভে যত্নশীল হইব।

৪। আজীবন সমগ্র শক্তি সহকারে জীবন ধারণ করিতে যত্ন করিব।

৫। যে কার্য্য করিতে হৃদয়ে ভীতির সঞ্চার হয়, এরূপ কোন কার্য্য জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্তও করিব না।

৬। পানে ও ভোজনে দৃঢ় মিতাচার অবলম্বন করিব।

৭। এরূপ কোন কার্য্য করিব না যাহা অপরকে করিতে দেখিলে তাহাকে অধম বা নীচাশয় বলিয়া প্রতীতি জন্মে।

৮। কোন বিষয় বর্ণন করিতে হইলে, সত্য কথা ব্যতীত অপর কোন প্রকার কথা কখনই কহিব না।

৯। জনক ও জননীর হৃদয়ে বিন্দুমাত্র উদ্বেগ বা কষ্ট কখনই লব্ধপ্রবেশ হইতে দিব না; ব্যঙ্গোক্তি বা কটাক্ষপাত করিয়া কখনই কাহারও মনঃ-পীড়া উৎপাদন করিব না; এবং পরিবারস্থ ব্যক্তিগণ সম্বন্ধেও এই বিষয়ে বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করিব।

এই মহাত্মার জীবনাদর্শ এরূপ ৭০টী নিয়মে

পরিপূর্ণ ছিল। যিনি, এত অল্পবয়সে, এতগুলি উৎকৃষ্ট নিয়ম নির্দ্ধারণ করিয়া, তদনুসারে কার্য্য করিয়াছিলেন, তদীয় হৃদয় উন্নতিকল্পে কীদৃশ আগ্রহ পূর্ণ ছিল, তাহা সহজেই অনুমিত হইতে পারে।

আমেরিকার যুক্তরাজ্যের স্বনামপ্রসিদ্ধ অধিনায়ক গারফীল্ড্ * বলিতেন, "আমি পরিণতবয়স্ক ব্যক্তিগণ অপেক্ষা যুবকদিগকে অধিকতর সম্মান করি। ভ্রমণকালে, পথে কোন দরিদ্র যুবকের সহিত সাক্ষাৎ হইলে, তৎপ্রতি যথেষ্ট সম্মান প্রদর্শনের কর্ত্তব্যতা আমার স্মরণ পথে উদিত হয়; কারণ, সে স্বয়ং উদ্যোগশীল হইলে, বিধাতার কৃপায়, হয়ত ভবিষ্যতে খ্যাতি ও প্রতিপত্তি লাভে সমর্থ হইবে।" তিনি আরও বলিতেন, "যুবকবৃন্দ মনে করেন যে,

* জেম্স্ এব্রাহাম্ গারফীল্ড—ইনি ১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দে আমেরিকার জনৈক কৃষক টমাস্ গারফীল্ডের গৃহে জন্মগ্রহণ করেন, শৈশব কালে পিতৃহীন হওয়ায় ইঁহাকে অতি কষ্টে দিনপাত করিতে হইয়াছিল। ধীরে ধীরে জ্ঞানোপার্জ্জন সহকারে, প্রকৃত মনুষ্যত্ব লাভের ইচ্ছা, ইঁহার হৃদয়ে, অতিশয় বলবতী হইয়া উঠিয়াছিল এবং তৎপ্রভাবেই ধর্ম্মনিষ্ঠা, চরিত্রের পবিত্রতা ও সরলতা রক্ষা করিয়াছিলেন। ইনি চরিত্রবলে, ও কঠোর পরিশ্রম এবং অবিচলিত অধ্যবসায়-গুণে, যুক্তরাজ্যের সর্ব্বোচ্চ পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া, জগদ্বিখ্যাত হইয়া গিয়াছেন। জন্ম ১৭৯৯ খ্রীঃ মৃত্যু ১৮৮০ খ্রীঃ।

ঘটনাক্রমে এরূপ কোন ব্যাপার সমাগত হইবে, যদ্দ্বারা তাঁহারা প্রভূত সম্মান ও সম্পত্তির অধিকারী হইতে পারিবেন; কিন্তু এতদপেক্ষা অমূলক ও অসার কল্পনা আর কি হইতে পারে? এ সংসারে সুখ-সমৃদ্ধি-সাধনোপযোগী কোন ব্যাপারই স্বতঃ সমাগত হয় না, কিন্তু উদ্যোগসাহায্যে তাহা আনয়ন করিতে হয়।"

সুবিখ্যাত পণ্ডিত বিষ্ণুশর্ম্মা স্বপ্রণীত হিতোপদেশে পূর্ব্বোক্ত সত্য উজ্জ্বলতর ভাষায় অঙ্কিত করিয়াছেন,—"লক্ষ্মী উদ্যোগী পুরুষ-সিংহকেই আশ্রয় করেন, কাপুরুষগণ বলিয়া থাকে যে, অদৃষ্ট দ্বারা শুভাশুভ সংঘটিত হয়। অতএব, হে মানব, অদৃষ্টকে আত্মশক্তি প্রভাবে নিরাকৃত করিয়া উদ্যম সহকারে কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হও। সর্ব্বপ্রকার যত্নেও যদি সিদ্ধিলাভ না হয়, তাহাতে দোষ কি?*

উদ্যম দ্বারাই কার্য্য সমূহ সুসম্পন্ন হয়, কেবল মনস্কামনা দ্বারা কিছুই হয না; নিদ্রিত সিংহের

* উদ্যোগিনং পুরুষসিংহমুপৈতি লক্ষ্মীঃ-
দৈবেন দেয়মিতি কাপুরুষা বদন্তি।
দৈবং নিহত্য কুরু পৌরুষমাত্মশক্ত্যা,
যত্নে কৃতে যদি ন সিধ্যতি কোঽত্র দোষঃ॥

মুখবিবরে মৃগগণ কখনই আপনা হইতে প্রবেশ করে না।”*

সর্ব্বদেশীয় ইতিহাসসমূহ এই সকল মহাবাক্যের সত্যতাসম্বন্ধে সুস্পষ্টরূপে সাক্ষ্যদান করিতেছে। যত্ন, উৎসাহ, পরিশ্রম, অধ্যবসায়, সহিষ্ণুতা ও সত্যনিষ্ঠা দ্বারা মানবমণ্ডলী চিরকাল সম্পদের পথ প্রাপ্ত হইয়াছেন ও হইবেন। বস্তুতঃ, করুণাময় পরমেশ্বর মানবের অন্তরে যে কীদৃশ প্রকৃষ্ট বীজসমূহ বপন করিয়াছেন, দৃঢ়সঙ্কল্প হইয়া উন্নতি-পথে প্রধাবিত হইলে, মানব যে কিরূপ ক্ষমতাশালী হয় ও উভয় হস্ত প্রসারিত করিয়া চতুর্দ্দিকে মঙ্গল বিকীর্ণ করিতে থাকে, তাহা ভাবিতে গেলে যুগপৎ হর্ষ ও বিস্ময়রসে অভিষিক্ত হইতে হয়। দৃষ্টান্তের জন্য অধিক দূরে যাইবার প্রয়োজন নাই,—যে মহাত্মা গারফীল্ডের বাক্যদ্বয় উপরে উদ্ধৃত হইয়াছে, তিনিই ইহার জাজ্বল্যমান নিদর্শন। কে জানিত, এই দরিদ্র কৃষক-তনয়, চরিত্র, ধর্ম্মনিষ্ঠা ও স্বাবলম্বনপরতার প্রভাবে, মানব-মণ্ডলীকে চমকিত করিয়া,

* উদ্যোগেন হি সিধ্যন্তি কার্য্যাণি ন মনোরথৈঃ।
নহি সুপ্তস্য সিংহস্য প্রবিশন্তি মুখে মৃগাঃ॥

উনবিংশ শতাব্দীর এক অত্যুন্নত রাজ্যের অধিনায়কত্বে মনোনীত হইবেন? কে জানিত যে, আবার ইনিই স্বকীয় উদার রাজনীতি ও সাধুতাময়ী কার্য্যপ্রণালী মানব-হৃদয়ে চিরদিনের মত জ্বলদক্ষরে অঙ্কিত করিয়া যাইবেন? ফলতঃ যাঁহারা উন্নতিশৈলের উচ্চতম শৃঙ্গে আরোহণ করিতে স্থিরসঙ্কল্প হন, তাঁহারা যৌবনকাল হইতেই উচ্চতম আদর্শ অবলম্বন পূর্ব্বক অভীষ্টলাভে জীবনোৎসর্গ করেন,—জ্যোতির্ম্ময় পদার্থের নিকট থাকিয়া জ্যোতিষ্মান্ হইতে যত্ন করেন। 'অবস্থায় দেয় না' 'সুবিধা ঘটে না' প্রভৃতি অলীক আপত্তি উদ্ভাবন করিয়া, তাঁহারা কালাতিপাত করেন না; কিন্তু যিনি কৃপা করিয়া মানবদিগকে নানাবিধ অদ্ভুত শক্তিদ্বারা অলঙ্কৃত করিয়াছেন এবং সেই সকল শক্তির পরিস্ফুরণ ও পরিবর্দ্ধনের জন্য সময়রূপ অমূল্যনিধি দান করিয়াছেন, সেই সর্ব্বশক্তিমান্, সময়-রত্ন-প্রসবিতা ও সর্ব্বাদর্শের পূর্ণতম-আদর্শ-রূপী পরমেশ্বরে সম্যক্‌রূপে নির্ভর করিয়া, তাঁহারা হৃদয়ের বল ও উৎসাহ দ্বিগুণিত করেন, এবং তদীয় আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করিয়া, প্রশস্তহৃদয়ে কার্য্যক্ষেত্রে অবতরণ করেন।

যুবক-বন্ধুগণ, জাগরিত হও, আর তিলার্দ্ধ বিলম্ব করিও না; মনীষীদিগের উপদেশ-রশ্মি-সাহায্যে যৌবনের দুর্দ্দমনীয় অবিমৃশ্যকারিতাকে সংযত কর; উচ্ছৃঙ্খল যুবকদিগের বিষাদময় পরিণাম দর্শন করিয়া সন্ত্রস্ত ও সাবধান হও; মহোচ্চ আদর্শ সম্মুখে স্থাপিত করিয়া, অনন্যচিত্তে তদনুসরণে প্রবৃত্ত হও। চল, আমরা মানবীয়-গৌরব-শৃঙ্গে ধীরে ধীরে আরোহণ করিতে যত্নশীল হই; রাজ-কিরীট-শোভন মণিমাণিক্য অপেক্ষা প্রকৃষ্ট-তর ধনলাভে স্বকীয় শক্তি প্রয়োগ করি। যে কার্য্য করিলে জয়ে ও পরাজয়ে সমান সুখলাভ হইবে,—যে কার্য্য করিলে আমাদিগের নাম, কালের করাল গ্রাস অতিক্রম করিয়া, দেশীয় ইতিহাসে সাদরে রক্ষিত হইবে,—চল, আমরা এবংভূত দেশোন্নতি ও সমাজোন্নতি আমাদিগের জীবনের চরম লক্ষ্যে পরিণত করি, এবং তজ্জন্য স্বদেহের রুধির-রাশির বিন্দু বিন্দু বিসর্জ্জন করিয়া পবিত্র সুখানুভব করি। চল, আমরা উৎকৃষ্ট ব্যায়ামসাহায্যে স্বাস্থ্যোন্নতি সাধন করি; অক্লান্ত পরিশ্রম অবলম্বন পূর্ব্বক, অমৃতবর্ষী জ্ঞান-খনির গভীর হইতে গভীর-

তর দেশে গমন করি; হৃদয়-মাহাত্ম্যে পৃথিবীকে স্বর্গে পরিণত করি; পরিজনবর্গের হৃদয়ে হৃদয়ে গ্রথিত হইয়া পরস্পরের উৎকর্ষ বিধান করি এবং স্বকীয় গৃহরাজিকে নিরুপম সুখধামে পরিণত করি; চল, আমরা,—"ধর্ম্মই প্রকৃত সুখ এবং উন্নতিই প্রকৃত সৌন্দর্য্য,"—এই মহাবাক্য হৃদয়ে অঙ্কিত করিয়া, মহোৎসাহ সহকারে, কর্ত্তব্য কার্য্য সম্পাদন করি; সর্ব্বসিদ্ধিদাতা মহেশ্বর আমাদিগের মনস্কামনা পরিপূর্ণ করিবেন।

গ্রন্থসমূহ।

গ্রন্থ-মাহাত্ম্য—অসদ্‌গ্রন্থের দোষ—গ্রন্থ-নির্ব্বাচন-প্রণালী—
সদ্‌গ্রন্থের গুণ—গ্রন্থাগার।

গ্রন্থ প্রিয়তম বন্ধু, সুখদানে সুধাসিন্ধু,
মনীষি-মানস-রত্ন-শোভিত-অন্তর;
সাধুকার্য্য-উদ্দীপন, সর্ব্বদুঃখ-প্রশমন,
মানব, শরণ তার লওরে সত্বর॥

গ্রন্থসমূহ মানবের পক্ষে যে কিরূপ হিতকর ও উপাদেয় পদার্থ তাহা বর্ণন করা দুঃসাধ্য। তাহারা, সর্ব্বাবস্থায়, শুভানুধ্যায়ী সুহৃদের কার্য্য করে; শৈশবে,—অদম্য চপলতার উপরে স্বীয় আধিপত্য বিস্তার পূর্ব্বক, ভাবী জীবনে স্থিরচিত্ত হইবার পথ

প্রশস্ত করে; যৌবনে,—শিক্ষাগুরুর স্থায় সৎপথ প্রদর্শন করে; প্রলোভন, কুসঙ্গ ও কুচিন্তা হইতে দূরবর্ত্তী করে; এবং অসংখ্য বাধাবিপত্তির প্রতিকূলে, সর্ব্ববিধ উন্নতির সংসাধনে প্রোৎসাহিত করে; প্রৌঢ়াবস্থায়,—কার্য্যদক্ষ হইবার ক্ষমতা দান করে; দুঃখ, শোক, ঈর্ষা, শত্রুতা প্রভৃতির প্রতিকূলে সুদৃঢ় কবচের স্থায় রক্ষা করে; এবং হৃদয়কে অভূতপূর্ব্ব আনন্দরসে নিমগ্ন করে; বার্দ্ধক্যে,—নানাবিধ আসক্তি ও দুর্ব্বলতার মধ্যে, প্রিয়তম বন্ধুর স্থায় সন্তোষ বিধান করে; সান্ত্বনা ও আশ্বাস দান করে এবং জীবনের শেষদিনের জন্য মনকে প্রস্তুত করিতে থাকে।

গ্রন্থরূপী শিক্ষকগণ অশেষগুণালঙ্কৃত। তাহারা বিনা বেতনে, বিনা ক্রোধে, বিনা কর্কশবাক্যে, বিনা বেত্রাঘাতে, উৎকৃষ্ট উপদেশ দান করে; তাহাদের সমীপবর্ত্তী হইবার সুযোগ অন্বেষণ করিতে হয় না; তাহারা সর্ব্বদাই উপদেশ-দানে প্রস্তুত; আলোচ্য বিষয়ে প্রশ্ন করিলে, তাহারা, কিছুই গোপন না করিয়া, সরলভাবে উত্তর দান করে; ভ্রম-প্রমাদে দোষী হইলে, তাহারা ক্ষুব্ধ হয় না; অজ্ঞতা প্রকাশিত হইলে, পরিহাস করে না, লজ্জিত না করিয়া,

দুর্ব্বলতা ও অজ্ঞতার বিষাদময় পরিণাম স্পষ্টাক্ষরে বর্ণন করে; অপরিণাম-দর্শিতার জন্য সতর্ক হইতে অনুরোধ করে; মানসিক শক্তি-নিচয়ের উৎকর্ষ বিধান করে; উচ্চাকাঙ্ক্ষা-সমূহ বলবতী করে; নৈরাশ্যে আশ্বাস দান করে; নীচাশয়তার আক্রমণ হইতে রক্ষা করে; চরিত্রের কোমলতা ও স্থৈর্য্য সম্পাদন করে; বৈষয়িক যাতনারাশি স্মৃতি-পথ হইতে অপসারিত করে; প্রবল-ভোগ-বাসনা-জনিত উত্তেজনাসমূহ প্রশমিত করে; বিষণ্ণতা ও উৎকণ্ঠা দূরীভূত করে এবং মানবীয়-গৌরবের পথ অবলম্বন করিবার জন্য সতত আকর্ষণ করে।

গ্রন্থসমূহ মানবজাতির জ্ঞান-ভাণ্ডার-স্বরূপ। জাতীয় অভ্যুত্থান ও সভ্যতা বিস্তারে ইহারা অদ্ভুত ক্ষমতা প্রদর্শন করিতেছে। মহাত্মগণ, কিরূপ কঠোর পরিশ্রম ও অবিচলিত অধ্যবসায় অবলম্বনে, স্বকর্ত্তব্য সাধন করিয়াছেন, কিরূপ একাগ্রতা সহকারে অভীষ্টলাভে জীবনোৎসর্গ করিয়াছেন; কিরূপ ধর্ম্মানুমোদিত প্রকৃষ্ট পদ্ধতির আশ্রয় গ্রহণ করিয়া, সুখশান্তিলাভে কৃতকার্য্য হইয়াছেন; কি উপায় অবলম্বনে, প্রতিভান্বিত মহোদয়গণ, নানাবিধ অদ্ভুত

তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়া, মানবদিগকে চমকিত করিয়াছেন; কি উপায় অবলম্বনে, মহামতি জ্ঞানিবৃন্দ, বিদ্যা, বুদ্ধি ও অভিজ্ঞতা-গুণে ভাবী বংশাবলীর হিতসাধন করিয়া, চিরস্মরণীয় হইয়াছেন; কি উপায় অবলম্বনে, মহাতেজা বীরপুরুষগণ, স্বজাতি প্রেম ও স্বদেশ হিতৈষণাগুণে জাতীয় গৌরব রক্ষা করিয়া, পুণ্যশ্লোক হইয়াছেন; কোন্ জাতি, কোন্ সময়ে, কি কি সদ্‌গুণের প্রভাবে মহোচ্চ উন্নতি লাভ করিয়াছে; কি কি দোষাবহ কার্য্যে আসক্তিহেতু সেই জাতির অধঃপতন হইয়াছে; রাষ্ট্রবিপ্লব ও ধর্ম্মবিপ্লব পৃথিবীর নানা জাতির উপরে কিরূপ প্রভাব বিস্তার করিয়াছে; বিজ্ঞান ও দর্শন শাস্ত্রে, ধর্ম্ম ও নীতি শাস্ত্রে, ক্রমশঃ কিরূপ যুগান্তর উপস্থিত হইয়াছে; এক কথায়, অতি প্রাচীন কাল হইতে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত জাতিগত, শাস্ত্রগত, ও ধর্ম্মগত কি কি পরিবর্ত্তন সঙ্ঘটিত হইয়াছে, এই সমুদয় বিষয়ে, গ্রন্থসমূহ অতি স্পষ্টাক্ষরে সাক্ষ্যদান করিতেছে।

গ্রন্থসমূহ অতীত কালের প্রতিভূস্বরূপ। অতীত কাল তাহাদিগের মধ্যেই বর্ত্তমান রহিয়াছে। গ্রন্থসমূহ মানবজাতির সমক্ষে জাতীয় উত্থান পতন,

প্রভৃতি যুগযুগান্তরব্যাপী অতীত ঘটনাবলী, সমুপস্থিত না করিলে, অতীত কালের স্মৃতি কোথায় থাকিত? কি রূপেই বা যুবকবৃন্দ জ্ঞান-বৃদ্ধদিগের অভিজ্ঞতায় অলঙ্কৃত হইয়া অভীষ্ট পথে ধাবিত হইতেন? বস্তুতঃ, মানবকুলের পরম হিতৈষী ও পূজনীয় গ্রন্থকারগণ, স্ব স্ব অভিজ্ঞতা-রত্নে ভবিষ্য বংশাবলীকে অলঙ্কৃত করিবার জন্য, মহামূল্য-গ্রন্থ-সমূহ প্রণয়ন না করিলে, অতীতের স্মৃতি অন্ধতমসাচ্ছন্ন ও শূন্যময় হইত এবং মানব-সমাজের সভ্যতা ও উন্নতিমূলক সুখসমৃদ্ধি প্রতিরুদ্ধ, বিপর্য্যস্ত ও সুদূরপ্রক্ষিপ্ত হইত।

গ্রন্থসমূহ মানব-প্রকৃতি অধ্যয়ন করিবার উপায়-স্বরূপ। গ্রন্থ-রূপ উপনেত্র পরিধান করিলে মানব-প্রকৃতি সুস্পষ্টরূপে পরিদৃষ্ট হয়। মানব-হৃদয় কিরূপ ক্রমোন্নতিশীল, তথায় কিরূপ ভাবিমহত্ত্বের বীজসমূহ রোপিত হইয়াছে, কি কি উপায়ে সেই বীজসমূহ প্রথমে অঙ্কুরিত, তৎপরে পত্র-পুষ্পসমন্বিত, অবশেষে ফলবান্ বৃক্ষে পরিণত হইতেছে; অর্থাৎ প্রকৃত উন্নতি লাভের জন্য কোন্ শ্রেণীর লোকবৃন্দ কি কি উপায় অবলম্বন করিয়াছেন, কোন্ শ্রেণীর লোকমণ্ডলী কি কি সৎ কার্য্যে জীবনোৎসর্গ করিয়া মানব-নাম

অপব্যয় করিয়াছেন, কোন্ শ্রেণীর লোকমণ্ডলী কি কি অসদ্বিষয়ে সংলিপ্ত হইয়া দুর্গতির চরমসীমায় গমন করিয়াছেন; এই সমস্ত বিষয় গ্রন্থ-রূপ উপায়দ্বারা সুস্পষ্টরূপে দর্শন করিয়া, মানবগণ স্ব স্ব জীবনের কার্য্যাবলী নিয়মিত করিতেছেন।

গ্রন্থসমূহ সাম্যকর পদার্থ। তাহারা সর্ব্বশ্রেণীর লোকমণ্ডলীকে সমভূমিতে অবস্থাপিত করে। গ্রন্থ-কারগণ যখন জীবিত ছিলেন, তখন তাঁহাদিগের সাক্ষাৎকার লাভ করা বড় সহজ ব্যাপার ছিল না; কেন না, তাঁহাদিগের মধ্যে কেহ বা নির্জ্জন-বাস ভাল বাসিতেন, কেহ বা অত্যালাপ ঘৃণা করিতেন; কেহ বা এত উচ্চপদাভিষিক্ত ছিলেন যে, কোন সাধারণ ব্যক্তিই তৎসমীপে গমন করিতে সাহস করিত না; কিন্তু গ্রন্থ সমূহের সাহায্যে আমরা সকলেই নানা-দেশীয় খ্যাতনামা মহানুভবগণের সংসর্গলাভ করিয়া কৃতার্থ হই; তাঁহাদের আপন আপন গ্রন্থ মধ্যেই তাহাদিগকে জীবন্ত দেখিতে পাই; তথায় তাঁহাদের মানস-মূর্ত্তি প্রতিবিম্বিত দেখি এবং তাঁহাদের চিন্তাবলীর সাহায্যে উদ্দীপিত হইয়া উন্নতিলাভে যত্নবান হই।

গ্রন্থসমূহ নির্জীব পদার্থ নহে; তাহারা তাহা-

দিগের জন্মদাতার ন্যায় জীবন্ত ও প্রভাবশীল; তাহারা, যে সকল ব্যক্তির মস্তিষ্ক-প্রসূত, তাঁহাদিগের গুণপরম্পরা স্বীয় অন্তরে সংরক্ষণপূর্ব্বক, অধ্যেতৃবর্গকে পরিচালিত করে। সদ্ভাবপূর্ণ গ্রন্থনিচয় পাঠকের হৃদয় উন্নত ও আশ্বস্ত করে এবং উচ্চাভিলাষ-সমূহ প্রদীপ্ত করিয়া দেয়; অসদ্‌গ্রন্থগুলি, তদ্বিপরীত ফলোৎপাদন করিয়া, পাঠককে পাপ-পঙ্কে নিমগ্ন করে; এই হেতু, প্রিয়গ্রন্থ চরিত্রের মানদণ্ড বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে। প্রিয়গ্রন্থ প্রিয়সহচর-সদৃশ; উভয়ের প্রভাবই চরিত্রোপরি প্রবলবেগে বিস্তৃত হইয়া পড়ে; সুতরাং উভয়ের দ্বারাই চরিত্র নির্ণীত হয়। কোন্ ব্যক্তি কীদৃশ লোকের সঙ্গে বন্ধুতা-সূত্রে সম্বদ্ধ হন, কিরূপ লোকের সংসর্গ-লাভে আনন্দিত হন, কিরূপ লোকের সঙ্গে, কথোপকথনে, অবসর কাল অতিবাহিত করেন, এই সমুদয় দর্শনপূর্ব্বক, অপর ব্যক্তিগণ, যেরূপ তাহার চরিত্রসম্বন্ধে বিচার করেন, তদ্রূপ, কোন্ ব্যক্তি কিরূপ গ্রন্থ প্রীতিজনক পদার্থ বলিয়া গ্রহণ করেন, কিরূপ গ্রন্থসম্বন্ধে সতত আলোচনা করেন, কিরূপ গ্রন্থের বাক্যসমূহ উদ্ধৃত করিয়া, কথোপকথনের সময়ে, দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লেখ করেন,

এই সমুদয় বিচার পূর্ব্বক লোকমণ্ডলী তাঁহার চরিত্র নির্ণয় করিতে পারে।

গ্রন্থসমূহ চরিত্রের পরিচালনায় ঈদৃশ প্রভাব বিস্তার করে বলিয়াই গ্রন্থনির্ব্বাচন-প্রথার আবশ্যকতা সর্ব্বদেশে অনুভূত হইয়াছে। ইংরাজী, ফরাসী ও জর্ম্মণ ভাষায় গ্রন্থসংখ্যা এত অধিক যে, কোন ব্যক্তি যাবজ্জীবন অধ্যয়নে নিযুক্ত থাকিলেও, কোন এক ভাষার গ্রন্থরাশির দশমাংশও নিঃশেষিত করিতে সমর্থ হন না; সুতরাং ঐ সকল ভাষার গ্রন্থরাশি হইতে উৎকৃষ্ট গ্রন্থ নির্ব্বাচন করিয়া অধ্যয়ন না করিলে, পাঠককে নিশ্চয়ই বিড়ম্বিত হইতে হয়। বঙ্গভাষায়, গ্রন্থসংখ্যা অত্যধিক না হইলেও, অসদ্-গ্রন্থের অভাব নাই, সুতরাং তাহা হইতে উৎকৃষ্ট গ্রন্থসমূহ মনোনীত করিয়া অধ্যয়ন না করিলে, গ্রন্থ-গর্ভ-কলঙ্ক-স্পর্শে চরিত্র দূষিত হওয়া অসম্ভব নহে।

সকল সভ্য জাতির মধ্যেই দুষ্ট ও দুরাশয় পণ্ডিত-মূর্খ-গণ অসদ্গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া ভবিষ্য বংশাবলীর অধঃপতনের পথ উন্মুক্ত করিতেছে। ইহারাই মানবকুলের প্রকৃত শত্রু। ইহারা যুবক-

দিগের উৎকৃষ্ট প্রবৃত্তিনিচয়ের বিনাশসাধন ও ধর্ম্ম-নীতির মূলে কুঠারাঘাত করিতেছে ; ইহারা বিষকুম্ভকে পয়োমুখ করিয়া জনসাধারণের সমক্ষে উপস্থিত করিতেছে ; ভীষণ দুর্নীতিপূর্ণ কদাচারসমূহ সুমিষ্ট ভাষার মনোহর আবরণে লুক্কায়িত করিয়া, অপরিণামদর্শী যুবকদিগকে পাপ-পথে আকর্ষণ করিতেছে। এই সকল পাপপূর্ণ গ্রন্থাবলী হইতে যুবকদিগকে দূরবর্ত্তী রাখা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।

ইউরোপীয় ভাষাসমূহের মধ্যে অসদ্‌গ্রন্থের সংখ্যা এত অধিক যে, গণনা দ্বারা তাহা নির্ণয় করা সম্ভবপর নহে। অধুনা বঙ্গভাষাতেও ঐরূপ গ্রন্থের অসদ্ভাব নাই। এস্থলে কতকগুলি অসদ্‌গ্রন্থের নামোল্লেখ করিবার ইচ্ছা ছিল ; কিন্তু, কি জানি, যদি কোন যুবক, দুর্ম্মতিবশতঃ, ঐ সকল গ্রন্থের নাম জানিয়া তৎসমুদায় পাঠ করিবার জন্য কৌতূহলাক্রান্ত হন, এই আশঙ্কায় বিরত হইলাম।

পাছে যুবকবৃন্দ ভাষার মাধুর্য্যে মোহিত হইয়া অশেষ দোষাকর অসদ্‌গ্রন্থসমূহ পাঠার্থে মনোনীত করেন, পাছে তাঁহারা অসদ্‌গ্রন্থ-পাঠে সময়-রত্নের অপব্যবহার করিয়া, জীবন কলঙ্কিত ও বিষাদময়

করেন, এই আশঙ্কায় অসদ্‌গ্রন্থের প্রধান দোষগুলি নিম্নে বিবৃত হইল :—

১। অসদ্‌গ্রন্থোক্ত কলঙ্কপূর্ণ ঘটনাবলী দ্বারা মন কলুষিত ও অসৎপথে আকৃষ্ট হয়।

২। অসদ্‌গ্রন্থ অধ্যয়ন করিলে অন্তঃকরণ অলীক, অসার ও অস্বাভাবিক কল্পনায় পরিপূর্ণ হয় ; কুচিন্তা-সমূহের প্রবল উত্তেজনায় হৃদয় অবসন্ন হইয়া পড়ে ; এবং যাহা কখনও হয় নাই ও হইবেনা, এতাদৃশ ব্যাপারের সমালোচনায় অমূল্য সময় অতিবাহিত করিবার অভ্যাস জন্মে।

৩। অসদ্‌গ্রন্থ-পাঠে, চিত্ত এরূপ লঘু, নিস্তেজ, ও অব্যবস্থিত হইয়া পড়ে যে, গভীরভাবপূর্ণ, নীতিগর্ভ উৎকৃষ্ট গ্রন্থ-পাঠে প্রবৃত্তি হয় না। কুরুচিপূর্ণ নাটক, উপন্যাস ও গল্পাবলী পাঠ করিয়া যাহার মন শিথিল হইয়া পড়িয়াছে, সে ব্যক্তি উন্নতভাবপূর্ণ তেজোময়ী রচনা ভয়ঙ্কর পদার্থ বোধে পরিত্যাগ করে ; সে আপনার লঘুচিত্ত লইয়া লঘু ভাবে পরিবেষ্টিত থাকিতে ভাল বাসে ; এবং লঘু বিষয়ে আলাপ, লঘু কার্য্যে ব্যস্ততা, আমোদপ্রমোদ, কৌতুক, পরিহাস প্রভৃতি তদীয় জীবনের প্রধান কার্য্যে পরিণত হয়।

৪। অসদ্‌গ্রন্থ অধ্যয়ন করিলে চিত্তের প্রসন্নতা বিনষ্ট হয়। পাঠ-সমাপনান্তে পাঠক যখন দেখিতে পান যে, তদ্দ্বারা কোনও হিতকর বা উৎকৃষ্ট বিষয় লব্ধ হয় নাই, বরং মন অধঃপতনোন্মুখ হইয়াছে, তখন তাঁহার হৃদয় বিষাদে পরিপূর্ণ হয়।

৫। কুরুচিপূর্ণ নাটক, উপন্যাস প্রভৃতির অমূলক ঘটনাবলী দ্বারা, হৃদয়ের কোমলতা বিনষ্ট হয়। ঐ সকল গ্রন্থের কাল্পনিক শোক দুঃখ পূর্ণ ব্যাপারে উত্তেজিত হইয়া অশ্রু বর্ষণ করিতে হয়; কাল্পনিক ভয়ঙ্কর ঘটনায় আতঙ্ক উপস্থিত হয়; কাল্পনিক বীভৎস ব্যাপারে ঘৃণা ও ক্রোধের উদ্রেক হয় এবং কাল্পনিক আনন্দজনক ঘটনায় হৃদয় উল্লসিত হয়। এইরূপে অমূলক ও কাল্পনিক ঘটনাবলী দ্বারা সর্ব্বদা আলোড়িত হইয়া, হৃদয়, ক্রমশঃ কঠিনভাবাপন্ন হইতে থাকে; অবশেষে, প্রকৃত শোচনীয় ব্যাপার সম্মুখে সঙ্ঘটিত হইলেও, হৃদয় বিগলিত হয় না।

৬। অসদ্‌গ্রন্থ পাঠ করিলে ধর্ম্মানুরাগ বিনাশ প্রাপ্ত হয়। অসার কল্পনা ও লঘুভাবপূর্ণ রসিকতা দ্বারা সর্ব্বদা ব্যাহত হইয়া, ভক্তি, প্রেম, সাধুতা, ক্ষমা, আত্মসংযম, উচ্চাকাঙ্ক্ষা প্রভৃতি উৎকৃষ্ট গুণাবলী

দুর্ব্বল ও অকর্ম্মণ্য হইয়া যায়, তখন ধার্ম্মিক ও ধর্ম্মোপদেশের প্রতি বিদ্বেষভাব জন্মে, এবং ধর্ম্ম-পরায়ণ, সাধু মহাজনদিগের নিন্দাবাদ জীবনের ব্রত হইয়া দাঁড়ায়।

অসদ্‌গ্রন্থসমূহ ভীষণ বিষধর-সদৃশ। তাহারা পাঠকের হৃদয়ে হলাহল ঢালিয়া দেয়, ভোগবাসনা-সমূহ উদ্দীপিত করে, বিচার-শক্তি বিকৃত করে, উচ্চাভিলাষ নির্ব্বাপিত করে, ধর্ম্মপ্রবৃত্তি বিনষ্ট করে এবং অধঃপতনের বিবিধ পন্থা প্রদর্শন করিতে থাকে। অসদ্‌গ্রন্থ পাঠ করিয়া কোনও ব্যক্তি উন্নত অথবা সুখী হইয়াছেন এরূপ বৃত্তান্ত কখনও প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই এবং যাইবেও না; কিন্তু অসদ্‌গ্রন্থ পাঠে বহু-সংখ্যক যুবক যে স্বীয় অধঃপতনের দ্বার উন্মোচন পূর্ব্বক ভাবি-জীবন বিষাদময় ও পরিতাপপূর্ণ করিয়াছেন, তদ্বিষয়ে ভূরি ভূরি প্রমাণ সংগৃহীত হইতে পারে।

কোন কোন অসভ্যজাতি, প্রতিঘাতের গুরুত্ব দ্বারা বন্দুকের উৎকৃষ্টতার তারতম্য করে; প্রক্ষেপণকালে, যে বন্দুকের প্রতিক্রিয়া-বেগে প্রক্ষেপক ভূতলশায়ী হয়, তাহাই তাহারা সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়া গ্রহণ করে।

পাঠকবর্গের মধ্যেও এমন একশ্রেণীর যুবক আছেন যাঁহারা ভাবোচ্ছ্বাসের গুরুত্ব দ্বারা গ্রন্থের উৎকৃষ্টতার ন্যূনাধিক্য বিচার করিয়া থাকেন; যে গ্রন্থের ভাবোচ্ছ্বাসে তাঁহাদিগের হৃদয় একেবারে অবসন্ন হইয়া পড়ে, তাহাই তাঁহারা সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়া মনোনীত করেন। এই শ্রেণীর যুবকদিগের এবংবিধ মারাত্মক ভ্রম নিরাকরণার্থ গ্রন্থ নির্ব্বাচনের সহজ ও উৎকৃষ্ট প্রণালী নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

১। সর্ব্বপ্রকার অসদ্‌গ্রন্থ পরিবর্জ্জনে দৃঢ়সঙ্কল্প হইয়া, হিতকর, সুখদ ও উদ্দীপনাপূর্ণ গ্রন্থ নির্ব্বাচন করিবে।

২। যে বিষয়ক গ্রন্থ অধ্যয়ন করা কর্ত্তব্য বলিয়া স্থিরীকৃত হইবে, তদ্বিষয়ে, সুবিখ্যাত পণ্ডিতদিগের পরামর্শ গ্রহণ পূর্ব্বক উৎকৃষ্ট গ্রন্থ নির্ব্বাচন করিবে।

৩। সুবিখ্যাত ও উচ্চভাবপূর্ণ গ্রন্থ ব্যতিরেকে অন্য কোনরূপ গ্রন্থ নির্ব্বাচন করিবে না।

লর্ড লিটন * বলেন, "বিজ্ঞান সম্বন্ধে অভিনব

* এড্‌ওয়ার্ড জর্জ্জ বুল ওয়ার্ লিটন—ইংলণ্ডের বিখ্যাত রাজনীতিজ্ঞ ও গ্রন্থকার। ইনি পরিশ্রমী ও অধ্যবসায়ী বীরপুরুষদিগের অন্যতম।

গ্রন্থ এবং সাহিত্য সম্বন্ধে পুরাতন গ্রন্থ মনোনীত করা উচিত।"

বাট্‌লার * বলেন, "বক্তৃতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ যেরূপ মানবের মুখমণ্ডল দর্শন করিয়া চরিত্র নির্ণয় করেন, তদ্রূপ, অধিকাংশ গ্রন্থের মুখবন্ধ পাঠ করিয়াই অভ্যন্তরীণ বিষয়ের গুণাগুণ সম্বন্ধে অনুমান করিতে হইবে।"

সিড্‌নি স্মিথ্ † বলেন, "উৎকৃষ্ট গ্রন্থ মনোনীত করিয়া মনকে সর্ব্বদা উৎকৃষ্ট ভাবের সংসর্গে রাখা কর্ত্তব্য।"

ইনি বহুসংখ্যক নাটক, উপন্যাস ও কাব্য রচনা করিয়া প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিলেন। প্রধান গ্রন্থ,—"বনলতা ও বনকুসুম," "লিয়ঙ্গ দেশীয় মহিলা" "কক্‌লাণ্ড" এবং "পেল্‌হাম"। ইঁহার স্ত্রী ও পুত্র, (যিনি আমাদের গবর্ণর জেনেরল ছিলেন,) উভয়েই সাহিত্যানুরাগী এবং উভয়েই গ্রন্থরচনায় নৈপুণ্য প্রদর্শন করিয়াছেন। জন্ম ১৮০৬ খ্রীঃ, মৃত্যু ১৮৭৩ খ্রীঃ।

* স্যামুয়েল্‌ বাট্‌লার—বিখ্যাত ইংরেজ কবি। এতৎ-প্রণীত "হিউডিব্রাস্‌" ইংরাজী ভাষার একখানি অত্যুৎকৃষ্ট গ্রন্থ মধ্যে পরিগণিত। জন্ম ১৬১২ খ্রীঃ, মৃত্যু ১৬৮০ খ্রীঃ।

† সিড্‌নি স্মিথ্‌—ইংলণ্ডের প্রসিদ্ধ নৌসেনাপতি। ইনি একদিকে যেরূপ রণবিদ্যায় সুপণ্ডিত ছিলেন, অপরদিকে, ধর্ম্মনিষ্ঠা, সৎসাহস, স্বদেশবাৎসল্য ও বিদ্যানুরাগের জন্য অত্যুচ্চ সম্মানলাভ করিয়াছিলেন। জন্ম ১৭৬৪ খ্রীঃ, মৃত্যু ১৮৪০ খ্রীঃ।

অসদ্‌গ্রন্থ পরিত্যাগে কৃতনিশ্চয় হইয়া, নিম্নলিখিত নিয়মত্রয় অবলম্বন করিবার জন্য পণ্ডিতপ্রবর এমার্সন* উপদেশ দিয়াছেন :—

১। যাহা বর্ষাধিক অতিক্রম করে নাই, এরূপ গ্রন্থ নির্ব্বাচন করিবে না।

২। সুবিখ্যাত গ্রন্থ ব্যতিরেকে অপর কোন রূপ গ্রন্থ মনোনীত করিবে না।

৩। যে গ্রন্থ প্রীতিকর নহে তাহা কথনই নির্ব্বাচন করিবে না।

এই সকল নির্ব্বাচন প্রণালী দর্শনে, ইহাই সুস্পষ্ট রূপে হৃদয়ঙ্গম হয় যে, পাঠকমাত্রেরই সর্ব্বপ্রকার অসদ্‌গ্রন্থ রূপ ভীষণ শত্রুর পরিবর্জ্জন, এবং সদ্‌গ্রন্থ রূপ পরমবন্ধুর আশ্রয় গ্রহণ করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।

যে গ্রন্থ অধ্যয়ন করিলে পাঠকের হৃদয় পবিত্র, উন্নত ও আশ্বস্ত হয়, এবং সাধুভাব ও উচ্চাভিলাষ-সমূহ জাগরিত হয়, তাহাই সদ্‌গ্রন্থ। সুবিখ্যাত

* রাল্‌ফ ওয়াল্‌ডো এমার্সন ৩৩ পৃঃ দেখ।

ল্যাভেটার * বলেন, "যে গ্রন্থ অধ্যয়ন করিলে স্বীয় জীবন পূর্ব্বাপেক্ষা সমধিক তৃপ্তিকর বলিয়া অনুভূত না হয় এবং হৃদয়ে অত্যুচ্চ ভাবসমূহ উদ্দীপ্ত হইয়া না উঠে, তাহা সদ্‌গ্রন্থ বলিয়া বিশ্বাস করিবে না।"

সদ্‌গ্রন্থসমূহ নব-জীবন-প্রবর্ত্তক-স্বরূপ। তাহারা পাঠককে পূর্ব্বাবস্থায় থাকিতে দেয় না; অধ্যয়ন শেষ হইলে, পাঠক দেখিতে পান যে, তদীয় হৃদয়ে অভূত-পূর্ব্ব উন্নতভাবসমূহ জাগরিত হইয়াছে এবং তিনি অধিকতর ঐশ্বর্য্যশালী হইয়াছেন। যে সদ্‌গ্রন্থ অধ্যয়ন করিয়া যুবকের হৃদয়ে উচ্চাভিলাষ ও সাধুকামনা সমূহ প্রদীপ্ত হয়, তাহাই তদীয় জীবনের নবযুগ প্রবর্ত্তক বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে। যুবক ঐ সদ্‌গ্রন্থ সাহায্যে আপনার অপেক্ষা অধিকতর জ্ঞানী ও অভিজ্ঞ বন্ধুর সহিত পরিচিত হন; সেই নবসুহৃৎ, ভাবের উদ্দীপনায়, তাঁহার উৎসাহাগ্নি প্রদীপ্ত করেন; উচ্চাকাঙ্ক্ষায় তদীয় হৃদয় পরিপূর্ণ করিয়া দেন;

* জন গ্যাস্পার্ড ল্যাভেটার—সুইজার্লণ্ড দেশীয় বিখ্যাত ধর্ম্মশাস্ত্রজ্ঞ ও গ্রন্থকার। ইনি যে সকল গ্রন্থ লিখিয়া গিয়াছেন, তন্মধ্যে "বক্তৃবিজ্ঞান" (মানবের মুখমণ্ডল দর্শনে চরিত্রনির্ণায়ক বিদ্যা) সর্ব্বত্র সমাদৃত। জন্ম ১৭৪১ খ্রীঃ, মৃত্যু ১৮০১ খ্রীঃ।

সাধুপথে আকৃষ্ট করিয়া চরিত্রোন্নয়নে সহায়তা করেন; নিত্যনবভাবে অনুপ্রাণিত করিয়া তদীয় প্রতিভা জাগরিত করেন; এবং সর্ব্ববিষয়ে তাঁহাকে আশ্বস্ত ও আনন্দিত করেন; তখন যুবক বিস্ময়ান্বিত হইয়া দেখিতে পান যে, তাঁহার নবজীবন লব্ধ হইয়াছে। সদ্‌গ্রন্থাশ্রয়ে কত উন্মার্গগামী যুবক জীবনের বিষাদময় পরিণাম হইতে রক্ষা পাইয়াছে; দুঃখার্ণবে অর্দ্ধনিমগ্ন কত যুবক, সাহস প্রাপ্ত হইয়া, সন্তরণ করিতে শিক্ষা করিয়াছে এবং কত দুশ্চরিত্র যুবক দেবত্ব লাভ করিয়াছে, তাহার ইয়ত্তা করা অসম্ভব। বস্তুতঃ যে যুবক সদ্‌গ্রন্থ অধ্যয়ন করিয়া আনন্দিত হয়, যাহার হৃদয় উন্নতভাবপূর্ণ গ্রন্থনিচয়ের মধ্যে পরিভ্রমণ করিয়া নির্ম্মল সুখের রসাস্বাদন করে, সে কখনই নিকৃষ্ট সুখের জন্য লালায়িত হইয়া কুসঙ্গ ও কুচিন্তার বশবর্ত্তী হয় না। সে সাধুভাবে উদ্দীপিত হইয়া সৎপথে গমন করিতে থাকে; তাহার বাক্য, কার্য্য ও চিন্তা সমস্তই সাধুতায় পরিপূর্ণ হয়।

সদ্‌গ্রন্থসমূহ নির্জ্জন কুটীরস্বরূপ। তদভ্যন্তরে ধ্যান-নিমগ্ন হইলে, হৃদয় হইতে সর্ব্বপ্রকার শোক, দুঃখ ও যাতনা দূরীভূত হয়। যখন সংসারের ঈর্ষা,

অসূয়া, শত্রুতা, নিরাশা ও বাধাবিপত্তির আক্রমণে হৃদয় অভিভূত হইয়া পড়ে, যখন বন্ধুদিগের শোকে হৃদয় ম্রিয়মাণ হয় ও জীবিত বন্ধুদিগের অসদ্ব্যবহারে হৃদয় উত্তেজিত হয়, তখন সদ্‌গ্রন্থ-রূপী পরমবন্ধু-দিগের আশ্রয় গ্রহণ করিলে তাহাদিগের সংসর্গে হৃদয়ের ভার লঘু হয়; তাহাদিগের অন্তরে সংসারের ক্রূরতা, ক্রোধ, অহঙ্কার ও স্বার্থপূর্ণ আড়ম্বরের লেশমাত্র পরিলক্ষিত হয় না; তাহাদের সরল ও সদয় ব্যবহারে চিত্ত প্রসন্ন হইতে থাকে এবং তাহারা সমগ্র হৃদয়োপরি এরূপ প্রভাব বিস্তার করে যে, তথায় সংসারের শোক, দুঃখ বা যাতনা কোন রূপেই লব্ধপ্রবেশ হইতে পারে না।

সদ্‌গ্রন্থ-সমূহ রত্নাগার-সদৃশ। তাহাদিগের অভ্যন্তরে সর্ব্বদেশীয় মনীষীদিগের মানস-রত্নরাজি উৎকৃষ্ট ভাষায় পরিব্যক্ত হইয়া সুরক্ষিত হইতেছে। তাঁহাদের যে সকল চিন্তা-রত্ন প্রিয়তম পরিজনবর্গেরও অপরিজ্ঞাত ছিল, ভিন্ন-দেশীয়, অপরিচিত ও নগণ্য ব্যক্তিগণ সেই মহামূল্য রত্নরাজি আপন সম্পত্তিরূপে ব্যবহার করিতেছেন; সেই সত্য ও সৌন্দর্য্য-পূর্ণ রত্নাগারের অধিকারী হইয়া, তাঁহারা উত্তরোত্তর

উন্নতি-পথে প্রধাবিত হইতেছেন এবং সেই পূর্ব্ব-পুরুষার্জ্জিত মহাধনে ধনী হইয়া সুখসমৃদ্ধির পথ প্রশস্ত হইতে প্রশস্ততর করিতেছেন।

সদ্‌গ্রন্থসমূহ নিরুপম প্রীতিকর পদার্থ। হৃদয় তন্মধ্যে নিমগ্ন হইলে অভূতপূর্ব্ব আনন্দরসে অভিষিক্ত হইতে থাকে। পৃথিবীতে এরূপ কোনও সুখ নাই, যাহা সদ্‌গ্রন্থাধ্যয়ন-জনিত সুখের সহিত উপমিত হইতে পারে। প্রবল-পরাক্রান্ত রাজচক্রবর্ত্তিগণ, অত্যুচ্চ যশোলাভ করিয়া চলিয়া গিয়াছেন; মহাতেজা রণবীরগণ, বিজয়-দুন্দুভি-রবে চতুর্দ্দিক বিকম্পিত করিয়া অদৃশ্য হইয়াছেন; তাঁহাদিগের গুণাবলী ও অবদান-পরম্পরা স্মরণ করিয়া, আমরা নিরতিশয় বিস্ময়াবিষ্ট হই, সন্দেহ নাই; কিন্তু সুবিখ্যাত জ্ঞানবীর গ্রন্থকারদিগের চিন্তার সহিত যখন আমাদের স্বীয় চিন্তা বিমিশ্রিত হয়, তখন যেন জলস্রোতে জল মিলিত হইয়া একীভূত হইয়া যায় অথবা সুধার্ণবে সুধাধারা মিশ্রিত হইয়া একাকার হয়; এবং হৃদয়ে সহস্র-ধারায় আনন্দ রস প্রবাহিত হইতে থাকে। বস্তুতঃ, চিন্তা ও চিন্তার মিলনে যেরূপ সুদৃঢ় সৌহৃদ্য সংঘটিত হয়, কার্য্য ও চিন্তার মিলনে তদ্রূপ হয় না;

এই হেতু মহাকর্ম্মা বীরগণ অপেক্ষা মহামনা গ্রন্থকারগণ আমাদিগকে অধিকতর দৃঢ়ভাবে সৌহৃদ্য-শৃঙ্খলে সমাবদ্ধ করেন। সদ্‌গ্রন্থাবলীর অভ্যন্তরে নিবিষ্টচিত্ত হইয়া আমরা তাঁহাদিগের সঙ্গে সমভূমিতে অবস্থাপিত হই; তাঁহাদিগের দুঃখে দুঃখিত হই; তাঁহাদিগের আনন্দে আনন্দিত হই; তাঁহাদিগের আশায় আশ্বস্ত হই; তাঁহাদিগের ভয়ে ভীত হই; তাঁহাদিগের উপদেশে উপদিষ্ট হই; তাঁহাদিগের গুণাবলীর প্রশংসা করি; তাঁহাদিগের দোষনিচয়ের নিন্দা করি; তাঁহাদিগের সঙ্গে আহার করি, শয়ন করি, ভ্রমণ করি, আলাপ করি; শোক-দুঃখের সময় তাঁহাদিগের শরণাপন্ন হই; এক কথায়, তাঁহাদিগের জীবন-স্রোতে স্বীয় জীবন-স্রোত বিমিশ্রিত করিয়া, আমরা নিরুপম আনন্দ উপভোগ করিতে থাকি এবং কৃতার্থম্মন্য হই।

সদ্‌গ্রন্থ-সমূহ ভীষণ সংসার-সাগরের আলোক-মঞ্চ-স্বরূপ। যে যে স্থানে সঙ্কটরূপ মগ্নগিরির আশঙ্কা বিদ্যমান, ঠিক্ সেই সেই স্থানে তৎসমুদায় নির্ম্মিত হইয়াছে। বাধাবিপত্তি, শোকতাপ, ও দুঃখদারিদ্রের ঘোরান্ধকারে, ঐ সকল আলোক-মঞ্চের

উজ্জ্বল দীপমালা দর্শনে, মানবগণ স্বীয় জীবন-তরণীর গন্তব্যপথ নির্ণয় করিয়া লইতেছেন। অহো! মনস্বী গ্রন্থকারগণ! অহো! ভাবি-গোত্র-শুভানুধ্যায়িগণ! ক্ষুদ্র জীবন-ভেলক অবলম্বনে সংসার-সাগর নির্ব্বিঘ্নে উত্তরণের জন্য, তোমরা সদ্‌গ্রন্থরূপ কি পরমাশ্চর্য্যকর আলোকমঞ্চই নির্ম্মাণ করিয়াছ! যুগে যুগে ধরাতলে অবতীর্ণ হইয়া, স্বীয় জীবনের সারভূত রুধিররাশি ক্ষয় করিয়া, ভাবি-বংশাবলীর শুভ সাধনের জন্য, তোমরা কি অদ্ভুত জ্যোতির্ম্ময় পদার্থই সৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছ! তাহাদিগের সুবিমল আলোকমালায় বসুন্ধরা পবিত্র হইয়াছে; মানবগণ নিত্য নব জীবন লাভে কৃতার্থ হইতেছে, তোমাদিগের জয়োদ্ঘোষণ করিতেছে এবং কৃতজ্ঞহৃদয়ে তোমা-দিগের পাদপদ্মে ভক্তি-কুসুমাঞ্জলি অর্পণ করিতেছে। হে পূজনীয় অমরবৃন্দ, ধন্য তোমাদের জীবন! ধন্য তোমাদের হিতৈষণা! ধন্য তোমাদের উদারতা!

সদ্‌গ্রন্থসমূহ জাতীয়জীবনের প্রতিমূর্ত্তি স্বরূপ। পৃথিবীর সমুদয় বাষ্পীয় ও তাড়িত যন্ত্রাবলি, সমুদায় বিধানশাস্ত্রপরম্পরা একত্রীভূত হইয়া যাহা করিতে সমর্থ হয় নাই, সদ্‌গ্রন্থ-রূপী নিস্তব্ধ ও শান্তিপ্রিয়

অধ্যাপক মণ্ডলী তাহা, বিনা আড়ম্বরে, সম্পাদন করিয়াছেন। প্রত্যেক জাতির প্রত্যেক ব্যক্তি এই শিক্ষকবৃন্দের উপদেশ হইতে যে অনির্ব্বচনীয় উপকার লাভ করিয়াছেন,—রাষ্ট্রবিপ্লব ও ধর্ম্মবিপ্লব অতিক্রম করিয়া এই শিক্ষকমণ্ডলী যে প্রভাব বিস্তার করিতেছেন, তদ্দারাই জাতীয় জীবন সুরক্ষিত হইতেছে। কোন এক জাতিকে তদীয় সদ্‌গ্রন্থাবলী হইতে বিচ্যুত কর, দেখিবে উহা অচিরকাল মধ্যেই হীন, মলিন ও অকর্ম্মণ্য হইয়া গিয়াছে এবং সেই জাতির উন্নতি-স্রোতঃ সম্যক্‌রূপে প্রতিরুদ্ধ হইয়াছে।

সদ্‌গ্রন্থসমূহ তাহাদের জন্মদাতাদিগকে অমরত্ব দান করে। সদ্‌গ্রন্থাবলী হইতেই অমরত্বের আভাস প্রাপ্ত হওয়া যায়। মহামতি গ্রন্থকারগণ মৃত হইয়াও স্বরচিত গ্রন্থমধ্যে জীবিত রহিয়াছেন। তাঁহাদিগের শরীর বহুশতাব্দী পূর্ব্বে সমাহিত অথবা ভস্মীকৃত হইয়াছে; কিন্তু গ্রন্থ-দর্পণে তাঁহাদিগের মানস-মূর্ত্তি প্রতিবিম্বিত রহিয়াছে ও প্রত্যক্ষীভূত হইতেছে! তাঁহাদিগের মহতী চিন্তার প্রভাবে পাঠকবর্গের হৃদয় উন্নত হইতেছে; সুপরিচিত বন্ধুর ন্যায় তাঁহারা পাঠকদিগকে ধর্ম্ম ও নীতি পথে পরিচালিত করিতেছেন;

কর্ত্তব্যসমূহ অঙ্গুলিসঙ্কেতে প্রদর্শন করিতেছেন; এরূপ লোক নাই যিনি সাহস পূর্ব্বক বলিতে পারিবেন যে, তিনি গ্রন্থকারদিগের নিকট ন্যূনাধিক পরিমাণে ঋণী নহেন। পৃথিবীতে যতদিন মানবজাতি বিদ্যমান থাকিবে ততদিন সদ্‌গ্রন্থসমূহ অধীত হইবে এবং সদ্‌গ্রন্থকারগণ পূজিত হইবেন।

সদ্‌গ্রন্থসমূহ চিরস্থায়ী পদার্থ। মানব স্বীয় ক্ষমতাগুণে যত উৎকৃষ্ট পদার্থ উৎপাদন করিতে পারে, তন্মধ্যে সদ্‌গ্রন্থই অধিকতম স্থায়ী, অথবা অমর বলিলেও অত্যুক্তি দোষ হয় না। অত্যুৎকৃষ্ট কারুকার্য্য-সমন্বিত বৃহৎ অট্টালিকা ও দেবমন্দিরসমূহ কালক্রমে ভূতলশায়ী হয়; সুবিখ্যাত চিত্রবিৎ পণ্ডিত-দিগের মস্তিষ্ক ও হস্তপ্রসূত বিচিত্র চিত্রপটসমূহ কালসহকারে বিনষ্ট হইয়া যায়; প্রসিদ্ধ ভাস্কর-গণের বহুযত্নসম্ভূত প্রতিমূর্ত্তিসমূহ যথাকালে লয় প্রাপ্ত হয়; কিন্তু সদ্‌গ্রন্থসমূহ চিরকাল বর্ত্তমান থাকে। সময়-চক্রের আবর্ত্তনে পদার্থ, শরীর ও কার্য্যকলাপ অদৃশ্য হইয়া যায়; কিন্তু মস্তিষ্ক অমর এবং তাহাই ভবিষ্যবংশাবলীর সম্পত্তিরূপে বিদ্যমান থাকে। সদ্‌গ্রন্থ-নিহিত উৎকৃষ্ট চিন্তারাশির উপরে

সময় তাহার সর্ব্বগ্রাসী মুখ প্রসারণ করিতে পারে না। সহস্রাধিকবর্ষ-পূর্ব্বে গ্রন্থকারগণ যেরূপ গভীরজ্ঞান-পূর্ণ উপদেশে ও তেজোময়ী সুললিত ভাষায় সদ্-গ্রন্থাবলী সুসজ্জিত করিয়াছিলেন, অদ্যাপি তৎ-সমুদায় ঠিক তদ্রূপই রহিয়াছে; সেই প্রাচীন কালে, তাহারা যেরূপ জীবন্তভাবে লোকসমক্ষে উপস্থিত হইয়াছিল, কখনই সে ভাবের ব্যত্যয় ঘটে নাই ও ঘটিবে না।

১৮৮২ খ্রীঃ অব্দে, ব্রিটিস্ দ্বীপপুঞ্জের কতিপয় খ্যাতনামা পণ্ডিত ইংরাজী গ্রন্থরাশির তত্ত্বানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহার সারাংশ পূর্ব্বোক্ত বিষয়ের নিদর্শন স্বরূপ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

"বৃহৎ ব্রিটন রাজ্যে প্রতিবর্ষে ১০০০ অভিনব গ্রন্থ প্রণীত হয়; তন্মধ্যে ৬০০ গ্রন্থে প্রণেতৃগণের ধন হানি হয়; ২০০ গ্রন্থে কোনরূপ লাভ দাঁড়ায় না; ১০০ গ্রন্থে কথঞ্চিৎ অর্থ প্রাপ্তি হয় এবং ১০০ গ্রন্থে বিশিষ্টরূপ অর্থ লাভ হইয়া থাকে। ৭৫০ খানা গ্রন্থ প্রথমবর্ষ শেষ না হইতেই বিলুপ্ত হয়; ১০০ খানা দ্বিতীয়বর্ষ পূর্ণ হইবার পূর্ব্বেই অদৃশ্য হয়;

১৫০ খানা তৃতীয় বর্ষে অন্তর্দ্ধান করে; ৫০ খানার অধিক সপ্তম বর্ষ অতিক্রম করিতে পারে না; এবং বিংশতিবর্ষের পরে ১০ খানা কদাচিৎ পাঠকবর্গের স্মৃতিপথ অধিকার করে। সপ্তদশ শতাব্দীতে ৫০,০০০ গ্রন্থ প্রণীত হইয়াছিল। ঐ গ্রন্থরাশির ৫০ খানাও এখন প্রচলিত নাই। অষ্টাদশ শতাব্দীতে ৮০,০০০ গ্রন্থ প্রণীত হইয়াছিল; ঐ গ্রন্থরাশির [illegible] খানার অধিক পুনর্মুদ্রিত করা আবশ্যক বোধ হয় নাই, এবং এখন (১৮৮২ খ্রীঃ) তন্মধ্যস্থিত ন্যূনাধিক ৫০০ গ্রন্থ সম্বন্ধে পাঠকবর্গকে অনুসন্ধানপর হইতে দেখা যায়। যীশুখ্রীষ্টের জন্মের ১,৪০০ বর্ষ পূর্ব্বে গ্রন্থমুদ্রাঙ্কন কার্য্য আরব্ধ হয়। সেই সময় হইতে ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ৩২ শতাব্দী অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে। এতাবৎকাল মধ্যে, পৃথিবীর সর্ব্ব-জাতীয় গ্রন্থকারদিগের মধ্যে কেবলমাত্র ৫০০ গ্রন্থকারের গ্রন্থাবলী সর্ব্বগ্রাসী কালের করালগ্রাস অতিক্রম করিয়াছে।”

ইহাদ্বারা সুস্পষ্টরূপে প্রমাণিত হইতেছে যে, সদ্‌গ্রন্থ সমূহই স্থায়িরূপে বর্ত্তমান থাকে; অপরাপর গ্রন্থসমূহ কালক্রমে লয় প্রাপ্ত হয়।

যে যে শ্রেণীর গ্রন্থ সদ্গ্রন্থ বলিয়া পরিগণিত, তাহা নিম্নে প্রদর্শিত হইল :—

১। জগৎ ও মানব। স্বয়ং ঈশ্বর প্রণীত এই মহাগ্রন্থদ্বয় সকলের নেত্রসন্নিধানেই বিরাজিত রহিয়াছে। সর্ব্ববিধ জ্ঞানতত্ত্ব এই দুই মহাগ্রন্থে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। সভ্য জগতের জ্ঞান বিজ্ঞানের অদ্ভুত তত্ত্বসমূহ ইহাদিগকে অতিক্রম করিয়া একপদও অগ্রসর হইতে সমর্থ হয় নাই। মানব-রচিত গ্রন্থরাশি ও শাস্ত্রসমূহ এই দুই মহাগ্রন্থ হইতেই নিঃসৃত হইয়াছে। ইহারাই গ্রন্থের গ্রন্থ—মূল-গ্রন্থ।

২। ধর্ম্মপরায়ণ জ্ঞানি-ব্যক্তি-প্রণীত যে কোন গ্রন্থ।

৩। সুবিখ্যাত মহানুভবদিগের চরিত-মালা।

৪। বিজ্ঞব্যক্তি-প্রণীত ইতিহাস।

৫। বিজ্ঞান ও দর্শনশাস্ত্র।

৬। নানাজাতির প্রধান প্রধান ধর্ম্মগ্রন্থ। পৃথিবীতে এই শ্রেণীর গ্রন্থই শীর্ষস্থানীয়। বিষয় গৌরবে ও সুগভীর মাহাত্ম্যে মানব-রচিত কোন শ্রেণীর গ্রন্থই ইহাদের প্রতিদ্বন্দ্বী হইতে পারে নাই।

ঐহিক ও পারমার্থিক জ্ঞান-গাম্ভীর্য্যে ইহারা পূজনীয় পদার্থে পরিণত হইয়াছে। ইহাদিগের মাহাত্ম্য বর্ণনায় ভাষা পরাস্ত হয়। ইহারা সার্ব্বজনীন বিবেক-বাণী সদৃশ; অমৃতের উৎসস্বরূপ। ইহারা যুগে যুগে সুস্নিগ্ধ ও পবিত্র জ্যোতিঃ বিকীর্ণ করিয়া মানবজাতিকে চরিতার্থ করিতেছে। চঞ্চল হৃদয়ে কেহ তাহাদিগের নিকটবর্ত্তী হইতে পারে না; প্রশান্তচিত্তে তাহাদের সম্মুখীন হইতে হয় এবং বিনীত ভাবে নতজানু হইয়া করযোড়ে উপদেশ গ্রহণ করিতে হয়: অভ্রভেদী গিরিনিচয়ের নিস্তব্ধ মহিমায়, কাননের অত্যুচ্চ তরুরাজির সৌন্দর্য্যে, শূন্যমার্গে উড্ডীয়মান বিহঙ্গম-দলে, ভূমিসংলগ্ন সরীসৃপকুলে, মানবদিগের কার্য্য-কলাপে, অঙ্গভঙ্গীতে, হাস্যে, লজ্জায়, নেত্রসঞ্চালনে, ইঙ্গিতে, সেই মহামূল্য উপদেশসমূহ প্রতিবিম্বিত হইতেছে। রসনা ও অধরোষ্ঠ সঞ্চালনে সে উপদেশ লব্ধ হয় না; কিন্তু প্রফুল্লহৃদয়ে ও আগ্রহাতিশয়ে তাহাদিগকে আয়ত্ত করিতে হয়; নিভৃত ভাবে, গভীর চিন্তায় নিমগ্ন হইলে, তাহাদের সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্য ক্রমশঃ অনুভূত হইতে থাকে। তাহাদিগের শরণাপন্ন হইলে সর্ব্বার্থসিদ্ধি হয়। বেদ, উপনিষৎ,

পুরাণ, ভাগবত, ভগবদ্গীতা, ত্রিপিটক, বাইবেল, কোরাণ প্রভৃতি এই শ্রেণীর গ্রন্থ।

জগৎ ও মানব রূপ মহাগ্রন্থদ্বয় হইতে এবং সার্ব্বজনীন বিবেকবাণীরূপিণী ধর্ম্মগ্রন্থাবলী হইতে যে পবিত্র আলোকমালা নিঃসৃত হইতেছে, তাহারই বিন্দু বিন্দু এক এক গ্রন্থে প্রতিফলিত হইয়া গ্রন্থরাজ্যের আয়তন পরিবর্দ্ধিত এবং গ্রন্থাগারসমূহ পরিপূর্ণ হইতেছে।

নানাদেশীয় সুবৃহৎ গ্রন্থাগার সমূহ মানবীয় উন্নতি-স্রোতঃ কীদৃশ প্রবল বেগে প্রবাহিত করিতেছে, তাহা ভাবিতে গেলে, হৃদয় অনির্ব্বচনীয় আনন্দরসে অভিষিক্ত হয়। অধুনা ইউরোপে ও আমেরিকায় জনসাধারণের জন্য এত পুস্তকালয় প্রতিষ্ঠাপিত হইয়াছে যে, তাহাদিগের সংখ্যা নির্ণয় করা দুরূহ ব্যাপার। ফ্রান্সদেশের রাজধানী পারি নগরের জাতীয় পুস্তকালয়ই পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ; তথায় ২১ লক্ষ গ্রন্থ সুরক্ষিত হইতেছে। তৎপরে ইংলণ্ডের মিউজিয়ম; তথায় ১২ লক্ষ ৬০ হাজার গ্রন্থ রহিয়াছে। রুসিয়ার রাজধানী সেণ্ট্ পিটার্সবর্গের পুস্তকালয়ে ১০ লক্ষ গ্রন্থ আছে। নিরতিশয়

আনন্দের বিষয় এই যে, এতদ্দেশেও, বহুসংখ্যক পুস্তকালয় প্রতিষ্ঠাপিত হইয়া পাঠকবর্গের উপকার সাধন করিতেছে। কলিকাতার সাধারণ পুস্তকালয়ই ভারতবর্ষমধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ; তথায় ন্যূনাধিক একলক্ষ পুস্তক রহিয়াছে।

সর্ব্বদেশেই পাঠকবর্গ স্ব স্ব রুচি অনুসারে গ্রন্থাবলী সংগ্রহ করিয়া আপনাপন গৃহে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুস্তকালয় প্রতিষ্ঠাপিত করিয়া থাকেন। এই সকল ক্ষুদ্র পুস্তকালয় বৃহৎ না হওয়াই বাঞ্ছনীয়; কারণ, বহুগ্রন্থ-পূর্ণ গ্রন্থাগার অধিস্বামীর অজ্ঞতা সম্বন্ধে সাক্ষ্য-দান করে। "প্রজাবহুল সুবিস্তীর্ণ রাজ্যের অধিপতি যেমন স্বকীয় প্রকৃতিপুঞ্জের অবস্থা পরিজ্ঞানে অসমর্থ হইয়া পড়েন, সেইরূপ বহুগ্রন্থপূর্ণ সুবিশাল গ্রন্থাগারের অধিস্বামী আপনার অধিকারস্থ গ্রন্থনিচয়ের তত্ত্বানুসন্ধানে অসমর্থ হইয়া বিড়ম্বনা ভোগ করিয়া থাকেন।" তদীয় গ্রন্থাগারের অধিকাংশ গ্রন্থই অনধীত থাকিয়া যায়।

আফ্রিকার অন্তঃপাতী ইজিপ্ট্ রাজ্যের জ্ঞানী ও পরাক্রান্ত নৃপতি ওসিম্যান্ডিয়াস্ * সর্ব্বপ্রথমে স্বরাজ্যে সর্ব্বসাধারণের জন্য সুবৃহৎ গ্রন্থাগার

* ওসিম্যান্ডিয়াস্—ইনি ইজিপ্ট্ রাজ্যে খ্রীঃ পূঃ ২১০০ অব্দে রাজত্ব

প্রতিষ্ঠাপিত করিয়া তৎসম্মুখে নিম্নলিখিত হৃদয়গ্রাহী শিরোনামা অঙ্কিত করিয়াছিলেন ঃ—

"মানস-ব্যাধির ঔষধাগার"।

বস্তুতঃ গ্রন্থাগার-সমূহ পবিত্র তীর্থস্থানসদৃশ। তথায় ধর্ম্মিষ্ঠ, অভিজ্ঞ, উদারচেতা সিদ্ধপুরুষগণ স্বরচিত গ্রন্থমধ্যে বর্ত্তমান রহিয়াছেন। যাহার মন কোনরূপ ব্যাধিদ্বারা আক্রান্ত হয়, তিনিই সেই পুণ্য স্থানে গমন করিয়া মহাপুরুষদিগের সংসর্গে আরোগ্য লাভ করিতে পারেন। গ্রন্থের আশ্রয় গ্রহণই সংসারের সর্ব্ববিধ শোক, দুঃখ ও যাতনা বিস্মৃত হইবার শ্রেষ্ঠতম উপায়।

ভ্রাতঃ, তুমি কি পর্ণ-কুটীর-বাসী দরিদ্র? তাহাতে দুঃখ কি? তোমার ক্ষুদ্র কুটীরে কি উচ্চপদস্থ ব্যক্তিগণ আগমন করেন না? তাহাতে দুঃখ কি? তুমি কি সংসার-যাতনায় মর্ম্মান্তিক বেদনা অনুভব

করিয়া ছিলেন, এবং নিজের এক প্রকাণ্ড প্রতিমূর্ত্তি প্রস্তুত করাইয়া, তাহার শীর্ষদেশে নিম্নলিখিত বাক্য অঙ্কিত করাইয়াছিলেন :—

"আমি মহারাজাধিরাজ ওসিম্যান্‌ডিয়াস্; আমার এই উপাধি সম্বন্ধে যিনি প্রতিদ্বন্দ্বী হইতে ইচ্ছা করেন, তিনি প্রথমতঃ আমার সুমহৎ কার্য্যাবলী অতিক্রম করুন।"

করিতেছ ? তাহাতে ভয় কি ? ঐ দেখ! সর্ব্বজন-পূজিত, ধর্ম্ম-বৃদ্ধ, জ্ঞান-প্রবীণ, সুকবি, সুবিদ্বান, মহা-মহোপাধ্যায়গণ তোমাকে সমাদৃত ও সন্তর্পিত করিবার জন্য তাঁহাদিগের অমৃত-ভাণ্ডার লইয়া আহ্বান করিতেছেন। ঐ দেখ! কালিদাস * ও শেক্স্পীয়ার † স্বভাবের অতুল সৌন্দর্য্যরাশি ও অদ্ভুত মানবতত্ত্ব তোমার সমক্ষে প্রসারিত করিতে উদ্যত রহিয়াছেন। ঐ দেখ! ভবভূতি ‡ ও মিল্‌টন ¶ তাঁহাদের স্বরচিত

* কালিদাস—ভারতবর্ষের অদ্বিতীয় মহাকবি। ইনি বিক্রমাদিত্য রাজার সভাস্থ "নবরত্ন" পণ্ডিত দিগের সর্ব্বপ্রধান ছিলেন। এই মহাকবি যে কি অদ্ভুত কবিত্বশক্তি লইয়া ধরাধামে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন এবং ইহাঁর লেখনী হইতে যে কিরূপ অমৃতময়ী বর্ণনা সমূহ নিঃসৃত হইয়াছে, তাহা প্রকাশ করা সাধ্যাতীত। তৎপ্রণীত "রঘুবংশ", "কুমারসম্ভব", "মেঘদূত", "অভিজ্ঞান-শকুন্তল", "বিক্রমোর্ব্বশী", "নলোদয়", "ঋতু-সংহার" সংস্কৃত ভাষায় নিরুপম পদার্থ। গণনায় অবধারিত হইয়াছে যে, এই মহানুভব বিংশতিশত বৎসর পূর্ব্বে ভারতভূমিতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন।

† শেক্স্পীয়ার ১৬ পৃষ্ঠা দেখ।

‡ ভবভূতি—এই মহাত্মা ভারতবর্ষের একজন প্রধান কবি। ইনি ভোজরাজের সভাপণ্ডিত ছিলেন এবং অত্যাশ্চর্য্য স্মরণশক্তির জন্য "শ্রীকণ্ঠ" উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এতৎ প্রণীত "উত্তর-চরিত," "মালতী-মাধব" এবং "মহাবীর চরিত" সংস্কৃত সাহিত্যে বিখ্যাত। কেহ কেহ মনে করেন, ইনি এক সহস্র বর্ষ পূর্ব্বে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

¶ জন মিল্টন্—ইংলণ্ডের অদ্বিতীয় বিদ্বান কবি। ইহাঁর সুগভীর

রত্ন-মালায় তোমার কণ্ঠদেশ বিভূষিত করিবার জন্য উন্মুখ হইয়া রহিয়াছেন। ঐ দেখ! বিষ্ণুশর্ম্মা * ও ফ্রাঙ্কলিন্ † তাঁহাদিগের নিরুপম উপদেশ ভাণ্ডার দানে তোমাকে প্রকৃত ঐশ্বর্য্যশালী করিবার জন্য ঔৎসুক্য প্রকাশ করিতেছেন! নীচ ভোগ বাসনা পদাঘাতে দূরীভূত কর; বাধাবিপত্তির প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন কর; শোক, দুঃখ ও যাতনায় অভিভূত না হইয়া সাহস অবলম্বন কর; সর্ব্বরসোত্তম, সর্ব্বমোহদমন, সর্ব্বদুঃখপ্রশমন, উৎকৃষ্ট গ্রন্থাবলীর শরণাপন্ন হও, সর্ব্বকামনা পরিপূর্ণ হইবে।

বিদ্যা ও জ্ঞানের ইয়ত্তা করা দুঃসাধ্য। এতৎ প্রণীত গ্রন্থ সমূহ অত্যুজ্জ্বল রত্নমালায় পরিপূর্ণ। "স্বর্গচ্যুতি," "স্বর্গের পুনঃপ্রাপ্তি," "বিষণ্ন ব্যক্তি," "প্রসন্ন ব্যক্তি," "কোমস," "লিসিডাস্" "সামসন্ অগোনিষ্টিস্," "আরিওপ্যাজিটিকা" ইংরাজী ভাষায় অত্যুৎকৃষ্ট পদার্থ বলিয়া সর্ব্বত্র সমাদৃত। জন্ম ১৬০৮ খ্রীঃ। মৃত্যু ১৬৭৪ খ্রীঃ।

* বিষ্ণুশর্ম্মা—এই মহাপণ্ডিত অতি প্রাচীন কালের লোক। এতৎ প্রণীত "পঞ্চতন্ত্র" ও "হিতোপদেশ" নিরতিশয় সমাদরের বস্তু। এই গ্রন্থদ্বয়ে, মনুষ্য, পশু, পক্ষীর উপাখ্যানচ্ছলে, নীতিসমূহ উপদিষ্ট হইয়াছে।

† ফ্রাঙ্কলিন্—আমেরিকার বিখ্যাত দার্শনিক ও রাজনীতিজ্ঞ। ইনি জ্ঞানী, বুদ্ধিমান্, সহিষ্ণু ও সর্ব্বহিতৈষী ছিলেন। এতৎ প্রণীত গ্রন্থগুলি উপদেশ ও সদ্ভাবে পরিপূর্ণ। প্রধান গ্রন্থ "ধনী হইবার উপায়," "দীন রিচার্ডের পঞ্জিকা" "স্বাধীনতা, আবশ্যকতা, ও সুখ দুঃখ সম্বন্ধীয় প্রস্তাব।" জন্ম ১৭০৬ খ্রীঃ. মৃত্যু ১৭৯০ খ্রীঃ।

অধ্যয়ন।

অধ্যয়ন-মাহাত্ম্য—পাঠকমণ্ডলীর শ্রেণী বিভাগ—অধ্যয়ন-প্রণালী।

ভূলোকের সুখ-সীমা করি অতিক্রম,
চাহ যদি সুখী হ'তে উচ্চতর সুখে ;
খুলিয়া মানস-নেত্র,
হের ত্রিভুবন চিত্র,
সুধাবর্ষী অধ্যয়ন-যোগে ;
ধরাধামে স্বর্গ-সুখ পাবে নিরুপম।

করুণাময় পরমেশ্বর, মানব দিগকে সুখী করিবার জন্য, যে সকল পন্থা উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছেন, তন্মধ্যে অধ্যয়নই সর্ব্বোত্তম বলিয়া নির্দ্দেশ করিলে, বোধ হয়, অত্যুক্তি দোষ হয়না। নানা জাতীয় বর্ণমালা কি অদ্ভুত কৌশলে সৃষ্ট হইল ; কিরূপে

বর্ণসংযোগে শব্দ ও শব্দসংযোগে বাক্য সমুৎপন্ন হইয়া মনোগত ভাবসমূহ পরিব্যক্ত হইতে লাগিল; কিরূপে মনীষীদিগের উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট চিন্তা গ্রন্থাকারে নিবদ্ধ হইতে আরম্ভ হইল; কি রূপে অদ্ভুত মুদ্রা-যন্ত্র নির্ম্মিত হইয়া রাশি রাশি গ্রন্থ মুদ্রিত হইতে লাগিল; কিরূপে সেই গ্রন্থপুঞ্জ, এক জাতির চিন্তা-প্রবাহ অপর জাতির চিন্তা-প্রবাহে সংমিশ্রিত করিয়া, মানবীয় সভ্যতা ও উন্নতি-স্রোতঃ প্রবল বেগে প্রসারিত করিতে লাগিল; কিরূপে বহুদূরস্থিত মহামনা গ্রন্থকারগণ, স্বীয় চিন্তাপ্রভাবে, নানাদেশীয় অপরিচিত ও নগণ্য ব্যক্তি দিগের হৃদয়ে হর্ষ, বিষাদ, ও বিস্ময় সমুৎপাদন করিতে লাগিলেন; কিরূপে তাঁহারা, মিত্রোচিত স্নেহ সহকারে হৃদয়দ্বার উদঘাটিত করিয়া, শোক দুঃখে, ভয়বিপদে, সুমধুর প্রবোধ বাক্যে আশ্বস্ত করিতে লাগিলেন; কিরূপে তাঁহারা, উন্নতিলাভের উপায়সমূহ নেত্রসন্নিধানে উপস্থাপিত করিয়া, মানবীয় গৌরবের পন্থানিচয় অবলম্বনার্থ, লোকমণ্ডলীকে উদ্দীপিত ও সমাকৃষ্ট করিতে লাগিলেন; এই সকল বিষয় ভাবিতে গেলে, হৃদয়, কৃতজ্ঞতা-রসে পরিপূর্ণ হইয়া, সেই অদ্ভুত কৌশলময় সর্ব্বস্রষ্টাকে ধন্যবাদ প্রদান করিতে থাকে।

যৌবনকালই অধ্যয়নের প্রকৃত সময়। মানসিক বৃত্তি ও ইন্দ্রিয় নিচয়ের পরিস্ফুরণের সঙ্গে সঙ্গে সদ্‌গ্রন্থ অধ্যয়নের অভ্যাস জন্মিলে, চরিত্র উন্নত হইতে থাকে; উৎকৃষ্ট সঙ্কল্পসমূহ হৃদয়ে সমুদ্ভূত হয় এবং মানব-নাম অন্বর্থ করিবার জন্য তাহারা প্রবল বেগে আকর্ষণ করিতে থাকে।

যে ব্যক্তি যৌবনে অধ্যয়নশীল না হয়, সে অত্যুচ্চ-প্রতিভা-সমন্বিত হইলেও, প্রকৃত উন্নতি লাভে সমর্থ হয় না। সে স্বীয় ক্ষুদ্র বুদ্ধি ও ক্ষুদ্র জ্ঞানের সাহায্যে, নানাবিধ ক্ষুদ্র সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়া, পদে পদে বিড়ম্বিত হয়; পৃথিবীর নানা জাতীয় মহানুভবগণ যে উৎকৃষ্ট জ্ঞানরত্নাবলী সঞ্চয় করিয়া ভাবি-বংশাবলীর হিতসাধনার্থ রাখিয়া গিয়াছেন, সে, এবংবিধ মহামূল্য ধনভাণ্ডারের উত্তরাধিকারিত্ব লাভ করিয়া, স্বকার্য্য আরম্ভ করিতে সমর্থ হয়না; সুতরাং আপন ক্ষুদ্র জ্ঞানের সাহায্যে ক্ষুদ্র কার্য্যে লিপ্ত থাকিয়া, উন্নতি মার্গে কিয়দ্দূর গমন করিতে না করিতেই, তাহার ক্ষুদ্র জীবন অবসান প্রাপ্ত হয়।

কথিত আছে, জনৈক প্রতিভান্বিত যুবক অল্পকাল মধ্যেই গণিত শাস্ত্রে এরূপ সুদক্ষ হইয়া উঠিয়াছিলেন

যে, গ্রন্থাধ্যয়নের সাহায্য ব্যতিরেকেই, তিনি বহুবর্ষ-ব্যাপী কষ্টে ও উৎকট যত্নবলে, যন্ত্রসম্বন্ধীয় কতিপয় মৌলিক প্রতিজ্ঞা আবিষ্কার করিলেন এবং তৎসমুদায় তদীয় জীবনের প্রধান আবিষ্ক্রিয়া বলিয়া, সাতিশয় আহ্লাদ সহকারে, সংবাদ-পত্রে ঘোষণা করিলেন। চতুর্দ্দিক হইতে তদুপরি সুতীক্ষ্ণ ব্যঙ্গ-বাণ বর্ষিত হইতে লাগিল, তিনি পরিহাসের তীব্রতায় নিরতিশয় বিষণ্ণ হইয়া পড়িলেন এবং বুঝিয়া উঠিতে পারিলেন না, কি দোষের জন্য তিনি ঐ রূপ উপহসিত হইতেছেন। তাঁহার জনৈক বন্ধু, তদীয় মনোগত ভাব বুঝিতে পারিয়া, তৎসমভিব্যাহারে এক সুবৃহৎ গ্রন্থাগারে প্রবেশ করিলেন এবং একখানি গ্রন্থ খুলিয়া তাঁহাকে দেখাইয়া দিলেন যে, ঐ সকল প্রতিজ্ঞা ন্যূনাধিক ৫০০ বর্ষ পূর্ব্বে উৎকৃষ্টতর প্রণালী অবলম্বনে আবিষ্কৃত হইয়াছে, এবং যন্ত্র-বিদ্যাধ্যায়ী এরূপ ব্যক্তি নাই, যিনি ঐ সকল প্রতিজ্ঞা সম্যক্‌রূপে না জানেন। তখন তিনি অপ্রতিভ ও হতাশ্বাস হইয়া, লজ্জায় ও দুঃখে ম্রিয়মাণ হইয়া পড়িলেন এবং অতি কাতরভাবে বলিলেন, "হায়! হায়! আমার জীবনের এই বহুবর্ষব্যাপী অমূল্য সময় যদি অধ্যয়নে অতিবাহিত

করিতাম, তবে, না জানি, কতই জ্ঞান লাভ করিয়া বিমলানন্দ সম্ভোগ করিতে পারিতাম! অহহ! পরিতাপানলে আমার হৃদয় ভস্মীভূত হইতেছে!” যে ব্যক্তি অধ্যয়ন করে না, তাহার পক্ষে পূর্ব্বোক্ত রূপ দুরবস্থা অনিবার্য্য হইয়া পড়ে। জীবনের লক্ষ্য লাভে সিদ্ধকাম হইবার জন্য, মানবীয় জ্ঞান, চিন্তা ও অনুসন্ধিৎসা তাহার জন্য যে অদ্ভুত আলোকময় রাজপথ নির্ম্মাণ করিয়া রাখিয়াছে, সে পথ তাহার দৃষ্টিগোচর হয় না; সুতরাং সে, স্বীয় ক্ষুদ্রজ্ঞান-নির্দ্দেশিত জটিল ও তমসাচ্ছন্ন পথে গমন করিয়া পদে পদে আহত, ক্লিষ্ট ও নিরাশ্বাসগ্রস্ত হইয়া পড়ে।

অধ্যয়ন বহুবিধ গুণরত্নে অলঙ্কৃত। ঈদৃশ ক্ষুদ্র প্রবন্ধে তৎসমস্ত সমাবেশিত হইবার সম্ভাবনা নাই। কতিপয় প্রধান গুণের সঙ্ক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

১। অধ্যয়ন দ্বারা অতীতকালের মহৎ ঘটনা-বলীর সহিত পরিচিত হওয়া যায়। রাজ্যসমূহের উত্থান ও পতন, সভ্যতা-লহরীর ঘাত ও প্রতিঘাত, মানবীয় সুখসমৃদ্ধির উন্নতি ও পরিবর্ত্তন, জাতির পর জাত্যন্তরে কমলার কৃপাদৃষ্টি, নানাবিধ ধর্ম্মমতের

আন্দোলন ও পরিণামে সত্যের জয়লাভ প্রভৃতি সম্বন্ধে নানাবিধ গ্রন্থ অধ্যয়ন করিলে, ব্যক্তিগত ও জাতিগত জীবনে, বিধাতার অদ্ভুত রহস্যময় ব্যাপার সমূহ সন্দর্শন করিতে করিতে হৃদয় পুলকিত হইয়া উঠে। সেই প্রবল প্রতাপান্বিত প্রাচীন রাজ্য চতুষ্টয়,—আসিরিয়া, গ্রীস, রোম কার্থেজ,—কোথায়? সেই অশ্বমেধ যজ্ঞানুষ্ঠাতা, প্রজাকুলহিতৈষী রাজচক্রবর্ত্তিগণ কোথায়? সেই বীরশ্রেষ্ঠ, শত্রুঞ্জয় সেনাপতিবর্গ কোথায়? সেই অমিততেজা, কঠোরাত্মসংযমী মুনিঋষিবর্গ কোথায়? বিধাতার এমনই লীলা যে, কালচক্রের আবর্ত্তনে এই বিশ্বের প্রত্যেক স্থানে ও প্রত্যেক পদার্থে পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইতেছে। অধ্যয়ন ব্যতিরেকে আর কি উপায়ে, লোকমণ্ডলী, সেই পরিবর্ত্তন প্রণালী পর্য্যবেক্ষণ করিয়া স্বীয় অবস্থানুযায়ী কার্য্যে উপদিষ্ট হইবে?

২। অধ্যয়ন দ্বারা সর্ব্বদেশীয় জ্ঞানী ধার্ম্মিক ও মহানুভাবগণের সংসর্গ লাভ করা যায়। গ্রন্থগর্ভস্থ চিন্তাবলী অবলম্বন করিয়া তাঁহারা আমাদিগের সঙ্গে নানা বিষয়ে আলাপ করেন; উপদেশ দানে আমাদিগের চিত্তে প্রসাদ বর্ষণ করেন। বস্তুতঃ,

অধ্যয়নে যে ব্যক্তি রুচিসম্পন্ন, তিনি সদ্গ্রন্থাবলীর আশ্রয় গ্রহণ করিলে, কখনই সুখী না হইয়া থাকিতে পারেন না। যে সকল মহাত্মা জ্ঞানে ও বিদ্যায়, সৎসাহসে ও উদারতায়, ধর্ম্মে ও পবিত্রতায় জগদ্বিখ্যাত হইয়া গিয়াছেন, তাঁহাদিগের মস্তিষ্ক-প্রসূত উৎকৃষ্ট চিন্তাবলীর সংসর্গে উন্নীত ও প্রসাদপূর্ণ না হইয়া থাকিতে পারে, এরূপ লোক নাই। সেই শীর্ষস্থানীয় মহোদয়দিগের সাধুতাপূর্ণ আচার ও ব্যবহার নেত্র-সন্নিধানে সতত উপস্থিত হইলে, তদ্দারা যে অধ্যেতৃ-বর্গ কল্পনাতীত উন্নতি ও সুখ শান্তি লাভ করিবেন, ইহাতে বিচিত্রতা কি?

৩। অধ্যয়ন দ্বারা, আমরা, সুবিখ্যাত গ্রন্থকার-গণের চরিত্র, তাঁহাদিগের স্ত্রী, পুত্র, কন্যা ও বন্ধুবান্ধব অপেক্ষা অধিকতর উৎকৃষ্ট রূপে অবগত হইতে পারি। বিশাল পর্ব্বতের শোভা সন্দর্শন করিতে হইলে যেরূপ কিঞ্চিৎ দূরবর্ত্তী হইয়াই তাহার রমণীয়তা হৃদয়ঙ্গম করিতে হয়,—নতুবা শোভার পূর্ণবিকাশ নয়নগোচর হয় না,—তদ্রূপ গ্রন্থকারদিগের হৃদয়-শোভা অবলোকন করিতে হইলে, অতি ঘনিষ্ঠ বন্ধুবান্ধবের আশ্রয় গ্রহণ না করিয়া, তাঁহাদিগের স্বরচিত গ্রন্থা-

বলীর ভাবরাশির মধ্যেই সেই শোভা নিরীক্ষণ করিতে হয়,—নতুবা প্রতিভার পূর্ণবিকাশ দৃষ্টিগোচর হয় না।

৪। অধ্যয়ন দ্বারা মানব পরম হিতৈষী বন্ধুগণ কর্ত্তৃক পরিবৃত ও সন্তর্পিত হন। যে সকল মহাপুরুষ সংসার-সংগ্রামে জয়লাভ করিয়া সিদ্ধকাম হইয়াছেন, তাঁহারা পাঠকের শোকদুঃখের অপনয়ন করিতে থাকেন; তদীয় প্রশ্নসমূহের যথাযথ উত্তর দান করেন এবং ক্রমশঃ তাঁহার হৃদয় উন্নত চিন্তায় পরিপূর্ণ করিয়া, তাহাকে এমন এক অদৃষ্ট-পূর্ব্ব মনোহর রাজ্যে অলক্ষিত ভাবে অবতারিত করেন যেখানে সংসারের নীচ চিন্তা সমূহ প্রবেশ লাভ করিতে পারে না। কালিদাস * তাঁহাকে কণ্বমুনির তপোবনে লইয়া যান এবং তথায় পরম সুন্দরী শকুন্তলার ভ্রমর-পীড়নের আকুলতা দেখাইয়া মোহিত করিয়া ফেলেন; ভবভূতি † তাঁহাকে সীতার বিরহ-কাতরতায় ব্যাকুলিত করিয়া অশ্রু বিসর্জ্জন করাইতে থাকেন; মিল্টন ‡

* কালিদাস ৭৫ পৃষ্ঠা দেখ।

† ভবভূতি ৭৫ পৃষ্ঠা দেখ।

‡ মিল্টন ৭৫ পৃষ্ঠা দেখ।

তাঁহাকে ইডেন-উদ্যানে * অবতারিত করেন এবং তথায়—মানবকুলের জনকজননী—আদম্ ও ঈভের প্রেমালাপ শ্রবণ করাইয়া, তদীয় হৃদয়ে অপূর্ব্ব আনন্দ বিধান করেন; বেকন, † অভিনব দার্শনিক তত্ত্বসমূহ লইয়া, তাঁহার সঙ্গে তর্ক বিতর্ক করিতে সমাসীন হন; এইরূপে সুবিখ্যাত মহানুভবগণ তৎসমীপে সতত বন্ধুরূপে বর্ত্তমান থাকেন; তিনি যে কোন কার্য্যে ও চিন্তায় তাঁহাদিগের উপদেশ গ্রহণ করিতে পারেন এবং যে পথে গমন করিলে অভীষ্টসিদ্ধি হইবে, তাহা নির্ব্বাচন করিয়া লইতে সমর্থ হন।

৫। অধ্যয়নরূপ ঐন্দ্রজালিক রত্নহার পরিধান করিয়া মানব এতই প্রতাপান্বিত হইয়া উঠে যে, সংসার-সংগ্রামে কুত্রাপি তাহার পরাস্ত হইবার সম্ভা-

* খ্রীষ্টানদিগের সর্ব্বপ্রধান ধর্ম্মগ্রন্থ বাইবেলে লিখিত আছে যে, পরমেশ্বর, স্বকীয় প্রতিকৃতি প্রদান পূর্ব্বক, আডম্ ও ঈভ্ নামক মনুষ্য দম্পতি সৃষ্টি করিয়া ইডেন বাগানে অবস্থাপিত করিয়াছিলেন।

† লর্ড ফ্রান্সিস্ বেকন—বিখ্যাত ইংরাজ দার্শনিক ও রাজনীতিজ্ঞ। তৎকালীন দর্শনশাস্ত্রের সংস্কারোদ্দেশে, ইনি গভীর গবেষণাপূর্ণ "নবীন-যন্ত্র" (Novum Organum) প্রণয়ন করিয়া চিরস্মরণীয় হইয়াছেন এতৎপ্রণীত "জ্ঞানোন্নতি বিধান" ও "রচনাবলী" প্রগাঢ় জ্ঞান ও নীতিমালায় পরিপূর্ণ। জন্ম ১৫৬১ খ্রীঃ, মৃত্যু ১৬২৬ খ্রীঃ।

বন্ধ থাকে না। অধ্যয়ন দ্বারা জ্ঞানার্জ্জনের সঙ্গে রচনাপ্রণালীর শিক্ষা হয়; মানসিক বৃত্তিসমূহের উৎকর্ষ-সাধনের সঙ্গে উচ্চাকাঙ্ক্ষাসমূহ জাগরিত হয়; তখন মানব, আত্মানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া, চরিত্রোন্নতি ও ধর্ম্মোন্নতি-সাধনে যত্নশীল হয়; মানব-নামের গৌরব-রক্ষার্থ ব্যাকুল হইয়া উঠে; সর্ব্বপ্রকার মনোবৃত্তি-গুলিকে এই ভাবে শিক্ষিত ও উন্নত করিতে থাকে যেন তাহারা প্রয়োজনানুসারে সর্ব্ববিধ ক্ষতিপূরণে সমর্থ হয়; বিনয়, শিষ্টাচার, আত্মসংযম, সাধুতা, সত্যনিষ্ঠা ও ধর্ম্মপরায়ণতা প্রভৃতি সদ্‌গুণে চরিত্র অলঙ্কৃত হয়; সুতরাং সংসারের কোনও রণক্ষেত্রে তাহাকে পরাভব স্বীকার করিতে হয় না।

৬। অধ্যয়ন দ্বারা ব্যবসায়ের একতন্ত্রিতা দূরী-ভূত হয়। স্ব স্ব ব্যবসায়ে নৈপুণ্য লাভ করিলেও, অধ্যয়নশীল হইয়া সর্ব্ববিষয়ে সাধারণ জ্ঞান লাভ করা ব্যবসায়ীদিগের পক্ষে অতীব কর্ত্তব্য। নতুবা তাহাদিগের সংসর্গ ও কথোপকথন, সমব্যবসায়ী ব্যতিরেকে অপর ব্যক্তিদিগের পক্ষে, নিরতিশয় বিরক্তিকর হইয়া উঠে। যে চিকিৎসক সর্ব্বদা রোগ-তত্ত্ব-বিষয়ক কথোপকথনে ও যে উকীল সতত

ব্যবহারশাস্ত্রসম্বন্ধীয় জটিল বিষয়ের বাগাড়ম্বরে লোকদিগের কর্ণপীড়া উৎপাদন করেন, তাঁহারা ত্বরায় বন্ধুহীন হইয়া পড়েন। পরন্তু, একবিধ কার্য্যে ও সমালোচনায় সতত নিযুক্ত থাকিলে, মন যখন নিস্তেজ ও বিষণ্ণ হইয়া পড়ে, তখন অধ্যয়নে নিবিষ্টচিত্ত হইলে, হর্ষপ্রদ নবীন ভাবরাশির সমাগমে হৃদয়ের বিমর্ষভাব দূরীভূত হইয়া যায়। বস্তুতঃ, কোনও রূপ একতন্ত্রিতাজনিত অসন্তোষ-ব্যাধি কর্ত্তৃক হৃদয় আক্রান্ত হইলে, অধ্যয়নমহৌষধি প্রয়োগ করিবামাত্রই আরোগ্য-লক্ষণ সমূহ সুস্পষ্টরূপে প্রতিভাত হইতে থাকে।

৭। অধ্যয়ন দ্বারা হৃদয়ের সঙ্কীর্ণতা দূরীভূত হয়। মানব, স্বীয় চিন্তা-সাহায্যে ও পর্য্যবেক্ষণ-প্রভাবে, যে কতিপয় পদার্থের গুণাগুণ নির্ণয়ে সমর্থ হন এবং আচার ব্যবহার দ্বারা, যে কতিপয় ব্যক্তির মনোগত ভাব আংশিকরূপে অবগত হন, তদ্দারা তাহার জ্ঞান ও শক্তি কখনই সম্যক্ বিকশিত হইবার সম্ভাবনা নাই। একমাত্র অধ্যয়ন প্রভাবেই, তিনি, নানাজাতীয় মহানুভবগণের কার্য্যকলাপের অভ্যন্তরে, তাঁহাদিগের সুগভীর জ্ঞান ও তেজস্বিনী শক্তির অভিনয় সন্দর্শন করিয়া পুলকিত হন; বিপৎকালে

তাঁহাদিগের অবিচলিত সহিষ্ণুতা ও আত্মসংযমের অজেয় প্রতিজ্ঞা, অবলোকন করিয়া বিস্ময়ান্বিত হন; এবং স্বকীয় জ্ঞান ও শক্তি প্রশস্ত করিবার উপায় উদ্ভাবন করেন; যে সকল মানব-কুল-শিরোমণি, উদারতার সুবিশাল ক্ষেত্রে দণ্ডায়মান হইয়া, সার্ব্ব-জনীন-প্রেম-গুণে বা "বিশ্বপ্রেমিক" নামে সর্ব্বজন-পূজিত হইয়াছিলেন, তাঁহাদিগের ভাবনিচয়ের উদ্দীপনায়, তিনি উত্তরোত্তর উদারচিত্ত হইয়া উঠেন; মানবোচিত গৌরবলাভার্থ ব্যাকুলিত হইয়া, প্রাকৃত-মানবমণ্ডলীর স্বার্থপূর্ণ কার্য্যপ্রণালী অতিক্রম করেন; এবং অত্যুচ্চ, উদার ও স্বতন্ত্র কার্য্য-প্রণালী অবলম্বন পূর্ব্বক উন্নতি-শৈলে আরোহণ করিতে থাকেন।

অধ্যয়নের রীতি ভেদে পাঠকমণ্ডলীকে চারি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে, যথা—

১। এক শ্রেণীর পাঠকবৃন্দ কেবল সময়াতি-পাত করিবার মানসে দ্রুতবেগে অধ্যয়ন করেন, অথবা দ্রুতবেগে অধ্যয়ন করিয়া সময়াতিপাত করেন। ইঁহারা বালু-ঘড়ীর ন্যায়; একদিকে বালু-দ্বারা পাত্র পূর্ণ হয়, অপরদিকে রন্ধ্র দ্বারা তাহা বহির্গত হইয়া যায়, এবং ঘটিকান্তে কণামাত্রও অব-

শিষ্ট থাকে না। পাঠের সময় উৎকৃষ্ট ভাবনিচয়ে ইহাদের মস্তিষ্ক পূর্ণ হয়, কিন্তু কিয়ৎকাল পরেই তৎসমুদায় স্মৃতিপথ অতিক্রম করে।

২। এক শ্রেণীর পাঠকবর্গ দুর্নিবার জ্ঞান-পিপাসায় নিরতিশয় আগ্রহসহকারে অধ্যয়ন করেন, এবং বিচার না করিয়াই ভাবসমূহ দ্বারা আকৃষ্ট হন। ইঁহারা স্পঞ্জের * ন্যায়; যাহা কিছু প্রাপ্ত হন, তাহাই শোষণ করিয়া লন, কিন্তু তদ্দারা মূলপদার্থ উন্নত হওয়া দূরে থাকুক, প্রত্যুত তাহা মলিনভাবাপন্ন হইয়া বিনির্গত হয়। বহু গ্রন্থ পাঠ করিয়াও, ইঁহারা স্থায়ি-ফললাভে সমর্থ হন না, এবং ইঁহাদের জীবনে কোনরূপ বিশেষ উন্নতির লক্ষণ পরিদৃষ্ট হয় না। ইঁহারা একমাত্র কথোপকথনেই বিদ্যাবত্তার পরিচয় দান করিয়া, জ্ঞান-মাহাত্ম্য কলঙ্কিত করেন।

৩। এক শ্রেণীর পাঠকগণ কেবল লঘুভাব-পূর্ণ নাটক, উপন্যাস, প্রভৃতি অধ্যয়ন করিয়া সুমধুর ভাব-তরঙ্গে উল্লসিত হন। ইঁহারা ছিদ্রপূর্ণ-পাত্র-রক্ষিত মধুচক্রের ন্যায়; সুমিষ্ট মধু রন্ধ্রদ্বারা নিঃসৃত হইয়া

* সামুদ্রিক শোষক বস্তু বিশেষ।

যায়, কেবল অসার মোমমাত্র তথায় অবশিষ্ট থাকে। ইঁহারা অধীত গ্রন্থাবলীর সদ্ভাবসমূহ পরিবর্জ্জন পূর্ব্বক, অসদ্ভাবনিচয়ের উত্তেজনায় অধঃপতনের দ্বার উন্মোচন করেন।

৪। এক শ্রেণীর পাঠকবৃন্দ কোনও মহান্ উদ্দেশ্য অবলম্বন করিয়া অধ্যয়ন করেন। ইঁহারা প্রকৃত রত্ন বণিকের ন্যায়, অকর্ম্মণ্য পদার্থসমূহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক, কেবল বিশুদ্ধ হীরকনিচয় গ্রহণ করেন। ইঁহারা বিচারসহকারে অধ্যয়ন করেন, এবং অধ্যয়নসহকারে বিচার করেন; ইঁহারা, শ্লাঘনীয় ধৈর্য্যাবলম্বনে, অধীত গ্রন্থাবলীর উৎকৃষ্ট তত্ত্ব সমূহ আয়ত্ত করিয়া, স্বীয় উন্নতি সাধন করেন এবং তৎ-সমুদয়কে অভিনব সৌন্দর্য্যে ও মাধুর্য্যে অলঙ্কৃত করিয়া পুনর্জ্জন্ম দান করেন; ইঁহারাই পাঠকমণ্ডলীর মধ্যে শ্রেষ্ঠতম। এই শ্রেণীর পাঠক অতি বিরল, পরন্তু ইঁহারাই, স্বীয় দেশের ও সমাজের শুভ কামনায় জীবনোৎসর্গ করিয়া, মানবমণ্ডলীর হৃদয়ে চিরকাল রাজত্ব করেন।

পাঠকবর্গের শ্রেণীচতুষ্টয় দ্বারা ইহাই সুস্পষ্টরূপে প্রতিপন্ন হইতেছে যে, একমাত্র অধ্যয়ন করিলেই জ্ঞান পরিবর্দ্ধিত ও সুখসমৃদ্ধির দ্বার উদ্ঘাটিত হয়না;

কিন্তু, কোন্ গ্রন্থ কি ভাবে অধীত হইল, তদন্তর্গত বস্তু-রাশি কি পরিমাণে আয়ত্তীকৃত হইল, প্রধান ও অভিনবতত্ত্ব সমূহের পুনরনুশীলন জন্য কি উপায় অবলম্বিত হইল, এই সকল বিষয় অনুসন্ধান করিয়াই অধ্যয়নের সফলতা সম্বন্ধে বিবেচনা করিতে হইবে।

বস্তুতঃ, বিশিষ্ট ও সুবিবেচিত পদ্ধতি অবলম্বন পূর্ব্বক অধ্যয়ন না করিলে, কোন রূপেই জ্ঞানার্জ্জন সহকারে প্রকৃত উন্নতি লাভ হইবার সম্ভাবনা নাই। বহুলোক, এতদ্বিষয়ে অজ্ঞতানিবন্ধন, দিবানিশি অধ্যয়ন করিয়াও, স্থায়ি-ফল-লাভে সমর্থ হন না, এবং কেহবা বিরক্ত ও কেহবা হতাশ হইয়া গ্রন্থাধ্যয়ন পরিত্যাগ পূর্ব্বক লঘু আমোদে জীবনাতিপাত করেন। যে প্রণালী অবলম্বন করিলে, অধ্যয়ন পাঠকবর্গের পক্ষে যথার্থরূপে ফলোপধায়ক হইতে পারে, তাহা সংক্ষিপ্ত ভাবে নিম্নে বিবৃত হইল :—

(i) প্রথমতঃ বহুগ্রন্থ অধ্যয়নে উৎসুক না হইয়া কতিপয় উৎকৃষ্ট গ্রন্থ পুনঃ পুনঃ অধ্যয়ন করা উচিত। ৫ খানা উৎকৃষ্ট গ্রন্থ বহুবার অধ্যয়ন করিলে যাদৃশ উপকার লব্ধ হয়, ৫০০ গ্রন্থ একবার মাত্র অধ্যয়ন করিলে কখনই তাদৃশ ফল লাভ হয় না।

প্রাচীন কালে, গ্রন্থের সংখ্যা অধিক ছিল না। সেই সময়ে, যিনি যে গ্রন্থ অধ্যয়ন করিতেন, তাহাই পুনঃ পুনঃ অধীত ও তদন্তর্গত রত্নরাশি আয়ত্তীকৃত হইত। তখন, 'কতদূর অধীত হইল?' ইহাদ্বারা অধ্যয়নের পরিমাণ প্রদর্শিত হইত না, কিন্তু 'কতদূর আয়ত্ত হইল?' ইহাদ্বারা অধ্যয়নের উৎকর্ষ প্রমাণিত হইত। পূর্ব্ব কালের জ্ঞানিগণ কতিপয় গ্রন্থ অধ্যয়ন করিয়া যেরূপ সুগভীর বিদ্যাবত্তা ও জ্ঞানের পরিচয় প্রদান করিয়া গিয়াছেন, বর্ত্তমান সময়ের বহুগ্রন্থাধ্যায়িগণ তাহার শতাংশের একাংশ বিদ্যাবত্তা ও জ্ঞানের পরিচয় দানে সমর্থ হইতেছেন না। একমাত্র অধ্যয়ন-প্রণালীর দোষেই এইরূপ হইতেছে। কোন্ গ্রন্থ কি ভাবে অধ্যয়ন করা উচিত, এবিষয়ে বিবেচনা না করিয়া, পাঠকবর্গ যে কোন গ্রন্থ সম্মুখে প্রাপ্ত হন, তাহাই দ্রুতবেগে পাঠ করিতে থাকেন, অথচ তদ্দারা বিদ্যোন্নতি বা জ্ঞানোন্নতি সম্বন্ধে অত্যল্প পরিবর্ত্তনই সঙ্ঘটিত হইয়া থাকে। উড্ডীয়মান বিহঙ্গমকুল যেরূপ পর্ব্বত, কানন, সমুদ্র, নদ, নদী প্রভৃতি দ্রুতবেগে অতিক্রম করে, তদ্রূপ দ্রুতপঠনশীল অধ্যেতৃবর্গ সৌন্দর্য্যপূর্ণ ভাবনিচয়ের উপর দিয়া দ্রুতবেগে নেত্র-

সঞ্চালন করিয়া চলিয়া যান, দেখিলে বোধ হয় যেন তাঁহারা আরব্যোপন্যাসের গল্পসমূহ উদরসাৎ করিতেছেন। এই শ্রেণীর কোন ব্যক্তিকে যদি জিজ্ঞাসা করা যায় "মহাশয়, বোধ হয়, বহুগ্রন্থ অধ্যয়ন করিয়াছেন?" তিনি তৎক্ষণাৎ উত্তর দিবেন, "মাতৃ ভাষায় এরূপ গ্রন্থ বিরল যাহা আমি পাঠ করি নাই।"

একদা, ইংলণ্ডে, পূর্ব্বোক্তরূপ আস্ফালনকারী ও আড়ম্বরপ্রিয় এক ব্যক্তি, অপরিচিত কোনও ভদ্র লোকের বাটীতে আতিথ্য গ্রহণ করিলেন, এবং গৃহস্বামীর ক্ষুদ্র গ্রন্থাগার দর্শন করিয়া, তিনি স্বয়ং কত সহস্র গ্রন্থ পাঠ করিয়াছেন তদ্বিষয়ে নানারূপ আস্ফালন করিতে লাগিলেন। গৃহস্বামী যে একজন গভীর জ্ঞানী ও বিখ্যাত বিদ্বান্, তাহা তিনি অবগত ছিলেন না। গৃহস্বামী অতিথিকে বিনীত ভাবে বলিলেন, "মহাশয়, আপনার কথোপকথন দ্বারা, গ্রন্থসমূহই আপনার প্রিয়তম বস্তু বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেছে; আপনি যে কতিপয় দিবস এই গৃহে অবস্থান করিবেন, আমার ক্ষুদ্র পুস্তকালয়ের গ্রন্থগুলি ইচ্ছানুসারে অধ্যয়ন করিতে পারিবেন;

কিন্তু, আপনি যেরূপ জ্ঞানী ও সুবিদ্বান, তাহাতে, এই ক্ষুদ্র পুস্তকালয়ে, আপনি কোনও অভিনব গ্রন্থ প্রাপ্ত হইবেন কিনা তদ্বিষয়ে আমার সংশয় হইতেছে।” এই রূপ আলাপ করিতে করিতে, তিনি অভ্যাগত ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “মহাশয় বোধ হয় মিণ্টন্ সমগ্র অধ্যয়ন করিয়াছেন?” তদুত্তরে ঐ দাম্ভিক ব্যক্তি বলিলেন, “আজ্ঞে, মিণ্টন্? মিণ্টন্? আমি নিশ্চয়ই ঐ গ্রন্থ অধ্যয়ন করিয়াছি, কিন্তু উহা কাহার প্রণীত, তাহা এক্ষণে আমার স্মরণ হইতেছে না।” এতচ্ছ্রবণে গৃহস্বামী, অতি কষ্টে প্রবল-হাস্য-বেগ কথঞ্চিৎ সংবরণ করিয়া বলিলেন, “মহাশয়, আমার অধীত গ্রন্থ উৎকৃষ্ট টীকায় পরিপূর্ণ, উহা অধ্যয়ন করিলে সুখী হইবেন।”

আমাদের দেশেও এরূপ আস্ফালনকারীর সংখ্যা অত্যল্প নহে। তাঁহারা গ্রন্থরূপ-সাগরের উপরিভাগে সন্তরণ করিয়া যান, এবং তাহাতেই মনে করিয়া থাকেন যে, সাগর-গর্ভস্থ রত্নরাশি আয়ত্তীকৃত হইয়াছে। এই ভাবে সহস্রগ্রন্থ পাঠ করা অপেক্ষা একখানা গ্রন্থ পুনঃ পুনঃ উত্তমরূপে অধ্যয়ন করা যে অধিকতর শ্রেয়স্কর, তাহাতে বিন্দুমাত্র সংশয় নাই। কোনও

ব্যক্তি দ্রুতগামী বাষ্প-যানে বহুদেশ পরিভ্রমণ পূর্ব্বক, স্বদেশে প্রত্যাগত হইলে, যেরূপ কতকগুলি দেশের নামোল্লেখ মাত্র করিতে পারেন, কিন্তু তিনি তদন্তর্ব্বর্ত্তী নানা জাতির আচার ব্যবহার সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞই থাকেন, তদ্রূপ, গ্রন্থ-রাজ্যে দ্রুতভ্রমণকারী ব্যক্তি কতকগুলি গ্রন্থের নামোল্লেখ মাত্র করিতে পারেন, কিন্তু তদন্তর্গত রত্ন-রাশিসম্বন্ধে অনভিজ্ঞ থাকেন। এইহেতু দেখিতে পাওয়া যায়, এক ব্যক্তি বহু গ্রন্থ অধ্যয়ন করিয়াও অজ্ঞ থাকেন, অপর ব্যক্তি কতিপয়-গ্রন্থাধ্যয়নপ্রভাবে লোকদিগকে চমকিত করিয়া তুলেন।

(ii) দ্বিতীয়তঃ, অধীত বিষয়টী সুস্পষ্টরূপে হৃদয়ঙ্গম হইল কিনা, তদ্বিষয়ে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। গ্রন্থকারের মনোগত ভাব কি ছিল, তিনি কি কি যুক্তি প্রয়োগ করিয়া কিরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন এবং তন্মধ্যে কোনও ভ্রম লক্ষিত হয় কিনা, এই সমুদয় বিচার পূর্ব্বক অধ্যয়ন করিতে হইবে। সদ্গ্রন্থ সমূহ উৎকৃষ্ট রূপে অধ্যয়ন করিবার জন্য, সুবিখ্যাত অধ্যাপক ডাক্তার আর্ণল্ড্ *, পাঠক

* ডাক্তার টমাস্ আর্ণল্ড্—এই মহাত্মা বহুদিন রূগ্বি স্কুলের প্রধান

বর্গকে নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির উত্তর দান করিবার জন্য উপদেশ দিয়াছেন :—

১। বিষয়টীর উদ্দেশ্য কি ?

২। কি উপায়ে সেই উদ্দেশ্যসিদ্ধির পথ প্রদর্শিত হইয়াছে ?

৩। উদ্দেশ্যটী প্রকৃতরূপে হৃদয়ঙ্গম হইল কি না ?

৪। গ্রন্থকারের অবলম্বিত প্রণালীর অনুসরণ করিতে সমর্থ হইতেছি কি না ?

৫। যুক্তিসমূহ সঙ্গত বলিয়া বোধ হইতেছে কি না ?

৬। বর্ণনারাজি মনোহারিণী কি না, ও পরিষ্কৃত রূপে বোধগম্য হইতেছে কিনা ?

শিক্ষকতা ও তৎপরে অক্স্ফোর্ড্ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকতা করিয়াছিলেন। ইহাঁর ন্যায় ছাত্রহিতৈষী উৎকৃষ্ট অধ্যাপক অধুনা নেত্রগোচর হয় না। মানব-জীবনের উদ্দেশ্য কি, কিরূপে এজীবন সুখপূর্ণ হইতে পারে, কিরূপে উন্নতি লাভ করা যায়, এই সকল হিতকর বিষয়ের উপদেশ, তিনি, অতি সদাশয়তা-সহকারে, ছাত্রদিগের মনে জ্বলন্ত ভাষায় অঙ্কিত করিয়া দিতেন, এবং তাহাদিগের দ্বারা তদনুযায়ী কার্য্য করাইয়া লইতেন। ইহাঁর ছাত্রগণ মধ্যে প্রায় সকলেই পরিশ্রম ও অধ্যবসায়গুণে জগদ্বিখ্যাত হইয়াছেন। জন্ম ১৭৯৫ খ্রীঃ, মৃত্যু ১৮৪২ খ্রীঃ।

৭। গ্রন্থোল্লিখিত ঘটনাবলী ও ব্যক্তিগণের বিষয় বিশদরূপে উপলব্ধি হইতেছে কি না?

৮। গ্রন্থকারের উপদেশমালা হৃদয়গ্রাহিণী কি না? তাঁহার ন্যায় আমিও বিচারে প্রবৃত্ত হইয়াছি কি না, ও অনুধাবন করিতেছি কি না? তদীয় চিন্তা ও অনুভূতির সঙ্গে আমার ঐ শক্তিদ্বয় মিশ্রিত হইয়াছে কি না? যদি না হইয়া থাকে, তবে, কোন্ স্থানে, কি জন্য, তদ্রূপ হয় নাই, তাহা বলিতে পারি কি না?

অতিশয় নিবিষ্টচিত্তে অধ্যয়ন না করিলে, কোন পাঠকই এই সকল প্রশ্নের উত্তর দানে সমর্থ হইবেন না। মহাজন-রচিত কোনও সদ্‌গ্রন্থ অধ্যয়ন করিতে হইলে, আত্মপরীক্ষার জন্য, ইহাই একমাত্র প্রকৃষ্ট পদ্ধতি। প্রথমতঃ এই পদ্ধতি নিরতিশয় মন্দগামী ও শ্রমসাপেক্ষ বলিয়া বোধ হইবে; কিন্তু, অভ্যাসগুণে, এই প্রাণালীতে অধ্যয়ন ক্রমশঃ দ্রুতবেগে সম্পন্ন হইতে থাকিবে, এবং সময়-ব্যয় ও পরিশ্রমের পুরস্কার অচিরেই হস্তগত হইবে। এই ভাবে যে গ্রন্থ অধীত হইবে, তাহাই পাঠকের অস্থিমজ্জায় প্রবিষ্ট হইয়া চির-সম্পত্তিরূপে পরিণত হইবে।

সাধারণ ভাবে সহস্র গ্রন্থ অধীত হইলেও এতাদৃশ ফললাভ হইবার সম্ভাবনা নাই।

(iii) তৃতীয়তঃ, অধ্যয়ন করিবার সময়, গ্রন্থের প্রধান ও উৎকৃষ্ট বিষয় গুলি পুনরনুশীলনের জন্য চিহ্নিত করা উচিত। অনেকে, গ্রন্থের সৌন্দর্য্য-বিনাশ-ভয়ে, কোনরূপ চিহ্ন ব্যবহার করেন না; অবশেষে অধীতগ্রন্থের কোন প্রধান বিষয় পর্য্যালোচনা করিবার ইচ্ছা হইলে, সমগ্র গ্রন্থ বা সমগ্র অধ্যায় তন্ন তন্ন করিয়া অন্বেষণ করিবার ভয়ে, ইঁহাদিগের সেই ইচ্ছা পূর্ণ হয় না, সুতরাং গ্রন্থ পরিষ্কৃত রাখিবার সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের স্মৃতিশক্তিও শীঘ্রই পরিষ্কৃত হয় এবং সেই গ্রন্থ অধ্যয়ন করা ও না করা সমান হইয়া দাঁড়ায়। অধ্যয়ন কালে, নিম্ন-প্রদর্শিত চতুর্ব্বিধ চিহ্ন ব্যবহার করিলেই, ভাবী পর্য্যালোচনার পক্ষে সুবিধা হইতে পারে; যথা;—

। উৎকৃষ্টতা-বোধক।

॥ অভিনবত্ব-জ্ঞাপক।

× বিরুদ্ধভাব-সূচক।

? সন্দেহ-ব্যঞ্জক।

কেহ কেহ অধ্যেতৃবর্গকে দ্বাদশ প্রকার বা

ততোধিক চিহ্ন ব্যবহার করিবার জন্য উপদেশ দিয়াছেন; কিন্তু অভিজ্ঞতা দ্বারা সপ্রমাণ হইয়াছে যে, বহুচিহ্ন ব্যবহার করিলে, চিহ্নদানার্থ পুনঃ পুনঃ অভিনিবেশ ভঙ্গ হয়, এবং অধীত গ্রন্থ দুর্ব্বোধ্য প্রহেলিকায় পরিণত হইয়া থাকে। অধ্যয়নকারী, যদি নির্ব্বোধ পর্য্যটকের ন্যায় সম্মুখীন দৃশ্যের শোভায় মোহিত না হইয়া, কেবল মাইল-চিহ্ন গণনায় পুনঃ পুনঃ সময়াতিপাত করেন, তাহা হইলে অধ্যয়ন-প্রয়াস কখনই সম্যক্‌ফলপ্রদ হইবে না।

একখানা স্মৃতি-পুস্তকে, যথাক্রমে অক্ষর বিন্যাস পূর্ব্বক, প্রধান ও উৎকৃষ্ট বিষয়গুলি সঙ্ক্ষেপে উদ্ধৃত করিয়া, গ্রন্থের নাম ও পৃষ্ঠাঙ্ক উদ্ধৃতাংশের শেষভাগে লিখিয়া রাখিলে, ইচ্ছানুসারে যে কোনও বিষয় ভবিষ্যতে পর্য্যালোচিত হইতে পারে। পুনরনুশীলনের জন্য ইহাই সর্ব্বোত্তম উপায় এবং এতদবলম্বনেই সর্ব্বদেশীয় পাঠকবর্গ অধীতগ্রন্থের রত্নরাশি আয়ত্ত করিয়াছেন। উন্নতিলিপ্সু পাঠকমাত্রেরই এই উপায় অবলম্বন করা উচিত।

(iv) চতুর্থতঃ, নিয়মিত রূপে অধ্যয়ন করা আবশ্যক। দিবসের কোনও এক সময় অধ্যয়নের

জন্য নির্দ্দিষ্ট করিয়া, প্রত্যহ ঐ সময়ে, অব্যাহত রূপে অধ্যয়নে নিযুক্ত থাকা কর্ত্তব্য, এবং অনিবার্য্য ঘটনা দ্বারা প্রতিরুদ্ধ না হইলে, কোন কারণেই ঐ নিয়ম লঙ্ঘন করা উচিত নহে। অধ্যয়নের জন্য প্রাতঃকালই সর্ব্বাপেক্ষা প্রশস্ত সময়। তখন, রজনীর বিশ্রামজনিত প্রসন্নতায়, মনোবৃত্তিনিচয় সতেজ থাকে এবং সহজেই দুরূহ বিষয়ের পর্য্যালোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া যাইতে পারে। অপরাপর কর্ত্তব্য কর্ম্মের অবস্থানুসারে, অধ্যয়নের জন্য, প্রাতঃকাল ব্যতিরেকে, অন্য কোন সময় নির্দ্দিষ্ট হইলেও বিশেষ ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা নাই। কিন্তু, অধ্যয়নের সময়, দিবাই হউক, বা রাত্রিই হউক, তিন ঘণ্টাই হউক, বা দুই ঘণ্টাই হউক,—দৃঢ়প্রতিজ্ঞা অবলম্বন পূর্ব্বক, অধ্যয়নের অভ্যাস করিতে হইবে। অভ্যাস-গুণে, কটু, তিক্ত, কষায়, পদার্থও প্রীতিকর হইয়া উঠে, সুতরাং অধ্যয়ন কার্য্য—অভ্যাসে পরিণত হইলে, তাহাও যে পরমতৃপ্তিকর হইয়া উঠিবে, তাহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই।

(v) পঞ্চমতঃ, সন্তুষ্টচিত্তে পরিমিতরূপে অধ্যয়ন করা উচিত। শারীরিক ও মানসিক বল-

বিধানে, যে সকল উপায় অবলম্বিত হইয়া থাকে, তৎসমুদায়ে অদ্ভুত সৌসাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। ক্ষুধার্ত্ত হইয়া, সন্তুষ্টচিত্তে উপাদেয় ও পুষ্টিকর দ্রব্য আহার করিলে, শরীর বলিষ্ঠ হয়; উন্নতিলিপ্সু হইয়া, প্রসন্নতাসহকারে উৎকৃষ্ট ও নীতিগর্ভ গ্রন্থ অধ্যয়ন করিলে, মনের তেজ পরিবর্দ্ধিত হয়; শারীরিক অবস্থা বিবেচনা পূর্ব্বক, পরিমিত রূপে ভোজন করিলে, ভুক্ত দ্রব্য বিশিষ্টরূপে জীর্ণ হইয়া, রক্ত মাংসে পরিণত হয়; মানসিক অবস্থা বিচার পূর্ব্বক, পরিমিতরূপে অধ্যয়ন করিলে, অধীত বিষয়, সুন্দররূপে পর্য্যালোচিত হইয়া, বিচারশক্তিতে পরিণত হয়; অপকৃষ্ট বস্তু আহার করিলে, শরীর ব্যাধিগ্রস্ত হয়; অসদ্‌গ্রন্থ অধ্যয়ন করিলে, মন কুপথগামী হয়; অতি ভোজনে, উদরাময়, অম্লপিত্ত প্রভৃতি রোগ জন্মে; অত্যধ্যয়নে, অবসাদ, কার্য্য-বৈমুখ্য প্রভৃতি মানস-ব্যাধি উৎপন্ন হয়; সুতরাং একদিকে, যেরূপ সুস্বাদ ও পুষ্টিকর খাদ্যবস্তু সন্তুষ্টচিত্তে ও পরিমিত রূপে আহার করিয়া, শারীরিক বলবিধান করা বিধেয়; তদ্রূপ, অপরদিকে, নীতিগর্ভ ও উন্নতভাবপূর্ণ গ্রন্থ সন্তুষ্টচিত্তে ও পরিমিত রূপে অধ্যয়ন করিয়া মানসিক উৎকর্ষ বিধানে যত্ন

করা একান্ত কর্ত্তব্য। অতিশয় অধ্যয়ন করিলে শরীর ও মন অবসন্ন হইয়া পড়ে এবং তদ্দারা, উন্নতির পরিবর্ত্তে বিপরীত ফল উৎপন্ন হয়। বাইবেলে * লিখিত আছে, "অতিশয় অধ্যয়ন করিবে না; অত্যধ্যয়নে শরীর ক্ষয় প্রাপ্ত হয়।"

(vi) ষষ্ঠতঃ পশ্চাল্লিখিতরূপ কৌশল অবলম্বন পূর্ব্বক অধ্যয়ন করা উচিত। কি সাংসারিক কার্য্যে, কি কথোপকথনে, কি অধ্যয়নে, কৌশল ব্যতিরেকে অভীষ্ট লাভ হইবার সম্ভাবনা নাই। অধ্যয়ন কালে, কোন্ গ্রন্থের কোন্ অংশ ও কোন্ বিষয় সম্বন্ধে সমধিক মনোযোগ দান ও সময় ব্যয় করিতে হইবে, তাহা নির্ণয় করিতে অসমর্থ হইলে, অধ্যয়ন বিশিষ্টরূপে ফলোপধায়ক হইবে না। অবান্তর বিষয় লইয়া অধিক সময়াতিপাত করা নির্ব্বুদ্ধিতার কার্য্য। গ্রন্থের উৎকৃষ্ট বিষয় সকল আয়ত্ত করিয়া আনুষঙ্গিক বিষয় গুলি একবার মাত্র অধ্যয়ন করিলেই যথেষ্ট হইবে।

(ক) কতকগুলি গ্রন্থ আংশিকরূপে পাঠ করিতে হইবে, যথা—

* ৮৫ পৃষ্ঠা দেখ।

(i) অতিবৃহৎ গ্রন্থসমূহ যাহা যাবজ্জীবন অধ্যয়ন করিয়াও শেষ করা যায় না।

(ii) সহকারী গ্রন্থসমূহ যেগুলি সময়ে সময়ে আবশ্যক হয়।

(iii) অন্তঃসার বিহীন গ্রন্থসমূহ যে গুলির সূচী-পত্র একবার মাত্র দেখিলেই, কাচ-গবাক্ষ-পথে গৃহা-ভ্যন্তর দৃষ্ট হইবার ন্যায়, তদন্তর্গত সমস্ত বিষয় পরিলক্ষিত হইয়া থাকে।

(খ) কতকগুলি গ্রন্থ একবার মাত্র পাঠ করিতে হইবে, যথা—

(i) পবিত্রভাব সমন্বিত প্রীতিকর নাটক।

(ii) নীতিপূর্ণ উপন্যাস বা গল্পাবলী।

(iii) সাধারণ জ্ঞান লাভার্থ যে সকল গ্রন্থ পাঠ করা আবশ্যক।

(গ) কতিপয় গ্রন্থ নিবিষ্টচিত্তে অধ্যয়ন করিয়া তদন্তর্গত রত্ন-রাশি আয়ত্ত করিতে হইবে, যথা—

যে সকল গ্রন্থ অধ্যয়ন করিলে, পাঠক বর্গের,—

(i) হৃদয় মানব-জীবনের লক্ষ্যলাভে ব্যাকুল হইয়া উঠে,

(ii) জ্ঞান-ক্ষেত্র প্রসারিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে, হৃদয় সার্ব্বজনীন উদার ভাবে পরিপূর্ণ হয়,

(iii) ঐহিক, ও পারত্রিক, মঙ্গলময় পন্থাসমূহ উদ্‌ঘাটিত হয়।

অধ্যয়নে পূর্ব্ববর্ণিত কৌশলই সর্ব্বোৎকৃষ্ট এবং জ্ঞানিগণ এই কৌশলই অবলম্বন করিতে পাঠকবর্গকে উপদেশ দান করিয়াছেন।

সুবিখ্যাত বেকন * বলেন, "কতকগুলি গ্রন্থের স্বাদগ্রহণ করিতে হইবে, কতকগুলি গ্রন্থ গিলিতে হইবে, এবং কতিপয় গ্রন্থ চর্ব্বণ করিয়া জীর্ণ করিতে হইবে।"

এমার্সন † বলেন, "ইষ্টলাভের উপযোগী গ্রন্থনিচয় অধ্যয়ন করা উচিত; নানাবিষয়-মিশ্রিত বহুগ্রন্থ পাঠে স্মৃতিশক্তির ক্ষয় সাধন করা অবিধেয়।"

অস্মদ্দেশীয় শ্রদ্ধাস্পদ মহানুভবগণ অধ্যয়নে যে কৌশল অবলম্বন করিতে উপদেশ দিয়াছেন, তাহা, নিরুপম রত্ন জ্ঞানে, প্রত্যেক ব্যক্তির কণ্ঠস্থ করা উচিত। শ্লোকটী এই,—

* ৮৫ পৃষ্ঠা দেখ।
† ৩৩ পৃষ্ঠা দেখ।

অনন্তশাস্ত্রং বহু বেদিতব্যং
স্বল্পশ্চ কালো বহবশ্চ বিঘ্নাঃ।
যৎ সারভূতং তদুপাসিতব্যং,
হংসো যথা ক্ষীরমিবাম্বুমিশ্রম্॥

শাস্ত্রের অন্ত নাই; জানিবার বিষয়ও অনেক; কিন্তু সময় অল্প এবং বিঘ্ন বহু; অতএব, হংস যেরূপ জল-মিশ্রিত দুগ্ধের জলভাগ পরিত্যাগ করিয়া দুগ্ধই গ্রহণ করিয়া থাকে, তদ্রূপ সকল শাস্ত্রের মধ্যে যে সকল সারভূত বিষয় তাহাই গ্রহণ করিবে।

একদিকে, শাস্ত্র মাত্রই অনন্ত। প্রায় দ্বিসহস্র বর্ষব্যাপী যত্ন ও পরিশ্রমে, নানাদেশের নানা জাতীয় মহাপুরুষগণ, স্বীয় জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার নিষ্কর্ষরূপিণী স্রোতস্বতী সমূহ এক এক শাস্ত্রে প্রবাহিত করিয়াছেন, তথাপি কোনও একটি শাস্ত্র-মহার্ণব এ পর্য্যন্ত পরিপূর্ণ হয় নাই। অপর দিকে, ক্ষুদ্র ও স্বল্পকাল স্থায়ী মানব-জীবন। যিনি নানাশাস্ত্র একত্র আয়ত্ত করিতে যত্ন করিবেন, সেই সকল শাস্ত্রে, পারদর্শিতা লব্ধ হওয়া দূরে থাকুক, সাধারণ জ্ঞান না জন্মিতেই তদীয় ক্ষুদ্র জীবন অবসান প্রাপ্ত হইবে। এই হেতু, একপক্ষে, কৌশল অবলম্বন পূর্ব্বক, স্বীয় রুচি অনুসারে কোনও

এক প্রিয়তম শাস্ত্রে সম্যক পারদর্শিতা লাভার্থ প্রাণপণে যত্ন করিতে হইবে; অপর পক্ষে, অন্যান্য শাস্ত্রে সাধারণ জ্ঞান লাভার্থ কখনও অধ্যয়ন, কখনও কথোপকথন, কখনও লেখনী সঞ্চালন করিতে হইবে। যিনি যে শাস্ত্রে পারদর্শী তাঁহার সহিত কতিপয় দিবস কথোপকথনে ঐ শাস্ত্র সম্বন্ধে যেরূপ জ্ঞানলাভ হয়, শত গ্রন্থ অধ্যয়নেও তদ্রূপ হইবার সম্ভাবনা নাই। সময়ে সময়ে কোনও বিষয়ে প্রবন্ধ রচনা করিলেও তদ্বিষয়ে বিশিষ্ট জ্ঞান লাভ হইয়া থাকে। বেকন * বলেন, "মানব অধ্যয়ন দ্বারা বহুদর্শী হয়; এজন্য, যাহার লিখিবার অভ্যাস অল্প, তাহার স্মৃতিশক্তি তেজস্বিনী হওয়া আবশ্যক; যে ব্যক্তি স্বল্পভাষী, তাহার প্রত্যুৎপন্নমতি হওয়া প্রয়োজনীয় এবং যে ব্যক্তির অধ্যয়নে ন্যূনতা থাকে, তাহার এরূপ কৌশল অবলম্বন করা উচিত যেন অল্পবিদ্যাসত্ত্বেও লোকে তাহাকে জ্ঞানী বলিয়া মনে করিতে পারে।"

(vii). সপ্তমতঃ, কোনও একটী মহান্ উদ্দেশ্য লক্ষ্য করিয়া অধ্যয়ন করা বিধেয়। কেবল জ্ঞান-

* ৮৫ পৃষ্ঠা দেখ।

লাভের জন্য অধ্যয়ন করিলে তাহা কখনই সম্যক্-রূপে ফলোপধায়ক হইতে পারে না। উপার্জ্জিত জ্ঞানরাশি কোনও মহৎ কার্য্যসাধনে প্রবর্ত্তিত করিবার জন্য অধ্যেতার লক্ষ্য থাকিলে, তৎকার্য্যোপযোগী উপদেশ সমূহ আগ্রহাতিশয়ে অধীত হয় এবং অধ্যয়ন-প্রয়াস নিরতিশয় আনন্দকর হইয়া উঠে। যখন কোন ধর্ম্মাচার্য্য বক্তৃতা করিবার অভিপ্রায়ে, ধর্ম্ম-গ্রন্থাবলী অধ্যয়ন পূর্ব্বক, তদীয় বক্তৃতার উপযোগী উৎকৃষ্টভাবসমূহ আয়ত্ত করিতে থাকেন, সেই সময়ে তাঁহার নয়নের সুস্নিগ্ধ জ্যোতিঃ, বদন-কমলের প্রফুল্লতা, এবং অধ্যয়নের অভিনিবিষ্টতা, দর্শন করিলে চমৎকৃত হইতে হয়। মধুসঞ্চয়ে-ব্যাকুলিত মধু-মক্ষিকাগণ যেরূপ পর্ণকুটীরবাসীর পুষ্প হইতেও মধু গ্রহণ করে, অথচ লক্ষ্যবিহীন প্রজাপতিগণ রাজোদ্যানে ভ্রমণ করিয়াও লাভবান্ হয় না; তদ্রূপ লক্ষ্য-সাধনে ব্যাকুলিত অধ্যেতৃবর্গ সামান্য-ব্যক্তি-প্রণীত গ্রন্থ পাঠ করিয়াও, তাহা হইতে উৎকৃষ্ট রত্নাবলী সংগ্রহ করেন, অথচ নির্লক্ষ্য পাঠকগণ মহানুভব-প্রণীত গ্রন্থ পাঠ করিয়াও স্থায়ি-ফললাভে সমর্থ হন না। লক্ষ্যশীল পাঠক একমাত্র গ্রন্থ অধ্যয়ন

করিয়া ঈপ্সিত-লাভে অগ্রসর হন, কিন্তু নির্লক্ষ্য পাঠক বহুগ্রন্থ পাঠ করিয়াও জড়পিণ্ডের ন্যায় নিশ্চল ভাবে অবস্থিতি করেন। নির্ণীত-লক্ষ্য ব্যক্তি একমাত্র অশ্বে আরোহণ করিয়া অভীষ্টদিকে গমন করিতে থাকেন, কিন্তু বাজীকর, একত্র অশ্বত্রয়ে আরোহণ করিয়াও কেবল স্বীয় নৈপুণ্য প্রদর্শন ও দর্শকদিগের বিস্ময়োৎপাদন করেন।

এই প্রণালীসপ্তক অবলম্বন পূর্ব্বক অধ্যয়ন-রূপ-সুধা পান করিলে পাঠকবর্গ নিশ্চয়ই চরিতার্থ হইবেন। যিনি প্রকৃত-উন্নতি-কল্পে অধ্যয়ন করিতে আকাঙ্ক্ষা করেন, তিনি উল্লিখিত প্রণালী সমূহ দৃঢ়রূপে অবলম্বন করিয়া, একবৎসর কাল অধ্যয়ন করিলে যাদৃশ উন্নতি লাভ করিবেন, দ্বাদশবর্ষব্যাপী প্রণালীবর্জ্জিত অধ্যয়নেও, তাদৃশ উন্নতি লাভ হইবার সম্ভাবনা নাই। জগতের যাবতীয় কার্য্যই সুপ্রণালীতে সম্পাদিত হইতেছে; দিবা, রাত্রি, ষড়-ঋতু, জন্ম, মৃত্যু, বাল্য, যৌবন, বার্দ্ধক্য, প্রভৃতি পর্য্যায়ক্রমে গমনাগমন করিতেছে; কোথাও লেশমাত্র বিশৃঙ্খলতা পরিলক্ষিত হইতেছেনা; প্রকৃত-রাজ্যের এই সকল সুশৃঙ্খল কার্য্য-প্রণালী অবলোকন করিয়া

যে পাঠক, অপরাপর কার্য্যের সঙ্গে সঙ্গে, অধ্যয়ন-কার্য্য নিয়মিত না করিবেন, তিনি যে সুখ, সমৃদ্ধি ও সৌভাগ্য হইতে বহু দূরে অবস্থিতি করিবেন, তাহাতে অণুমাত্র সংশয় নাই।

কিন্তু যিনি যতই অধ্যয়ন করুন না কেন, যাঁহার হৃদয় প্রকৃষ্ট জ্ঞান-তৃষ্ণায় আকুলিত, তিনি কেবল মানব-রচিত গ্রন্থাধ্যয়নে পরিতৃপ্ত হইতে পারেন না; তিনি ঈশ্বর-রচিত মহাগ্রন্থদ্বয়—জগৎ ও মানব—অধ্যয়ন করিবার জন্য নিরতিশয় উৎসুক হইয়া পড়েন। এ জগতের অন্তরে ও বাহিরে বিশ্বপতির যে অসীম স্বভাব-গ্রন্থ প্রসারিত রহিয়াছে, তাহার নিরুপম সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্য পর্য্যালোচনা করিতে করিতে, তিনি বিস্ময়ে অভিভূত হন। একদিকে—সূক্ষ্মতম কীটাণু অবধি বৃহৎকায় মাতঙ্গ পর্য্যন্ত, বিন্দুমিত বালুকণা অবধি গগনভেদী পর্ব্বত পর্য্যন্ত, ক্ষুদ্র শৈবাল অবধি প্রকাণ্ড বটবৃক্ষ পর্য্যন্ত, সঙ্কীর্ণ পল্বল অবধি সুবিস্তীর্ণ মহাসাগর পর্য্যন্ত, এবং সামান্য খড়িমৃত্তিকা অবধি মহা-মূল্য হীরক পর্য্যন্ত, পৃথিবীর প্রত্যেক পদার্থ, অপরদিকে চন্দ্র, সূর্য্য, নক্ষত্র, গ্রহ, উপগ্রহ, ধূমকেতু, উল্কাপিণ্ড প্রভৃতি, সৌরজগতের প্রত্যেক পদার্থ, সেই স্বভাব

গ্রন্থের এক একটী বর্ণ। এই অসীম, অত্যদ্ভুত, অনন্ত শোভাময় মহাগ্রন্থের অধ্যয়নে আসক্তি জন্মিলে, মানব, তাহা পৃথিবীর উৎকৃষ্টতম পদার্থের সঙ্গেও বিনিময় করিতে চাহেন না। অতঃপর জীবিত-গ্রন্থ,—মানব। বিশ্বপতি মানবের অন্তরে কিরূপ অদ্ভুত শক্তি সমূহ নিহিত করিয়াছেন, তদালোচনায় প্রবৃত্ত হইলে চমৎকার-রসে অভিষিক্ত হইতে হয়। অমৃতোৎসারী শাস্ত্রসমূহ কাহার মস্তিষ্ক হইতে নিঃসৃত হইয়া সুখ-সমৃদ্ধি-স্রোতে ধরণী-বক্ষঃ আপ্লাবিত করিতেছে? কাহার জীবন, সুমিষ্ট স্বার্থ পরিবর্জ্জন পূর্ব্বক, পরহিত সাধনে উৎসর্গীকৃত হইতেছে? কাহার হৃদয়, ঈশ্বরে সুদৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন পূর্ব্বক, লোকভয়, রাজভয় ও মৃত্যুভয় অতিক্রম করিতেছে? একমাত্র মানবই সেই অদ্ভুত জীব,—তাঁহারই অব্যর্থ শক্তি-প্রভাবে এই সকল সুমহৎ কার্য্য সম্পন্ন হইতেছে ও হইবে। এজন্যই মানব-তত্ত্ব-বিৎ পণ্ডিতগণ বলিয়াছেন, "পৃথিবীতে মানব অপেক্ষা, এবং মানবে মন অপেক্ষা, মহত্তর পদার্থ কিছুই নাই।" এতাদৃশ পরমাশ্চর্য্যকর মহা-গ্রন্থ অধ্যয়ন করিলে জ্ঞান-পিপাসু ব্যক্তি মাত্রই চরিতার্থ হন।

অতএব, ভ্রাতৃগণ, প্রকৃষ্ট পদ্ধতি অবলম্বন পূর্ব্বক সদ্‌গ্রন্থ ও প্রাগুক্ত মহাগ্রন্থদ্বয় অবিশ্রান্তরূপে অধ্যয়ন কর, উন্নতির দ্বার অচিরে সমুদ্‌ঘাটিত হইবে; নানা গ্রন্থ হইতে রত্নরাজি আহরণ করিয়া মাতৃভাষাকে জগন্মোহিনী বেশ-ভূষায় সুসজ্জিত কর, জীবন সার্থক হইবে; অধ্যয়নে নিমগ্ন হও, নির্ব্বাণোন্মুখ শক্তিসমূহ প্রজ্বলিত হইয়া উঠিবে; অধ্যয়নে নিবিষ্টচিত্ত হও, শোকদুঃখ পলায়ন করিবে; অধ্যয়ন-স্রোতে জীবন-তরি ছাড়িয়া দাও, অমৃত-সাগরে উপনীত হইবে।

মহানুভবগণের অধ্যয়ন-প্রণালী।

হিতকর ইঙ্গিত—(১) প্রত্যূষে গাত্রোত্থান—(২) নিরবচ্ছিন্ন পরিশ্রমের অভ্যাস—(৩) সুদৃঢ় অধ্যবসায়—(৪) প্রগাঢ় অধ্যয়ন—(৫) স্মৃতিপুস্তকে সারসংগ্রহ—(৬) গ্রন্থরচনা—(৭) বিবিধ ভাষাশিক্ষা—(৮) মনীষিগণের প্রিয়তম গ্রন্থনিচয়।

গ্রন্থপাঠে রুচিশীল মহামতিগণ,
বাধা বিঘ্ন যে উপায়ে করি অতিক্রম,
হ'লেন উন্নতিকল্পে অধ্যয়নে রত,
সুবুদ্ধি-নৈপুণ্যগুণে জগতে পূজিত ;
মহাপুণ্য সে কাহিনী শুনিলে নিশ্চয়,
অলসেরও হৃদে হয় সাহস উদয়।

অভিজ্ঞ পর্য্যটকবৃন্দের কৌশলপূর্ণ ভ্রমণ-প্রণালী আদর্শরূপে গ্রহণ পূর্ব্বক, দেশ পরিভ্রমণে যাত্রা করিলে নবীন পর্য্যটক যেরূপ অনতিবিলম্বেই অভীষ্ট দেশে উপনীত হইতে পারেন, তদ্রূপ মহাজনগণ যে সকল

প্রণালী অবলম্বন পূর্ব্বক, নানারূপ বাধা বিঘ্ন সত্ত্বেও, সুস্থির চিত্তে নিয়মিত রূপে, আপন আপন অধ্যয়ন-স্পৃহা চরিতার্থ করিয়াছেন, সেই সকল প্রণালী আদর্শ করিয়া, স্বীয় অবস্থানুসারে অধ্যয়ন-কার্য্য সম্পাদন করিলে, যুবক মাত্রেই যে উন্নতি লাভে সমর্থ হইবেন, তাহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। মহানুভবদিগের অধ্যয়ন-রীতি পাঠ করিলে, হৃদয়ে অভূতপূর্ব্ব সাহস, উৎসাহ ও উচ্চাভিলাষ প্রদীপ্ত হইয়া উঠে; গ্রন্থাধ্যয়ন যে উন্নতিলিপ্সু ব্যক্তিমাত্রের পক্ষেই পরমহিতকর তাহা সুস্পষ্টরূপে হৃদয়ঙ্গম হয়; এবং অধ্যয়ন-স্পৃহা নিরতিশয় বলবতী হইয়া উঠে; এই হেতু, খ্যাতনামা কতিপয় মহাত্মার অধ্যয়ন প্রণালী সঙ্ক্ষিপ্ত ভাবে নিম্নে বিবৃত হইল। এই সকল প্রণালী হইতে ইঙ্গিত গ্রহণ করা অধ্যয়নপ্রিয় ব্যক্তি মাত্রেরই কর্ত্তব্য।

চিত্রবিদ্যাবিশারদ সুবিখ্যাত রুবেন্স্ * অতি প্রত্যূষে শয্যাত্যাগ করিতেন এবং দৈনিক কার্য্য আরম্ভ করিবার

* পিটার্ পল্ রুবেন্স্।—প্রুসিয়া দেশীয় প্রসিদ্ধ চিত্রকর ও রাজনীতিজ্ঞ। ইনি স্পেনরাজের দৌত্যকার্য্যে ইংলণ্ডে গমন করিয়াছিলেন এবং তথায় সম্মানজনক উপাধি লাভপূর্ব্বক রাজার প্রিয়পাত্র হইয়াছিলেন। জন্ম ১৫৭৭ খ্রীঃ, মৃত্যু ১৬৬০ খ্রীঃ।

পূর্ব্বে, ভক্তিপূর্ণ হৃদয়ে ঈশ্বরোপাসনায় নিযুক্ত হইতেন। তাঁহার বিশ্বাস ছিল, নব-দিবস-সমাগমে, নবীন তেজস্বিতা ও প্রফুল্লতা সহকারে, মহেশ্বরের আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করিয়া, যে কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়া যায়, তাহাতেই জয়লাভ হইয়া থাকে। তদীয় জীবনের ঘটনাবলী দ্বারাও এইরূপ ধারণার সত্যতা প্রমাণীকৃত হইয়াছে। তিনি, ঈশ্বরোপাসনার পরে ও পৌর্ব্বাহ্নিক ভোজনের পূর্ব্বে, যে সকল আলেখ্য অঙ্কিত করিয়াছিলেন, তৎসমুদায় বর্ণবিন্যাসের পারিপাট্যে ও নিরুপম সৌন্দর্য্যে, অদ্যাপি "পৌর্ব্বাহ্নিক-চিত্র" নামে আদর্শ-স্বরূপ বর্ত্তমান রহিয়াছে, এবং লোকমণ্ডলীর বিস্ময়োৎপাদক পদার্থ-রূপে পরিগণিত হইতেছে। যখন তিনি এই উৎকৃষ্ট ছবিগুলির বর্ণ-সংযোজনায় মনোনিবেশ করিতেন, তখন এক ব্যক্তি তাঁহার সমক্ষে সুবিখ্যাত গ্রন্থকার দিগের মনোহারিণী কবিতা অথবা অত্যুৎকৃষ্ট প্রবন্ধ পাঠ করিতে থাকিত; তিনি আনন্দোৎফুল্ল হৃদয়ে শ্রবণ করিতে করিতে, তুলিকা দ্বারা আলেখ্যগুলি নানাবর্ণে অনুরঞ্জন করিতেন। পৌর্ব্বাহ্নিক আহার সমাপনান্তে, তিনি দর্শনেচ্ছু ব্যক্তিদিগকে, যথোচিত অভ্যর্থনা পুরঃসর, আসন দান করিতেন এবং হৃষ্টচিত্তে নানা

বিষয়ে আলাপ করিয়া তাহাদিগের মনোরঞ্জন করিতেন। মাধ্যাহ্নিক ভোজনের একঘণ্টা পূর্ব্বে, তিনি কখনও চিত্রবিদ্যা, কখনও রাজনীতি, কখনও বিজ্ঞানসম্বন্ধীয় চিন্তায় নিমগ্ন থাকিতেন। ভোজনান্তে, কিয়ৎকাল বিশ্রাম করিয়া, নিবিষ্টচিত্তে অধ্যয়নে নিযুক্ত হইতেন। তিনি কতিপয় বিখ্যাত গ্রন্থ নিরতিশয় ভাল বাসিতেন এবং ঐ সকল গ্রন্থই পুনঃ পুনঃ অধ্যয়ন করিতেন। তিন ঘণ্টাকাল অবিশ্রান্ত রূপে অধ্যয়ন করিয়া, দিনের অবশিষ্ট সময় চিত্রাঙ্কন কার্য্যে নিযুক্ত থাকিতেন। সন্ধ্যার প্রাক্কালে, এক বৃহৎ তেজস্বী ঘোটকে সমারূঢ় হইয়া ভ্রমণে বহির্গত হইতেন, এবং দুই ঘণ্টা পরে, গৃহে প্রত্যাগত হইয়া কতিপয় খ্যাতনামা বন্ধুর সহিত আহার করিতে করিতে হিতজনক কথোপকথনে আনন্দিত হইতেন। প্রত্যহ উক্ত নিয়মানুসারে কার্য্য করিয়া, এই মহাপুরুষ ১৫০০ আলেখ্য রাখিয়া গিয়াছেন। এই সকল ছবি সৌন্দর্য্যে নিরুপম; দর্শক যতই অভিনিবেশ-সহকারে তাহাদিগের বিন্যাস-কৌশল অবলোকন করেন, ততই তদীয় দর্শন-স্পৃহা বলবতী হয় এবং তিনি চিত্রকরের অলৌকিক প্রতিভার ভূয়সী প্রশংসা করিতে থাকেন।

ইংলণ্ডের খ্যাতনামা প্রধান বিচারক সার্ ম্যাথু হেইল্, * নিরতিশয় পরিশ্রম ও ন্যায়পরায়ণতা সহকারে, ধর্ম্মাধিকরণের যাবতীয় গুরুতর কার্য্য সম্পাদন করিতেন। তিনি, ব্যবস্থাশাস্ত্রের জটিল বিষয়সমূহ বিশিষ্টরূপে পর্য্যালোচনা করিয়া, মোকদ্দমাসমূহের সুবিচার করিতেন; অত্যল্প অবসর প্রাপ্ত হইলেই ব্যবস্থা, দর্শন ও ধর্ম্মশাস্ত্রবিষয়ক গ্রন্থসমূহ নিবিষ্টচিত্তে অধ্যয়ন করিতেন এবং গ্রন্থরচনায় নিযুক্ত হইতেন। দুই শতাব্দী পূর্ব্বে, তিনি, নীতি ও ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া, যে সকল গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া গিয়াছেন, তৎসমুদায় অদ্যাপি অতি উচ্চদরের গ্রন্থ বলিয়া সর্ব্বত্র সমাদৃত হইতেছে। তদীয় গ্রন্থসমূহের গুণাবলী বর্ণনা দ্বারা অপরের হৃদয়ঙ্গম করা দুঃসাধ্য। যাঁহারা সেই সুগভীর ভাবরাশির পরিমাণ করিতে সমর্থ, কেবল তাঁহারাই সেই গ্রন্থনিচয়ের উৎকর্ষ উপলব্ধি করিতে পারেন। এই মহাত্মার কার্য্যনৈপুণ্য,

* সার্ ম্যাথু হেইল্—এই মহাত্মা প্রথমতঃ সাধারণ বিচারকের কার্য্য গ্রহণ পূর্ব্বক, প্রকৃষ্ট জ্ঞান ও সদাশয়তাগুণে, ইংলণ্ডের সর্ব্বপ্রধান বিচারকের আসন অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। ইনি দর্শন, ধর্ম্ম ও ব্যবস্থাশাস্ত্রবিষয়ক বহু গ্রন্থ রচনা করিয়া চিরস্মরণীয় হইয়াছেন। জন্ম ৬০৯ খ্রীঃ, মৃত্যু ১৬৭৬ খ্রীঃ।

মনঃসংযম, পরিশ্রম ও গভীর চিন্তাশীলতার বিষয় ভাবিতে গেলে বিস্ময়ান্বিত হইতে হয়। তিনি, অত্যদ্ভুত সহিষ্ণুতা সহকারে, একদিকে বিচারকার্য্যের গুরুতর ভার বহন করিতেন, অপর দিকে অবিশ্রান্ত অধ্যয়ন ও গ্রন্থরচনায় নিযুক্ত থাকিতেন। তিনি বিবিধ গ্রন্থ অধ্যয়ন পূর্ব্বক এত সংগ্রহ ও সমালোচন করিয়া গিয়াছেন যে, এরূপ দুর্ব্বহ বিচারকার্য্য সম্পাদনের পরেও কিরূপেএত অধ্যয়ন ও গ্রন্থ প্রণয়ন করিবার অবসর প্রাপ্ত হইতেন, তাহা ভাবিতে গেলে বিস্মিত হইতে হয়। ইনি সমগ্র জীবনের একটী দিবসও আলস্যে অতিবাহিত করেন নাই। এই মহোদয়ের পবিত্র ও শ্রমশীল জীবন একটী অত্যুজ্জ্বল আদর্শ স্বরূপ। এতৎপ্রণীত ব্যবস্থা, দর্শন ও ধর্ম্মশাস্ত্র সম্বন্ধীয় গ্রন্থাবলী ইঁহাকে অমরত্ব দান করিয়াছে; মাধুর্য্য, উৎকর্ষ ও সারবত্তা গুণে তৎসমুদায় চিরকাল মানব-হৃদয় আকর্ষণ করিবে।

সুবিখ্যাত সার্ এড্ওয়ার্ড্ কোক্ * কিরূপ অবি-

* সার্ এড্ওয়ার্ড্ কোক্—এই মহানুভব, অবিশ্রান্ত পরিশ্রম ও নিয়মনিষ্ঠা গুণে, ১৬০৬ খ্রীষ্টাব্দে ইংলণ্ডের প্রধানতম বিচারকের পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। ইনি কোনও কারণে ন্যায়পথ হইতে রেখামাত্র বিচলিত হইতেন না, সুতরাং অচিরকাল মধ্যেই অতিশয় ন্যায়পরায়ণ

চলিত সহিষ্ণুতা ও পরিশ্রম সহকারে অধ্যয়ন করিতেন, তাহা ইউরোপীয় ব্যক্তিমাত্রেই অবগত আছেন। এই মহানুভব, নিয়মিতরূপে রাত্রি তিন ঘটিকার সময়, শয্যাত্যাগপূর্ব্বক, স্বহস্তে দীপ জ্বালিতেন ও নিবিষ্টচিত্তে বেলা ৮টা পর্য্যন্ত অধ্যয়ন করিতেন। অতঃপর আহারান্তে, ৯টার সময় বিচারকার্য্য আরম্ভ করিয়া বেলা দ্বিপ্রহরের সময় আফিস বন্ধ করিতেন, এবং সুস্থিরচিত্তে অপরাহ্ণ ৫টা পর্য্যন্ত অধ্যয়নে নিযুক্ত থাকিতেন। সায়ন্তন আহারের পরে, ব্যবস্থা শাস্ত্রের জটিল বিষয় অবলম্বনপূর্ব্বক সহচরদিগের সঙ্গে তর্ক বিতর্ক করিতে করিতে নদীতীরে ভ্রমণ করিতেন। অবশেষে, শয়নাগারে প্রবেশপূর্ব্বক সেই দিবসের সমালোচিত কঠিন তত্ত্বসমূহ স্মৃতিপুস্তকে * লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিতেন। মধ্যরাত্রির পূর্ব্বে ও পরে, সমভাবে ৩ ঘণ্টা করিয়া বিশ্রামলাভ করিবার জন্য, তিনি, নিয়মিতরূপে রাত্রি ৯ ঘটিকার সময় শয়ন করিতেন।

সুদক্ষ বিচারক বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। এতৎপ্রণীত ব্যবস্থাশাস্ত্র সম্বন্ধীয় গ্রন্থাবলী ইহাঁকে স্বদেশীয়গণের কৃতজ্ঞতাভাজন ও চিরস্মরণীয় করিয়াছে। জন্ম ১৫৫১ খ্রীঃ, মৃত্যু ১৬৩০ খ্রীঃ।

* স্মৃতি-পুস্তক—স্মরণার্থ সংক্ষিপ্ত টীকা লিখিবার পুস্তক।

এই মহাত্মার অধ্যয়ন-স্পৃহা, পরিশ্রম ও নিয়মনিষ্ঠা জগতের আদর্শস্থানীয় হইয়াছে।

কিন্তু এ জগতে সকল ব্যক্তিই কি অতি সহজে ও স্থিরচিত্তে পরিশ্রমের অভ্যাস করিতে পারেন? না, তাহা কখনই হয় না। মানবকে একদিক হইতে বিশ্রামাসক্তি ও ভোগ-লালসায় প্রলুব্ধ করিতে থাকে, অপর দিক হইতে জ্ঞান-স্পৃহা ও যশোলিপ্সায় আকর্ষণ করে। যিনি, শেষোক্ত আকর্ষণে সমাকৃষ্ট হইয়া, ভোগাসক্তি ও বিশ্রামানুরক্তি পরিত্যাগ করিতে পারেন, তিনিই জনসাধরণকে পশ্চাৎ রাখিয়া ক্রমশঃ উন্নতি-শিখরে আরোহণ করিতে সমর্থ হন। সুবিখ্যাত প্রাকৃত-বিজ্ঞানবিৎ বফোনের * জীবনবৃত্ত, এতদ্বিষয়ে, উদাহরণরূপে গৃহীত হইতে পারে।

* জর্জ্জ বফোন্—(ফরাসী উচ্চারণ বুফাঁ্স্) ফ্রান্সদেশীয় প্রসিদ্ধ প্রাকৃতিক-বিজ্ঞানবিৎ ও গ্রন্থকার। ইনি, কঠোর পরিশ্রম ও অধ্যবসায় গুণে প্রাকৃত বিজ্ঞানশাস্ত্রে পারদর্শিতা লাভ করিয়া, ইউরোপীয় বিজ্ঞান-বিৎ মহানুভবদিগের মধ্যে লব্ধপ্রতিষ্ঠ হইয়াছিলেন। এতৎপ্রণীত "সাধারণ ও বিশেষ প্রাকৃতিক ইতিবৃত্ত" জগতে অতুলনীয় গ্রন্থ; ইহা ৩৬ খণ্ডে সমাপ্ত করিয়া, তিনি মানবজগতের আন্তরিক কৃতজ্ঞতাভাজন ও চিরস্মরণীয় হইয়াছেন। ইহাঁর অপরাপর গ্রন্থও অতিশয় সমাদরের বস্তু বলিয়া পরিগণিত। জন্ম ১৭০৭, খ্রীঃ মৃত্যু ১৭৮৮ খ্রীঃ।

মহামতি বফোন প্রাকৃত বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় যে সকল মহামূল্য গ্রন্থ রাখিয়া গিয়াছেন, তদ্বিষয়ে তিনি স্বয়ং বলিয়াছেন, "আমি যৌবনকালে অতিশয় নিদ্রাসক্ত ছিলাম; জীবনের অনেক বহুমূল্য সময় নিদ্রাতে অতিবাহিত করিয়াছি; এবং আমার বিশ্বস্ত ভৃত্য যোসেফের গুণে, বহুকষ্টে, ঐ ভয়ানক শত্রুকে পরাস্ত করিয়াছি। আমি একদা যোসেফ্‌কে বলিলাম, 'যোসেফ্, তুমি যদি প্রত্যহ প্রাতঃকালে ৬ ঘটিকার সময় আমাকে শয্যাত্যাগ করাইতে পার, তাহা হইলে আমি তোমাকে প্রতিদিন একএকটী শিলিং * পুরস্কার দিব;' যোসেফ্ তদনুসারে, পরদিবস প্রাতঃকালে, আমাকে জাগরিত করিল, এবং শয্যাত্যাগ করাইবার জন্য নানারূপ উৎপীড়ন করিতে আরম্ভ করিল; আমি অত্যন্ত রাগান্বিত হইয়া তাহাকে নানারূপ গালি দিতে লাগিলাম; তখন সে ভয়ে, ঐ কার্য্য হইতে নিবৃত্ত হইল। পরদিবস প্রাতঃকালেও, যোসেফ্ শয্যাত্যাগ করাইবার জন্য পীড়াপীড়ি করিতে লাগিল, কিন্তু, তৎপরিবর্ত্তে গালাগালি ও ভৎর্সনা পুরস্কার স্বরূপ

* শিলিং—আধুলির ন্যায় রৌপ্যমুদ্রা বিশেষ।

প্রাপ্ত হইল। দুই দিবস এইভাবে চলিয়া গেলে, আমি যোসেফ্‌কে ডাকিয়া বলিলাম, 'যোসেফ্, যথার্থই আমার অনেক বহুমূল্যসময় বিফলে অতিবাহিত হইয়াছে, তুমি এভাবে কার্য্য করিলে চলিবে না, আমার অঙ্গীকৃত পুরস্কারের বিষয় স্মরণ রাখিও, ধমকের ভয়ে আদিষ্ট কার্য্য হইতে বিরত হইও না।' পর দিবস প্রত্যুষে, যোসেফ্, আমাকে শয্যাত্যাগ করাইবার জন্য, বল প্রয়োগ করিতে লাগিল; আমি, প্রথমতঃ, বিনীত ভাবে তাহাকে ক্ষান্ত হইতে বলিলাম, এবং তাহাতেও সে নিরস্ত না হওয়ায়, সক্রোধে আমার নিকট হইতে দূরীভূত হইতে বলিলাম; তাহাতেও কোন ফল হইল না দেখিয়া, তর্জ্জন গর্জ্জন পূর্ব্বক ধমকাইতে লাগিলাম; কিন্তু যোসেফ্ এবার কিছুতেই ভীত বা নিবৃত্ত হইল না; সুতরাং বাধ্য হইয়া আমাকে শয্যাত্যাগ করিতে হইল। এইরূপে, যোসেফ্, প্রত্যহ নানারূপ তিরস্কার সহ্য করিয়া, আমাকে শয্যাত্যাগ করাইত, এবং আমিও, প্রায় এক ঘণ্টা পরে, ধন্যবাদপূর্ব্বক তাহাকে প্রতিশ্রুত পুরস্কার দান করিতাম। বস্তুতঃ মৎপ্রণীত গ্রন্থাবলীর দশ কি দ্বাদশ খানা গ্রন্থের জন্য আমি যোসেফের নিকট ঋণী আছি।" বফোন্‌প্রণীত

গ্রন্থাবলীই তদীয় অদম্য অধ্যয়ন-স্পৃহা, অনুসন্ধিৎসা, ও সহিষ্ণুতার সাক্ষ্য দান করিতেছে।

সুবিখ্যাত উপাখ্যান লেখক সার্ ওয়াল্টার্ স্কট্*, প্রত্যূষে ৫ ঘটিকার সময় শয্যাত্যাগ করিয়া, নিজে দীপ জ্বালিতেন; তদনন্তর, স্বহস্তে ক্ষৌরকার্য্য সমাপন পূর্ব্বক সুপরিষ্কৃত পরিচ্ছদ পরিধান করিতেন, এবং ঠিক ৬ ঘটিকার সময় গ্রন্থরচনায় প্রবৃত্ত হইতেন। শয়নের পূর্ব্বেই, তিনি প্রয়োজনীয় গ্রন্থসমূহ, কাগজ, কলম, দোয়াত প্রভৃতি সুশৃঙ্খলভাবে টেবলের উপরে সুসজ্জিত করিয়া রাখিতেন এবং ৯ কি ১০ ঘটিকা পর্য্যন্ত নিরতিশয় মনোযোগ সহকারে গ্রন্থরচনায় নিযুক্ত থাকিতেন। ইতিমধ্যে প্রাতঃকালীন ভোজনের জন্য তদীয় পরিবারবর্গ সমবেত হইতেন, এবং স্কট্কে তাহাদিগের সঙ্গে ভোজন করিবার জন্য অনুরোধ করিবা-

* সার্ ওয়াল্টার্ স্কট্—স্কট্লণ্ড দেশীয় বিখ্যাত গ্রন্থকার। পরিশ্রম, অধ্যবসায় ও নিয়মনিষ্ঠা গুণে তিনি স্বদেশীয়গণের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তি ছিলেন। এই মহানুভব যে সকল গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, তন্মধ্যে "ওয়েভার্লি" উপন্যাস সমূহই সমধিক বিখ্যাত। ইহাঁর রচিত "হ্রদ-মহিলা" "কৃষ্ণবর্ণ বামন," "রব্রয়" প্রভৃতি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ মধ্যে পরিগণিত। জন্ম ১৭৭১ খ্রীঃ, মৃত্যু ১৮৩২ খ্রীঃ।

মাত্র, তিনি তথায় যাইয়া প্রফুল্লচিত্তে স্বীয় আসন গ্রহণ করিতেন। ভোজনকালে, তিনি এরূপ আমোদজনক ও নীতিপূর্ণ নানাপ্রকার গল্প বলিতেন যে, তাহাতে হাস্যের তরঙ্গসহকারে সকলের হৃদয়েই সদিচ্ছা সমুদ্ভূত ও আনন্দ প্রবাহিত হইতে থাকিত। স্কট্ স্বয়ং এই কার্য্যপ্রণালীকে "দৈনিক কার্য্যের গ্রীবাভঙ্গ" নামে অভিহিত করিতেন। আহারান্তে তিনি পুনর্ব্বার দুই ঘণ্টাকাল গ্রন্থ রচনা করিতেন, তৎপরে, প্রায়শঃ, বেলা ১ টার সময়, অশ্বারূঢ় হইয়া ভ্রমণে বহির্গত হইতেন। অধিক দূরে যাইবার ইচ্ছা হইলে, আহারান্তেই চলিয়া যাইতেন। বর্ষার সময় বা মেঘাচ্ছন্ন দিবসে, তিনি অবিশ্রান্তরূপে অধ্যয়ন করিতেন এবং বন্ধুদিগকে বলিতেন, "গ্রীষ্মকালে সানন্দ-চিত্তে উপভোগ করিবার আশয়ে আমি বর্ষাকালে ধন সঞ্চয় করিয়া রাখিতেছি।" এই মহাত্মার গ্রন্থাবলী দর্শন করিলে,—তিনি অপরাপর বহু কার্য্যের সঙ্গে সঙ্গে, এত গ্রন্থ প্রণয়ন করিতে কিরূপে অবসর পাইলেন, ইহা ভাবিয়া,—বিস্ময়াবিষ্ট হইতে হয়। স্থিরচিত্তে ও নিয়মিতরূপে কার্য্য সম্পাদন করিলে, ক্ষুদ্র মানব-জীবনে কত প্রচুর পরিমাণে কার্য্য সম্পন্ন

হইতে পারে, এই মহাপুরুষ তাহা জগতের সমক্ষে সপ্রমাণ করিয়া গিয়াছেন।

কলিকাতার সুপ্রিম কোর্টের ভূতপূর্ব্ব সুবিখ্যাত জজ সার্ উইলিয়ম জোন্স্ * নিরতিশয় অধ্যয়নাসক্ত ছিলেন। তিনি, অধ্যয়নকালে প্রত্যেক গ্রন্থের সার সংগ্রহ, এবং উৎকৃষ্ট ভাবোদ্দীপক বাক্যাবলী কণ্ঠস্থ করিতেন। অধ্যয়ন বিষয়ে এই মহানুভবকে এ পর্য্যন্ত কোনও ব্যক্তি অতিক্রম করিতে পারিয়াছে কি না, সন্দেহের বিষয়। কিরূপে বহুগ্রন্থ হইতে উৎকৃষ্ট বিষয় সমূহ মনোনীত করিতে হয়, কি প্রণালী অবলম্বনে অধ্যয়ন করিলে প্রকৃষ্ট জ্ঞান লাভ হয়, অভিজ্ঞতা পরিমার্জ্জিত হয়, ও বহু কার্য্যের একত্র

* সার্ উইলিয়ম্ জোন্স্—বিখ্যাত ইংরাজ গ্রন্থকার ও বহুভাষাবিৎ পণ্ডিত। বাল্যকালে, এই মহাত্মার পরিশ্রমশীলতা ও অধ্যয়নানুরাগ দেখিয়া, ইঁহার জনৈক বিখ্যাত অধ্যাপক বলিয়াছিলেন, "এই বালক নগ্ন ও নিঃসহায় অবস্থায়, সালিস্‌বারি প্রান্তরে পরিত্যক্ত হইলেও, খ্যাতি লাভের পথ প্রাপ্ত হইবেক।" পুরাবৃত্ত, দর্শন, ধর্ম্মশাস্ত্র, পদার্থবিদ্যা এবং সর্ব্বজাতীয় আচার ও ব্যবহার বিষয়ে ইনি অসাধারণ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। কালিদাস-প্রণীত অভিজ্ঞান-শকুন্তল নাটকের ও মনু-সংহিতার ইংরাজী অনুবাদ প্রচারিত ও অনেক সদ্‌গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া, এই মহানুভব জগদ্বিখ্যাত হইয়া গিয়াছেন। জন্ম ১৭৪৬ খ্রীঃ, মৃত্যু ১৭৯৪ খ্রীঃ।

সমাধান হইতে পারে, এই সমুদয় তিনি স্বীয় জীবনের কার্য্যাবলী দ্বারা প্রতিপন্ন করিয়া চিরস্মরণীয় হইয়াছেন।

প্রসিদ্ধ ইটালি-কবি পিট্রার্কের* অধ্যয়নাসক্তি ও রচনা-স্পৃহা ঈদৃশী বলবতী ছিল যে, যে দিবস তিনি, কোন অনিবার্য্য কারণ বশতঃ, অধ্যয়ন বা রচনা করিতে অসমর্থ হইতেন, সেদিন কিছুতেই তাঁহার চিত্তপ্রসাদ জন্মিত না। নিরবচ্ছিন্ন পরিশ্রমে, তাঁহার স্বাস্থ্যভঙ্গের উপক্রম হইল; পাছে তিনি পীড়িত হন, এই ভয়ে, জনৈক বন্ধু তদীয় অধ্যয়ন বন্ধ করিবার মানসে, পুস্তকালয়ের চাবি চাহিলেন; পিট্রার্ক কোনরূপ সন্দেহ না করিয়া, বন্ধুর হস্তে চাবি সমর্পণ করিলে, তিনি পুস্তকালয়ের দ্বার বন্ধ করিয়া বলিলেন, "বন্ধো, অবিচ্ছিন্ন পরিশ্রমে তোমার স্বাস্থ্যনাশের লক্ষণ সমূহ প্রকাশমান হইয়াছে, আমার বিনীত অনুরোধ এই যে, তুমি ১০ দিবস অধ্যয়ন হইতে বিরত থাক, একাদশ

* ফ্রান্সিস্ পিট্রার্ক—এই মহানুভব, অবিশ্রান্ত অধ্যয়ন-প্রভাবে সাহিত্য, দর্শন ও ধর্ম্মশাস্ত্রে পারদর্শিতা লাভ করিয়া তদানীন্তন কবিদিগের মধ্যে একজন সুদক্ষ কবি বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিলেন। ইনি দর্শন ও ধর্ম্মশাস্ত্র সম্বন্ধে অনেক গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন। জন্ম ১৩০৪ খ্রীঃ, মৃত্যু ১৩৭৪ খ্রীঃ।

দিবসে, আমি এই চাবি তোমাকে প্রত্যর্পণ করিব।” পিট্রার্ক, সাতিশয় অনিচ্ছাপূর্ব্বক, বন্ধুর প্রেমপূর্ণ অনুরোধে সম্মতি দান করিলেন। প্রথম দিবসটী পিট্রার্কের নিকট এক বৎসর অপেক্ষাও দীর্ঘতর বলিয়া বোধ হইতে লাগিল; দ্বিতীয় দিবস তিনি সমস্ত দিবারাত্রি শিরোবেদনায় কষ্ট পাইলেন; তৃতীয় দিবস জ্বরাক্রান্ত হইয়া অতিশয় কাতর ও শয্যাশায়ী হইয়া পড়িলেন। তদীয় বন্ধু, এই সমুদয় ব্যাপার দর্শনে ভীত ও চমৎকৃত হইয়া, পুস্তকালয়ের চাবি প্রত্যর্পণ করিলেন। চাবি প্রাপ্তিমাত্র পিট্রার্ক্ গ্রন্থাগারের দ্বারোন্মোচন করিলেন, একখানি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ বাহির করিয়া নিবিষ্টচিত্তে অধ্যয়নে নিযুক্ত হইলেন, এবং তৎসঙ্গে তদীয় স্বাস্থ্য ও উৎসাহ প্রত্যাবর্ত্তন করিল।

গ্রীস দেশের সুবিখ্যাত বক্তা ডিমস্থিনিসের* অধ্যয়নানুরাগের বিষয় ভাবিতে গেলে চমৎকৃত হইতে হয়। তিনি, অধ্যয়নের ব্যাঘাত পরিহার করিবার

* ডিমস্থিনিস্—গ্রীস দেশীয় বাগ্মি-শিরোমণি।—রসনার জড়তা দূর করিবার জন্য, এই মহাত্মা, মুখে এক খণ্ড প্রস্তর লইয়া, সমুদ্রকূলে ও পর্ব্বত পার্শ্বে সাধ্যমত উচ্চৈঃস্বরে বক্তৃতা করিতেন। অধ্যবসায় গুণে

মানসে, নির্জ্জন গিরিগহ্বরে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন; তথায় নিরতিশয় আগ্রহসহকারে, খ্যাতনামা বাগ্মীদিগের বক্তৃতা সমূহ পুনঃ পুনঃ অধ্যয়ন করিতেন; তদন্তর্গত উৎকৃষ্ট বাক্যাবলী কণ্ঠস্থ করিতেন; এবং প্রাচীন উৎকৃষ্ট গ্রন্থ সমূহ অধ্যয়ন করিয়া অভিনব ও চিত্তোন্মাদক ভাবরাশি সংগ্রহ করিতেন। স্বীয় ভাষা পরিশুদ্ধ ও সুমার্জ্জিত করিবার জন্য, তিনি স্বহস্তে আট দশবার থিউসিডাইডিস্* প্রণীত ইতিহাসের অবিকল প্রতিলিপি করিয়াছিলেন। এই মহাপুরুষ, প্রবল অধ্যয়নানুরাগ ও অবিচলিত অধ্যবসায় গুণে, স্বদেশে সর্ব্বপ্রধান বক্তা হইয়া, জগতের সমক্ষে সুস্পষ্টরূপে প্রতিপন্ন করিয়া

সর্ব্বপ্রকার বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া, ইনি গ্রীস দেশীয় বক্তাদিগের শীর্ষস্থানীয় হইয়াছিলেন। গ্রীস দেশের প্রতি, বিখ্যাত আলেকজেণ্ডারের পিতা ফিলিপের কুটিল অভিসন্ধির বিষয় জানিতে পারিয়া, স্বদেশবাসীদিগকে দেশরক্ষণে প্রোৎসাহিত করিবার জন্য, এই মহানুভব যে সকল উদ্দীপনাপূর্ণ বক্তৃতা করিয়াছিলেন, তৎসমুদায় অদ্যাপি "ফিলিপিক্স্" নামে বিখ্যাত রহিয়াছে। ইনি, শত্রুদিগের উৎপীড়নে বিষপানে প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন। জন্ম ৩৮৪ খ্রীঃ পূঃ, মৃত্যু ৩২২ খ্রীঃ পূঃ।

* থিউসিডাইডিস্—গ্রীস দেশীয় প্রধান ইতিহাসজ্ঞ পণ্ডিত। এতৎপ্রণীত "পিলোপনিসিয়েন যুদ্ধের ইতিহাস", তেজস্বিনী রচনার মাধুর্য্যে ও ঘটনাবলীর অবিতথ বর্ণনায়, অতিশয় সমাদরের বস্তু। জন্ম ৪৭১ খ্রীঃ পূঃ, মৃত্যু ৪০১ খ্রীঃ পূঃ।

গিয়াছেন যে, "সুদৃঢ়-অধ্যবসায়-সমীপে সর্ব্বপ্রকার বাধা-বিঘ্ন মস্তক অবনত করে।"

ইটালির জ্যেষ্ঠ প্লিনি* এতাদৃশ অধ্যয়ন-প্রিয় ছিলেন যে, তদীয় ভোজনকালেও,এক ব্যক্তি তৎসম্মুখে নির্ব্বাচিত উৎকৃষ্ট গ্রন্থ পাঠ করিত এবং তিনি শ্রবণ করিতে করিতে প্রফুল্লচিত্তে আহার করিতেন। ভ্রমণে বহির্গত হইবার সময়, তিনি দুই একখানি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ ও স্মৃতিপুস্তক সঙ্গে লইয়া যাইতেন, এবং সুবিধানুসারে অধ্যয়ন পূর্ব্বক, স্মৃতি-পুস্তকে সারাংশ লিপিবদ্ধ করিতেন।

ইটালির বাগ্মি-শিরোমণি ছিছিরো† কীদৃশ অধ্যয়নাসক্ত ছিলেন, তাহা সম্যক্‌রূপে ধারণা করা সহজ

* জ্যেষ্ঠ প্লিনি—ইটালি দেশীয় বিখ্যাত বিজ্ঞানবিৎ ও গ্রন্থকার। এতৎপ্রণীত "প্রাকৃত ইতিবৃত্ত" প্রাচীন কালের অতুলনীয় গ্রন্থ। ইহা ভূগোল, জ্যোতিষ, প্রাণিতত্ত্ব প্রভৃতি ৩৭ খণ্ডে বিভক্ত এবং পূর্ব্বতন শাস্ত্র সম্বন্ধে বৃহৎ অভিধান বলিয়া পরিগণিত। জন্ম ২৩ খ্রীঃ মৃত্যু ৭৯ খ্রীঃ।

† মার্কস টালিয়স্ ছিছিরো—এই মহাত্মা সাম্রাজ্যের মঙ্গলসাধনে অবিশ্রান্ত পরিশ্রম ও নিয়মিতরূপে শাস্ত্রালোচনা করিয়া তৎকালীন বক্তাদিগের মধ্যে ও স্বদেশীয়গণের হৃদয়ে, সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। ইনি একপ হৃদয়োচ্ছ্বাসপূর্ণ তেজস্বিনী ভাষায় বক্তৃতা করিতেন যে, শ্রোতৃবর্গ মোহিত হইয়া পুত্তলিকাবৎ অবস্থিত থাকিত এবং তৎপ্রদর্শিত

ব্যাপার নহে। তিনি স্বয়ং আপন জীবনচরিতে লিখিয়া গিয়াছেন যে, তাঁহার এক মুহূর্ত্ত সময়ও বৃথা অতিবাহিত না হইতে পারে এই অভিপ্রায়ে তিনি বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করিতেন। অপরাপর ব্যক্তির ন্যায়, তিনি কেবল বিশ্রামকালে অধ্যয়ন করিয়াই সন্তুষ্ট হইতেন না। তিনি, অবিরত নানাবিধ কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়াও, যখনই কোনরূপ সুযোগ প্রাপ্ত হইতেন, তৎক্ষণাৎ অধ্যয়নে কিংবা রচনায় মনোনিবেশ করিতেন। তদীয় উৎকৃষ্ট পত্রাবলীর অধিকাংশই রজনীর শেষভাগে, বা ছিনেট্ সভাগৃহে, অথবা ভোজনকালে, কিংবা পৌর্ব্বাহ্নিক দরবারের সময়ে, লিপিবদ্ধ হইয়াছে। তিনি গ্রীক্ ও লাটিন্ কাব্য সমূহ অতিশয় ভালবাসিতেন এবং ঐ সকল গ্রন্থই সাতিশয় আগ্রহ সহকারে পুনঃ পুনঃ অধ্যয়ন করিতেন।

জর্ম্মণদেশীয় পুণ্যশ্লোক ধর্ম্মসংস্কারক মার্টিন্ লুথার* প্রত্যহ নিয়মিত রূপে অধ্যয়ন ও গ্রন্থরচনা

পথে সমাকৃষ্ট হইত। ইনি নীচাশয় শত্রু হস্তে নিহত হইয়াছিলেন। জন্ম১০৬ খ্রীঃ পূঃ, মৃত্যু ৪৩ খ্রীঃ পূঃ।

* মার্টিন লুথার—প্রোটেষ্টাণ্ট্ ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠাতা। ইহাঁর সময়ে

করিতেন। অনিবার্য্য ও আকস্মিক বাধা-বিপত্তি-ব্যতিরেকে, অপর কোনও কারণে তিনি এ নিয়ম লঙ্ঘন করিতেন না। যে সময়ে, লুথার ধর্ম্মপ্রচারার্থ দেশ দেশান্তরে ভ্রমণে নিযুক্ত এবং উৎকট পরিশ্রম-সাধ্য নানাবিধ কার্য্যে ব্যাপৃত ছিলেন, তৎকালে, তিনি, হিব্রু ভাষায় লিখিত মূল বাইবেল গ্রন্থের অত্যুৎকৃষ্ট অনুবাদ মাতৃভাষায় প্রচারিত করিয়া ইউরোপীয় জনসাধারণকে চমৎকৃত করিয়াছিলেন। তিনি এতগুলি গুরুতর কার্য্যের ভার বহন করিয়াও ঐ কঠিন গ্রন্থের এরূপ বিশুদ্ধ ও সুখবোধ্য অনুবাদ করিবার জন্য কিরূপে সময় পাইয়াছিলেন, তাহা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। একদা কোন ভদ্রলোক তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহাশয়, আপনি এরূপ কঠোর

ধর্ম্মজগতে পোপের একচ্ছত্র রাজত্ব চলিতেছিল। ধর্ম্মজগতে নানারূপ ক্ষমতার ব্যভিচার দর্শনে, এই মহাত্মা, নিরতিশয় ব্যথিত হইয়া, ওয়াইটেম্-বার্গের ভজনালয়ে কোনও মহোৎসব উপলক্ষে, জনসাধারণের নিকট স্বকীয় ধর্ম্মমত বিবৃত করিলেন এবং পোপের বিরুদ্ধে, ৯৫টী মূল-ধর্ম্মমত-পূর্ণ বিশ্বাস-পত্র ভজনালয়ে সংযুক্ত করিয়াদিলেন। এই বিশ্বাস-পত্র দর্শনের জন্য তথায় জনতা হইতে আরম্ভ হইল, এবং তাহাতে যে অগ্নি জ্বলিয়া উঠিল, তাহা নির্ব্বাপিত করিতে কাহারও ক্ষমতা হইল না। জন্ম ১৪৮৩ খ্রীঃ, মৃত্যু ১৫৪৬ খ্রীঃ।

শ্রমসাধ্য কার্য্যে সতত নিযুক্ত থাকিয়াও, বাইবেলের ঈদৃশ উৎকৃষ্ট অনুবাদ করিবার জন্য কিরূপে অবসর পাইলেন ?” লুথার উত্তর করিলেন, “ভ্রাতঃ, এইকার্য্য আরম্ভ করিবার পরে, এরূপ একটী দিনও অতিবাহিত হয় নাই যে দিন আমি বাইবেলের কিয়দংশ অনুবাদ না করিয়াছি। সময়ের ব্যবহার সম্বন্ধে এইরূপ নিয়মনিষ্ঠ হওয়াতেই, আমাকে এই কার্য্যে একাদিক্রমে সুদীর্ঘকাল ব্যয় করিতে হয় নাই।” ‘একটী দিবসও সৎকার্য্য ব্যতিরেকে অতিবাহিত হইতে দিব না,’ ইহাই এই মহাত্মার মূলমন্ত্র ছিল, এবং ইহা দ্বারাই তিনি অক্ষয়কীর্ত্তি লাভে সমর্থ হইয়াছিলেন।

প্রসিদ্ধ ইংরাজ কবি বেন্ জন্সন্* ঈদৃশ অধ্যয়ন-পরায়ণ ছিলেন যে, সময় পাইবামাত্র নিবিষ্টচিত্তে অধ্যয়নে নিযুক্ত হইতেন। তিনি অধীত গ্রন্থরাশির অন্তর্গত উৎকৃষ্ট বিষয় সমূহের সারাংশ উদ্ধৃত করিয়া,

* বেন্ জনসন্—বিখ্যাত ইংরাজ কবি ও নাটকপ্রণেতা। ইনি, সুগভীর জ্ঞান ও বিদ্যাবত্তা গুণে, ১৬১৯ খ্রীষ্টাব্দে, রাজকবি পদে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। এই মহানুভব বহু কাব্য ও নাটক রচনা করিয়া গিয়াছেন, তন্মধ্যে “প্রত্যেক ব্যক্তির স্বীয় রসিকতা” এবং “ইষ্ট ওয়ার্ড হো” নামক ব্যঙ্গ-কাব্য দ্বয়ই অধিক বিখ্যাত। ‘সিজেনস্,” “ভেল্‌পোন্” “এপি-সকোন’ “রসায়নবিৎ” নামক গ্রন্থ চতুষ্টয়ও বিশেষ সমাদরের বস্তু। জন্ম ১৫৭৪ খ্রীঃ, মৃত্যু ১৬৩৭ খ্রীঃ।

স্মৃতি-পুস্তকে লিপিবদ্ধ করিতেন। তাঁহার পরলোক গমনের পর, ঐ স্মৃতি-পুস্তক "মহামূল্য রত্ন-ভাণ্ডার" নামে আখ্যাত হইয়াছিল। লর্ড ফল্ক্‌লাণ্ড, * এই স্মৃতিপুস্তকের বিস্তৃতি ও বিবিধ বিষয়ক সঙ্কলন দৃষ্টে চমৎকৃত ও মোহিত হইয়া, বলিয়াছেন, "বেন্ জন্‌সন্ এরূপ প্রগাঢ় অধ্যয়নশীল ছিলেন যে, তিনি পুরাতন বা নূতন উৎকৃষ্ট গ্রন্থাবলীর একখানিও অনধীত রাখেন নাই। কোন্ গ্রন্থকারের কোন্ গ্রন্থ উৎকৃষ্ট এবং কোন্ গ্রন্থের কোন্ অংশ মনোহর, তদ্বিষয় তিনি এত সূক্ষ্মদর্শিনী বিবেচনা সহকারে এই মহামূল্য স্মৃতি-পুস্তকে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন যে, ঐ সকল গ্রন্থ বিনষ্ট হইয়া, যদি একমাত্র এতৎ পুস্তকের উদ্ধৃত অংশ সমূহ অবশিষ্ট থাকে, তাহাতেও পাঠকমণ্ডলীর বিশেষ ক্ষতি হয় না।"

* লর্ড লুসিয়স ক্যারি ফক্ক্‌লাণ্ড—এই মহাত্মা অতিশয় বিদ্বান্, উদারচেতা, ও ন্যায়পরায়ণ ছিলেন। প্রথম চারল্‌সের রাজত্বকালে, ইংলণ্ডে যে অন্তর্বিপ্লব উপস্থিত হইয়াছিল, তিনি তাহাতে রাজকীয় পক্ষ অবলম্বন পূর্ব্বক, শান্তি স্থাপনের জন্য সাধ্যানুরূপ চেষ্টা করিয়াছিলেন; কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। তিনি, সর্ব্বকার্য্যে সদাশয়তা গুণে, ইংরাজ জাতির গৌরব স্থল বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিলেন। জন্ম ১৬১০ খ্রীঃ, মৃত্যু ১৬৪৩ খ্রীঃ।

অধ্যয়ন-প্রিয় খ্যাতনামা মণ্টেইন্* প্রত্যেক অধীত গ্রন্থের শেষভাগে নিম্নলিখিত রূপ স্বীয় মন্তব্য লিখিয়া রাখিতেন :—

(১) গ্রন্থখানি কতবার অধীত হইল।

(২) উহা কি কি গুণে উপাদেয় ও হিতকর।

(৩) সমগ্র গ্রন্থ ও গ্রন্থকার সম্বন্ধে পাঠকের অভিমত কিরূপ।

সুবিখ্যাত ইংরাজ কবি ইয়ঙ্গ্ †, অধ্যয়ন কালে, গ্রন্থের যে পৃষ্ঠায় কোনও উৎকৃষ্ট বিষয় বা স্মৃতিযোগ্য বাক্য প্রাপ্ত হইতেন, সেই পত্রটি ভাঙ্গিয়া রাখিতেন। তাঁহার পরলোক গমনের পরে, তদীয় পুস্তকালয়ে অনেক ভগ্ন-পত্র গ্রন্থ এরূপ অবস্থায় পাওয়া গিয়াছিল যে, সহজে তৎসমুদায় বন্ধ করা যাইত না। কিন্তু এই উপায় যত সহজ তত কর্ম্মসাধক নহে, কারণ, কোন্ অংশের জন্য কোন্ পাতা ভাঙ্গিয়া রাখা হইয়াছে, তাহা জানিতে হইলে পুনর্ব্বার সেই পৃষ্ঠা পাঠ করিতে হয়। যাঁহারা সময়াভাবে অধীত গ্রন্থের উৎকৃষ্ট অংশ-

* ১১ পৃষ্ঠা দেখ।

† ৭ পৃষ্ঠা দেখ।

সমূহ লিপিবদ্ধ করিতে অসমর্থ হন, ভগ্ন-পত্রের পৃষ্ঠাঙ্ক ও অতিসঙ্ক্ষিপ্ত মন্তব্য স্মৃতিপুস্তকে লিখিয়া রাখিলে, তাঁহাদিগের বিস্তর সুবিধা হইতে পারে।

বিখ্যাত ফরাসী গ্রন্থকার ভল্‌টেয়ার্ * নিরতিশয় অধ্যয়নাসক্ত ছিলেন। তিনি গ্রন্থের প্রতি পৃষ্ঠায় স্বীয় মন্তব্য লিখিয়া রাখিতেন। তদীয় শয্যার এক পার্শ্বে টেবলের উপর কাগজ, কলম ও দোয়াত সর্ব্বদা সজ্জিত থাকিত; তিনি ইচ্ছানুসারে কখনও শয়ন করিয়া অধ্যয়ন করিতেন, কখন বা শয্যার উপরে উপবেশন করিয়া গ্রন্থরচনা করিতেন।

রোমরাজ্যের সুবিখ্যাত দার্শনিক সেনেকা † অধ্যয়নে, গ্রন্থরচনায়, বা উৎকৃষ্ট গ্রন্থের সার সংগ্রহে সর্ব্বদা নিযুক্ত থাকিতেন। তিনি উক্ত কার্য্যত্রয়ের কোন না কোন কার্য্য সম্পাদন না করিয়া একটি দিবসও

* ভল্‌টেয়ার—ইনি অনেক গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া বিখ্যাত হইয়াছিলেন। এতৎ-প্রণীত ব্যঙ্গ্য-কাব্য গুলিই বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। জন্ম ১৬৯৪ খ্রীঃ, মৃত্যু ১৭৭৪ খ্রীঃ।

* লুসিয়স্ এনিয়স্ সেনেকা—এই মহাত্মা রোম সম্রাট নিরোর শিক্ষক ছিলেন, এবং সামান্য দোষে, এই নৃশংস ছাত্রের রাজত্ব কালেই নিহত হইয়াছিলেন। এতৎপ্রণীত বিষাদান্ত নাটকাবলী এবং অপরাপর-গ্রন্থ সমূহ গভীর জ্ঞান ও নীতিপূর্ণ। জন্ম ৩ খ্রীঃ পূঃ, মৃত্যু ৬৫ খ্রীঃ।

অতিবাহিত হইতে দেন নাই। একদা, বিশেষভাবে অনুরুদ্ধ হইয়া, স্বীয় স্মৃতি-পুস্তকসহ কয়েকখানি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ কোন বন্ধুর গৃহে প্রেরণ পূর্ব্বক, তিনি যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহার সারাংশ নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

"প্রিয়তম বন্ধো, আমি বহুদিন হইতে বিশিষ্টরূপে অবগত আছি যে, তুমি কেবল গ্রন্থস্থ উৎকৃষ্ট অংশ গুলিতে অনুরক্ত। অতএব যাহাতে তোমাকে সমগ্র গ্রন্থ অধ্যয়নের শ্রমস্বীকার করিতে না হয়, এই অভিপ্রায়ে এতৎ-সমভিব্যাহারে, মৎকৃত স্মৃতি-পুস্তক প্রেরিত হইল। তোমার বন্ধু পরম যত্ন-সহকারে যে সকল রত্ন সংগ্রহ করিয়াছে, তোমাকে তৎসমুদায়ের ফলভাগী করিতে না পারা, তাহার পক্ষে বড়ই লজ্জার বিষয়।"

সুবিখ্যাত ইংরাজ কবি সার্ আলেক্জাণ্ডার পোপ্*

* আলেকজাণ্ডার পোপ্—ইনি আজীবন শিরোবেদনায় কষ্ট পাইয়াও, অধ্যয়ন প্রভাবে নানা বিষয়ে গভীর জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন। এতৎ-প্রণীত কাব্যসমূহ কোমলতা ও মাধুর্য্যে পরিপূর্ণ। "সমালোচন-সম্বন্ধীয় রচনা", "মানব-বিষয়ক রচনা" "কেশগুচ্ছের প্রতি বলপ্রয়োগ," "নির্জ্জনতা-বিষয়িণী ক্ষুদ্র গীতি" প্রভৃতি অতিশয় সমাদরের বস্তু বলিয়া অদ্যাপি সর্ব্বত্র অধীত হইতেছে। জন্ম ১৬৮৮ খ্রীঃ, মৃত্যু ১৭৪৪ খ্রীঃ।

কেবল অধীত গ্রন্থনিচয়ের সারাংশমাত্র স্মৃতি-পুস্তকে লিপিবদ্ধ করিয়াই সন্তুষ্ট থাকিতেন না; সভা সমিতিতে কোন উৎকৃষ্ট বিষয় শ্রবণ করিলে তিনি ঐ বিষয়ের সারাংশ তৎক্ষণাৎ স্বীয় স্মৃতিপুস্তকে লিখিয়া লইতেন; হৃদয়ে কোন উৎকৃষ্ট ভাব সমুদিত হইলে, তিনি তাহার সারাংশও কালবিলম্ব ব্যতিরেকে উক্ত পুস্তকে লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিতেন। এই শেষোক্ত কারণে, তাঁহার ভৃত্যগণ রাত্রিকালে স্বচ্ছন্দে নিদ্রা যাইতে পারিত না; তিনি, প্রায় প্রতিরজনীতেই তাহাদিগকে জাগরিত করিয়া, কলম, দোয়াত ও স্মৃতি-পুস্তক স্বীয় সম্মুখে আনয়ন করিতে আদেশ করিতেন। ড্রাইডেনের * সুললিত কবিতা তিনি নিরতিশয় ভাল বাসিতেন এবং অভিনিবেশ সহকারে তাহাই পুনঃ পুনঃ অধ্যয়ন ও তদনুকরণে কবিতা রচনা করিতেন।

* জন্ ড্রাইডেন—সুবিখ্যাত ইংরেজ কবি। ইনি ট্রিনিটি বিশ্ববিদ্যালয়ে এম-এ-উপাধিলাভ পূর্ব্বক গ্রন্থ লিখিতে আরম্ভ করেন, এবং কতিপয় বৎসরান্তে রাজ-কবি পদে প্রতিষ্ঠিত হন। ইহাঁর গ্রন্থাবলী ওজস্বিতা ও মাধুর্য্যে পরিপূর্ণ। তৎপ্রণীত "প্রতিযোগিনী মহিলাদ্বয়," "ভারতবর্ষীয় সম্রাট," "উচ্ছৃঙ্খল স্ত্রীপ্রেমিক বীর" প্রভৃতি অতিশয় উপাদেয় ও মনোহর। জন্ম ১৬৩১ খ্রীঃ, মৃত্যু ১৭০০ খ্রীঃ।

এইরূপে বেকন,* আডিসন্,† জনসন্,‡ বাটলার§ প্রভৃতি যাবতীয় গ্রন্থকারগণ অধীত গ্রন্থাবলীর, এবং দৃষ্ট ও শ্রুত বিষয়সমূহের সংক্ষিপ্ত বিবরণ স্ব স্ব স্মৃতি-পুস্তকে লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিতেন, এবং সেই সকল উদ্ধৃতাংশ বা তদন্তর্গত ভাবরাশি স্বরচিত গ্রন্থে সমাবেশিত করিতেন। তাঁহাদিগের প্রণীত গ্রন্থাবলীর মধ্যে যে সকল গভীর ভাব পূর্ণ নীতিমূলক

* ৮৫ পৃষ্ঠা দেখ।

† জোসেফ্ আডিসন—সুবিখ্যাত ইংরাজ গ্রন্থকার। প্রধান গ্রন্থ "ইটালি ভ্রমণ," "রোসামণ্ড্" এবং "কেটো"। প্রসিদ্ধগ্রন্থ "স্পেক্টেটার" মধ্যে ইঁহার রচিত প্রবন্ধগুলি নিরতিশয় মনোরম। এতৎ প্রণীত গ্রন্থ সমূহ ভাষার প্রাঞ্জলতা ও মাধুর্য্যের জন্য বিখ্যাত। ডাক্তার জন্সন বলেন "যিনি ইংরাজী ভাষায় সম্যক্ ব্যুৎপন্ন হইতে চাহেন, তাঁহাকে আডিসনের গ্রন্থ দিবানিশি অধ্যয়ন করিতে হইবে।" জন্ম ১৬৭২ খ্রীঃ, মৃত্যু ১৭১৯ খ্রীঃ।

‡ ডাক্তার স্যামুয়েল জনসন্—প্রসিদ্ধ ইংরাজ কোষকার, সমালোচক ও গ্রন্থকার। এতৎপ্রণীত গ্রন্থগুলি গভীর জ্ঞান ও নীতিপূর্ণ। "মানবেচ্ছার অসারতা," "রাসেলাস্" "রাম্বলার," "আইড্লার," "ইংরাজ কবিদিগের জীবন চরিত" অতিশয় উপাদেয় বস্তু। কোনও গ্রন্থকার স্বীয় মাতৃভাষার এরূপ উন্নতি সাধন ও শোভাবর্দ্ধন করিয়াছেন কিনা, সন্দেহের বিষয়। সুগভীর বিদ্যাবত্তার জন্য ইঁহাকে ডব্লিন্ ও অক্স্ফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় হইতে এল এল-ডি উপাধি প্রদত্ত হইয়াছিল। জন্ম ১৭০৯ খ্রীঃ, মৃত্যু ১৭৮৪ খ্রীঃ।

§ ৫৮ পৃষ্ঠা দেখ।

বাক্যাবলী প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাঁহারা হঠাৎ ঐ সমুদায় লিপিবদ্ধ করিতে সমর্থ হন নাই; কিন্তু, বহু পরিশ্রমে বহু গ্রন্থ অধ্যয়ন করিয়া, বহু বিষয়ে কথোপকথন শ্রবণ করিয়া, তৎসমুদায় প্রথমে স্ব স্ব স্মৃতি-পুস্তকে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, এবং সেই সকল রত্নরাশি হইতে ভাব-সঙ্কলন পূর্ব্বক, আপন আপন প্রতিভাগুণে, তৎসমুদায় নব নব সজ্জায় সুসজ্জিত করিয়া, বৈচিত্র্যপূর্ণ বিবিধ গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন।

বাঙ্গালি জাতির গৌরবস্থল মহাত্মা রাজা রাম মোহন রায়ের * অধ্যয়ন-পরায়ণতার বিষয় ভাবিতে গেলে বিস্ময়াপন্ন হইতে হয়। এই মহাপুরুষ প্রগাঢ় অধ্যয়নাসক্তির প্রভাবে হিব্রু, গ্রীক্, লাটিন্,

* রাজা রাম মোহন রায়—ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রবর্ত্তক। এই মহাপুরুষ গ্রাম্য পাঠশালায় বাঙ্গালা শিক্ষা করিয়া, আরবী ও পার্শি ভাষা শিক্ষার্থ পাটনায় গমন করেন। এই দুই ভাষায় ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়া কাশীধামে সংস্কৃত শিক্ষা করেন এবং উৎকৃষ্ট মেধা ও প্রগাঢ় অধ্যয়ন প্রভাবে গুণে অচিরকাল মধ্যেই কৃতবিদ্য হন।

১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি দিল্লীর মোগল সম্রাটের কার্য্যোপলক্ষে ইংলণ্ডে গমন করেন এবং সেই সময়েই সম্রাট কর্ত্তৃক "রাজা" উপাধি দ্বারা সম্মানিত হন। একাধারে এরূপ উদার চরিত্র, ন্যায়পরায়ণতা, ধর্ম্মানুরাগ, রাজনীতি ও সমাজ-নীতি-বিষয়ক গভীর জ্ঞান, আর কখনও এতদ্দেশে পরিলক্ষিত হয় নাই। জন্ম ১৭৭৩ খ্রীঃ, মৃত্যু ১৮৩৩ খ্রীঃ।

ফ্রেঞ্চ, আরবী, পার্শি, উর্দ্দু, ইংরাজী, সংস্কৃত, বাঙ্গালা, এই দশটী ভাষায় ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। ইংলণ্ডের প্রধান প্রধান পণ্ডিতগণ ইহাঁর গম্ভীর পাণ্ডিত্য ও অলৌকিক প্রতিভা দর্শনে, ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন। বঙ্গ ভাষায় গদ্য রচনা প্রণালীর প্রবর্ত্তন, ব্রাহ্মধর্ম্মের সংস্থাপন, স্বদেশে ইংরাজীশিক্ষার প্রচার, রাজকীয়কার্য্যে স্বদেশীয়গণের পদোন্নতি লাভ, সতীদাহ নিবারণ, ইত্যাদি অপূর্ব্ব কীর্ত্তিস্তম্ভ স্থাপিত করিয়া, এই মহানুভব চিরস্মরণীয় হইয়াছেন।

ইনিই এতদ্দেশীয় মনীষিগণের শীর্ষস্থানীয়। একজন জ্ঞানী লোক বলিয়াছেন, "এরূপ দেশে ঈদৃশ মহামতি ও প্রতিভাশালী ব্যক্তির জন্মগ্রহণ পৃথিবীতে আর কখনও ঘটিয়াছে বলিয়া বোধ হয় না।"

বর্ত্তমান বাঙ্গালা গদ্যের জন্মদাতা, বহুগুণের আধার, দয়ার অবতার, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, *

* ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর—বঙ্গের শীর্ষস্থানীয় বিদ্বান্, বদান্য ও হৃদয়বান্ মহাপুরুষ। ইহাঁর জীবনের প্রধান কার্য্য বালবিধবাদিগের পুনরুদ্বাহ প্রথার প্রবর্ত্তন। ইনি অকাতরে নিন্দা, অত্যাচার ও নানাবিধ অসুবিধা সহ্য করিয়া অনেকগুলি বিধবার বিবাহ দিয়াছেন এবং নিজের একমাত্র পুত্রের সহিত একটি বিধবার বিবাহ দিয়াছেন। এই মহাত্মাই,

যাবজ্জীবন বিদ্যানুশীলনেই নিযুক্ত ছিলেন। অধ্যয়নে এই মহাত্মার কীদৃশ প্রগাঢ় অনুরাগ ছিল "বিদ্যাসাগর" উপাধিই তাহা সম্যক্‌রূপে প্রতিপন্ন করিতেছে। ইনি দ্বাদশবর্ষ সংস্কৃত কলেজে অধ্যয়ন করিয়া, ব্যাকরণ, কাব্য, অলঙ্কার প্রভৃতি সাতটী শাস্ত্রে বিলক্ষণ বুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। কলেজের অধ্যাপকবৃন্দ, এই অলৌকিক প্রতিভাসম্পন্ন যুবকের নানা শাস্ত্রে পারদর্শিতা দেখিয়া, উক্ত উপাধি দ্বারা ইহাঁকে অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। ইনি ইংরাজী, হিন্দি, উর্দ্দু এবং উড়িয়া ভাষায়ও ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। মাতৃভাষার উন্নতিসাধন, হিন্দুসমাজে বিধবাবিবাহের প্রবর্ত্তন, বহুবিবাহনিবারণ, দরিদ্রদিগের দুঃখবিমোচন প্রভৃতি মহাব্রতে, এই মহাপুরুষ স্বীয় জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন। ইনি যে সকল মহামূল্য গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া গিয়াছেন, তৎসমুদায় বঙ্গভাষায় নিরুপম বস্তু;

সর্ব্বপ্রথমে,১৮৭২ খৃষ্টাব্দে ভারতবাসীদ্বারা পরিচালিত মিট্রোপলিটেন্ ইনষ্টিটিউসন্ নামক কলেজ সংস্থাপিত করেন। ইনি বহুগ্রন্থ লিখিয়াগিয়াছেন; প্রধান গ্রন্থ "সীতার বনবাস।" "বিধবাবিবাহ" "বহুবিবাহ," "ভ্রান্তি বিলাস।" এতৎ-প্রণীত প্রত্যেক গ্রন্থই বঙ্গভাষায় অত্যুপাদেয় গ্রন্থ বলিয়া পরিগণিত। জন্ম ১৮২০ খ্রীঃ, মৃত্যু ১৮৯১ খ্রীঃ।

সেই সমুদায় গ্রন্থ অধ্যয়ন করা মাতৃ-ভাষা-প্রিয় ব্যক্তি মাত্রেরই কর্ত্তব্য।

মহাত্মা কেশব চন্দ্র সেনের * অধ্যয়নে এরূপ প্রগাঢ় অনুরাগ ছিল যে, তিনি দিবানিশি দর্শন, ধর্ম্ম ও নীতিশাস্ত্র-বিষয়ক গ্রন্থাবলী অধ্যয়ন করিতেন। ঐ সকল শাস্ত্রে তাঁহার কিরূপ ব্যুৎপত্তি জন্মিয়াছিল, তদীয় বক্তৃতাসমূহই তদ্বিষয়ে সাক্ষ্যদান করিতেছে। ইনি অবিশ্রান্ত অধ্যয়ন, ঈশ্বরোপাসনা, ও ধর্ম্মপ্রচারে জীবনোৎসর্গ করিয়াছিলেন। বক্তৃতা করিবার সময়ে, ইহাঁর অলৌকিক বাগ্মিতায় শ্রোতৃবর্গ আশ্চর্য্যান্বিত ও মোহিত হইয়া কাষ্ঠপুত্তলিকাবৎ নিস্তব্ধ থাকিতেন। ইনি সর্ব্বদা অধীত গ্রন্থরাশি হইতে স্বীয় বক্তৃতার উপাদান সংগ্রহ করিতেন।

* কেশব চন্দ্র সেন—ভারতবর্ষের উদারচেতা, ন্যায়পরায়ণ, ও ধর্ম্মনিষ্ঠ বাগ্মি-শিরোমণি। এই মহানুভব ধর্ম্মচর্চ্চা করিবার জন্য কর্ম্মত্যাগ করেন এবং আত্মীয় স্বজন দ্বারা বিবিধ প্রকারে লাঞ্ছিত হন। ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে, ইনি "ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ" সংস্থাপন করেন, এবং ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে, "নববিধান" ধর্ম্মপ্রচার করেন। ইংলণ্ডে এই মহাত্মা যে সকল বক্তৃতা করিয়াছিলেন, তৎসমুদায় শ্রবণ করিয়া তথাকার মনীষিবর্গ মোহিত ও চমৎকৃত হইয়াছিলেন এবং স্বয়ং মহারাণী ভিক্টোরিয়া ইহাঁকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। এই মহাপুরুষের অলৌকিক বাগ্মিতা,

বঙ্গভাষার পরিমার্জ্জক সুবিখ্যাত অক্ষয় কুমার দত্ত* কিরূপ অধ্যয়নাসক্ত ছিলেন, তৎপ্রণীত গ্রন্থনিচয়ই তাহা স্পষ্টাক্ষরে প্রতিপাদন করিতেছে। তিনি, কঠোর পরিশ্রম-সহকারে অধ্যয়ন করিয়া, ইংরাজী, পার্শি, সংস্কৃত ও বাঙ্গলা ভাষায় পাণ্ডিত্য লাভ করিয়াছিলেন। কিঞ্চিন্মাত্র অবসর পাইলেই তিনি অধ্যয়নে মনোনিবেশ করিতেন। তদীয় অমৃতময়ী লেখনী হইতে যে সকল উৎকৃষ্ট গ্রন্থ নিঃসৃত হইয়াছে তৎসমুদয় রচনার প্রাঞ্জলতা ও লালিত্যগুণে, বঙ্গভাষায়, অত্যুপাদেয় বস্তু বলিয়া চিরকাল সমাদৃত হইবে।

মহানুভবদিগের জীবনচরিত অধ্যয়ন করিলে অপর একটি বিস্ময়কর বিষয় প্রত্যক্ষীভূত হয় যে, তাঁহাদিগের

অসাধারণ প্রতিভা ও ঐকান্তিক ধর্ম্মনিষ্ঠা, ইহাকে অমরত্ব দান করিয়াছে। জন্ম ১৮৩৮ খৃঃ, মৃত্যু ১৮৮৩ খৃঃ।

* অক্ষয়কুমার দত্ত— বঙ্গের সুবিখ্যাত গ্রন্থকার। ইনি একজন প্রকৃত স্বদেশহিতৈষী মহাত্মা। সামাজিক কুসংস্কার দূরীভূত করিবার জন্য, ইনি নানা প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। এতৎ-প্রণীত "চারুপাঠ" "বাহ্য বস্তুর সহিত মানব প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার" "পদার্থ বিদ্যা", "ধর্ম্মনীতি", "ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়" বাঙ্গালা ভাষায় অতিশয় সমাদরের বস্তু। জন্ম ১৮২১ খ্রীঃ মৃত্যু ১৮৮৭ খ্রীঃ।

মধ্যে প্রায় সকলেই, স্বকীয় প্রতিভা তেজস্বিনী করিবার জন্য, স্ব স্ব প্রিয়তম গ্রন্থনিচয় নিরতিশয় আগ্রহ সহকারে অধ্যয়ন করিতেন,—অয়স্কান্ত মণির সংস্পর্শে লৌহের ন্যায় তদীয় গুণাবলী প্রাপ্ত হইতে যত্ন করিতেন। সুবিখ্যাত কবি গ্রে, * স্পেন্সার্ † রচিত কবিতা কিয়ৎকাল অধ্যয়ন না করিয়া, রচনার্থে লেখনী গ্রহণ করিতেন না। প্রসিদ্ধ ফরাসী ধর্ম্মাচার্য্য বসুয়াই ‡, হোমারের § কবিতা প্রিয়তম বস্তু জ্ঞানে

* টমাস্ গ্রে—প্রসিদ্ধ ইংরাজ কবি। এতৎ প্রণীত "গ্রাম্যভজনালয়স্থ গোরস্থানের শোক-গীতি" ইংরাজী ভাষায় নিরুপম বস্তু। অনেক মহানুভব বলিয়াছেন, "গ্রে, অপর কোনও কাব্য না লিখিলেও, একমাত্র উক্ত শোক-গীতি দ্বারাই একজন উচ্চদরের সুকবি বলিয়া খ্যাতি লাভ করিতেন" জন্ম ১৭১৬ খ্রীঃ। মৃত্যু ১৭৭১ খ্রীঃ।

† এডমণ্ড্ স্পেন্সার—ইংলণ্ডের শীর্ষস্থানীয় কবিদিগের মধ্যে অন্যতম। এতৎ-প্রণীত "কৃষক-পঞ্জিকা" ও "পরিরাজমহিষী" ইংরাজী ভাষায় অমূল্য-রত্ন বলিয়া প্রসিদ্ধ। জন্ম ১৫৫৩ খ্রীঃ, মৃত্যু ১৫৯৯ খ্রীঃ।

‡ জেইম্স্ বসুয়াই—ফ্রান্সদেশীয় খ্যাত নামা ধর্ম্মাচার্য্য ও গ্রন্থকার। এতৎ প্রণীত "জগতের ইতিবৃত্ত বিষয়ক প্রস্তাব" এরূপ উচ্চভাব সমন্বিত ও মাধুর্য্য-পূর্ণ যে, এই গ্রন্থ একবার অধ্যয়ন করিলে, পাঠক কোনরূপেই কিয়ৎ পরিমাণে উন্নীত না হইয়া থাকিতে পারেন না। জন্ম ১৬২৭ খ্রীঃ, মৃত্যু ১৭০৪ খ্রীঃ।

§ হোমার—ইউরোপের আদি মহাকবি। এতৎ প্রণীত "ইলিয়াড্" ও "অডিসি" নামক মহাকাব্য দ্বয়, ভারতবর্ষের "রামায়ণ" ও "মহাভার-

সর্ব্বদা অধ্যয়ন করিতেন। একদা, তিনি অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়ার উপযোগী একটী বক্তৃতা রচনা করিতে অনুরুদ্ধ হইয়াছিলেন। এই কার্য্যের ভার গ্রহণ করিবার পরক্ষণেই, তিনি তদীয় প্রিয়তম গ্রন্থ হোমার লইয়া নির্জ্জনে অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহার জনৈক বন্ধু এইরূপ বিসদৃশ কার্য্যের হেতু জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি তদুত্তরে বলিয়াছিলেন, "সুধী ও মহামনা ব্যক্তিদিগের উৎকৃষ্টচিন্তাবলীর সংসর্গ লাভ করিলে, অন্তঃকরণ উৎসাহ, সাহস ও আনন্দে পরিপূর্ণ হয়, এবং তদনন্তর, লেখনী গ্রহণ করিলে, তাহা হইতে অমৃতময়ী ভাষা বিনির্গত হইতে থাকে।"

রোম-সেনাপতি মহাবীর পম্পী *, কোন বৃহৎ

তের" ন্যায়, ইউরোপে সর্ব্বত্র সমাদৃত। এরূপ অদ্ভুত কবিত্বপূর্ণ, সর্ব্ব-রসান্বিত, সুললিত মহাকাব্য যে ইউরোপীয় মহানুভবদিগের মধ্যে অধিকাংশেরই প্রিয়তম গ্রন্থ বলিয়া সমাদৃত হইবে, ইহাতে আর বিচিত্রতা কি? হোমার খ্রীষ্টিয় শাকের নয় শতাব্দী পূর্ব্বে গ্রীস্‌দেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

* নিয়স্ পম্পী—এই মহাত্মা রোমীয় মহাবীরদিগের অগ্রণী। ইনি সিসিলিদ্বীপ ও আফ্রিকা বৈদেশিকদিগের দাসত্ব শৃঙ্খল হইতে উন্মুক্ত করিয়া, ও বহু যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া, মহাসেনাপতি নামে চিরস্মরণীয় হইয়াছেন। ইনি নৃশংস শত্রুগণের চক্রান্তে, ইজিপ্ট্ দেশে নিহত হইয়াছিলেন। জন্ম ১০৬ খ্রীঃ পূঃ, মৃত্যু ৪৮ খ্রীঃ পূঃ।

যুদ্ধক্ষেত্রে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে, কোন বন্ধুকে হোমার-রচিত* ইলিয়ড্ গ্রন্থ হইতে মহাবীর আকিলিসের অলৌকিক বীরত্ব কাহিনী অধ্যয়ন করিতে অনুরোধ করিতেন এবং তদীয় গুণাবলী শ্রবণ করিতে করিতে, যখন তাঁহার হৃদয় সাহস, শৌর্য্য ও গাম্ভীর্য্যে পরিপূর্ণ হইত, তখন, তিনি, রণবেশে সুসজ্জিত হইয়া, প্রমত্ত সিংহের ন্যায় রণক্ষেত্রে প্রবেশ করিতেন।

বীরচূড়ামণি নেপোলিয়ন† গণিত, ব্যবস্থা, রাজনীতি, সমাজনীতি ও ধর্ম্মনীতি-বিষয়ক বহুগ্রন্থ অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। হোমার,‡ ভার্জিল,§ ট্যাসো,¶ এবং

* ১৪৩ পৃষ্ঠা দেখ।

† নেপোলিয়ন বোনাপার্টি—ফ্রান্সের অধীশ্বর দিগ্বিজয়ী মহাবীর: ইনি ইউরোপের প্রধান প্রধান রাজাদিগকে পুনঃ পুনঃ রণে পরাস্ত করিয়া, দোর্দ্দণ্ড প্রতাপে, সমস্ত ইউরোপ কম্পমান করিয়া তুলিয়াছিলেন। ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দে সুবিখ্যাত ওয়েলিংটন্ ইহাঁকে ওয়াটারলুর যুদ্ধে পরাস্ত করেন; তৎপরে ইনি সেণ্ট্ হেলেনা দ্বীপে বন্দিরূপে প্রেরিত হন এবং ১৮২১ খ্রীষ্টাব্দে তথায় দেহত্যাগ করেন। জন্ম ১৭৬৯ খ্রীঃ।

‡ ১৪৩ পৃষ্ঠা দেখ।

§ পব্লিয়স্ ম্যারো ভার্জিল—রোমের সুবিখ্যাত কবি। ইনি হোমারের "ইলিয়ড্" আদর্শ করিয়া "ইনিড্" নামক মহাকাব্য প্রণয়ন পূর্ব্বক খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। এতৎ-প্রণীত অপরাপর কাব্যও ঘটনার বৈচিত্র্যে ও রচনার লালিত্যে উপাদেয় গ্রন্থ বলিয়া সমাদৃত। জন্ম ৭০ খ্রীঃ পূঃ, মৃত্যু ১৯ খ্রীঃ পূঃ।

¶ ট্যাসো—সুবিখ্যাত ইটালি-কবি। এতৎ-প্রণীত কাব্যনিচয়

ওসিয়ান্ * প্রণীত গ্রন্থাবলী তিনি পুনঃ পুনঃ অধ্যয়ন করিতেন। তাঁহার রসনা হোমার এবং ওসিয়ানকে প্রশংসা করিতে কখনই সংযত হইত না। তিনি জনৈক উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীকে বলিয়াছিলেন, "মহাবীর আকিলিসের কবিকে † পুনঃ পুনঃ অধ্যয়ন কর এবং ওসিয়ান্‌কে গিলিয়াফেল।"

লর্ড্ ক্লারেণ্ডন্ ‡, তদীয় সুবিখ্যাত ইতিহাস রচনা করিবার সময়, সর্ব্বদা এই অভিপ্রায়ে লিভি § ও

ভাব-বৈচিত্র্যে ও রচনা-মাধুর্য্যে নিরতিশয় সমাদরের বস্তু। ইনি বহু উৎকৃষ্ট কাব্য প্রণয়ন করিয়া তদানীন্তন কবিদিগের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিলেন। জন্ম ১৫৮৪ খ্রীঃ, মৃত্যু ১৫৯৫ খ্রীঃ।

* ওসিয়ান্—স্কট্‌লণ্ড দেশীয় প্রাচীন কবি। এতৎ-প্রণীত কাব্য-নিচয় অদ্ভুত বীররস পূর্ণ। তৎসমুদায় অধ্যয়ন করিলে পাঠকের হৃদয় বীরোপম সাহস ও তেজস্বিতায় পরিপূর্ণ হয়। ইনি তৃতীয় খ্রীষ্টাব্দে জন্ম-গ্রহণ করিয়াছিলেন।

† হোমার।

‡ লর্ড এডওয়ার্ড হাইড্ ক্লারেণ্ডন্—ইংলণ্ডের প্রধান বিচারপতিদিগের অন্যতম। এতৎ-প্রণীত "বিদ্রোহের ইতিহাস," বর্ণনার মাধুর্য্য ও ভাষার ওজস্বিতায়, ইংরাজী-ভাষায় একখানি মনোরম গ্রন্থ বলিয়া সর্ব্বত্র সমাদৃত। জন্ম ১৬০৮ খ্রীঃ, মৃত্যু ১৬৭৪ খ্রীঃ।

§ টাইটাস্ লিভি—রোমের সুবিখ্যাত ইতিহাসজ্ঞ পণ্ডিত। এই মহানুভব ১৩২ অধ্যায়ে রোমের যে ইতিহাস প্রণয়ন করিয়াছিলেন, তাহার ৩৫ অধ্যায় মাত্র বর্ত্তমান সময়ে প্রচলিত আছে। ভাষার লালিত্যে ও

ট্যাসিটসের* গ্রন্থাবলী অধ্যয়ন করিতেন, যেন লিভির উৎকৃষ্ট রচনাপ্রণালী ও ট্যাসিটসের মনোহর চরিত্র-বর্ণন, স্বপ্রণীত ইতিহাসে প্রতিফলিত করিতে পারেন। তিনি ট্যাসিটসের চরিত্র-বর্ণন-প্রণালীর অনুকরণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন কিন্তু লিভির উৎকৃষ্ট রচনা-প্রণালীর সম্যক্ অনুকরণে কৃতকার্য্য হন নাই।

সুবিখ্যাত সার উইলিয়ম জোন্স্† যে অত্যন্ত অধ্যয়ন প্রিয়, পরিশ্রমী ও নিয়মনিষ্ঠ ছিলেন তাহা পূর্ব্বেই বর্ণিত হইয়াছে। তিনি অধ্যয়ন-ব্যতিরেকে একটী দিবসও অতিবাহিত হইতে দেন নাই। এই মহাত্মা, বাগ্মি-শিরোমণি ছিছিরোর‡ চরিত্র আদর্শ রূপে গ্রহণ পূর্ব্বক, স্বীয় চরিত্র গঠন করিয়াছিলেন এবং প্রতিবর্ষেই ছিছিরো-প্রণীত গ্রন্থাবলী একবার করিয়া অধ্যয়ন করিতেন।

ঘটনাবলীর অবিতথ বর্ণনায়, এই ইতিহাস নিরুপম। জন্ম ৫৯ খ্রীঃ পূঃ, মৃত্যু ১৭ খ্রীঃ।

* কেইয়স্ কর্ণিলয়স্ ট্যাসিটস্—রোমের প্রসিদ্ধ ইতিবৃত্ত লেখক ও বক্তা। এতৎ-প্রণীত ইতিহাস সমূহ চরিত্রবর্ণনায় সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়া, এই মহাত্মাকে চিরস্মরণীয় করিয়াছে। জন্ম ৫৪ খ্রীঃ, মৃত্যু ১১০ খ্রীঃ।

† ১২৪ পৃষ্ঠা দেখ।

‡ ১২৮ পৃষ্ঠা দেখ।

মহামনা অধ্যাপক আর্ণল্ড্ * ছিছিরোপ্রণীত গ্রন্থাবলীতে এতাদৃশ অনুরাগবিশিষ্ট ছিলেন যে, সর্ব্বদা সর্ব্বসমক্ষে তৎসমুদয়ের গুণকীর্ত্তন করিতেন। একদা জনৈক ভদ্রলোক তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহাশয়, উৎকৃষ্ট রচনা প্রণালী শিক্ষা করিবার উপায় কি ?" তিনি উত্তর করিলেন, "প্রত্যহ ছিছিরো প্রণীত গ্রন্থাবলী অধ্যয়ন করিলেই অভীষ্টসিদ্ধি হইবে।" তখন, সেই ব্যক্তি তাঁহাকে বলিলেন, "মহাশয়, লাটিন ভাষার রচনা-প্রণালী সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করি নাই; ফরাসী ভাষার রচনায় কিরূপে ব্যুৎপত্তি লাভ হইতে পারে তাহাই জিজ্ঞাসা করিয়াছি।" আর্ণল্ড তদুত্তরে বলিলেন, "হাঁ, তাহাহইলেও, ছিছিরো-প্রণীত গ্রন্থাবলী অধ্যয়ন করিলেই অভীষ্টসিদ্ধি হইবে।"

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে, ইংলণ্ডের সুবিখ্যাত কবি সার্ আলেক্জাণ্ডার পোপ্ †, ড্রাইডেন-‡ প্রণীত গ্রন্থের প্রতি নিরতিশয় আসক্ত ছিলেন। তিনি ড্রাইডেনের কবিতাসমূহ পুনঃ পুনঃ অধ্যয়ন পূর্ব্বক

* ৯৫ পৃষ্ঠা দেখ।
† ১৩৫ পৃষ্ঠা দেখ।
‡ ১৩৬ পৃষ্ঠা দেখ।

কণ্ঠস্থ করিতেন, এবং তদনুকরণে স্বয়ং রচনা করিতেন। পোপ্‌প্রণীত কাব্যসমূহ অনেকাংশে ড্রাইডেন-রচিত কাব্যের প্রতিবিম্ব স্বরূপ।

কবিচূড়ামণি সেক্সপীয়ার * মণ্টেইন † প্রণীত "রচনাবলী" ও প্লুটার্ক ‡ রচিত "জীবন চরিত" সর্ব্বদা অধ্যয়ন করিতেন। শেষোক্ত গ্রন্থই তাঁহার প্রিয়তম গ্রন্থ ছিল এবং ঐ গ্রন্থ হইতে বহু অংশ অবিকল উদ্ধৃত করিয়া স্বকীয় নাটকাবলীতে সমাবেশিত করিয়াছেন।

সুবিদ্বান্ কবি মিল্টন §, হোমার ¶, ওভিড্ ‖ ও ইউরিপাইডিস্ ** প্রণীত গ্রন্থাবলী নিরতিশয় উপাদেয় জ্ঞান করিতেন এবং আগ্রহ সহকারে ঐ সকল গ্রন্থ

* ১৬ পৃষ্ঠা দেখ।

† ১১ পৃষ্ঠা দেখ।

‡ প্লুটার্ক্—গ্রীসদেশের সুবিখ্যাত চরিতাখ্যায়ক ও নীতিবিৎ পণ্ডিত। এতৎপ্রণীত "জীবন চরিত" ও "নীতিমালা" ইহাঁকে চিরস্মরণীয় করিয়াছে। পৃথিবীর কোনও গ্রন্থ প্লুটার্ক্‌প্রণীত জীবনচরিতের ন্যায়, সর্ব্বত্র সমাদৃত ও অধীত হইয়াছে কিনা সন্দেহের বিষয়। জন্ম ৪৮ খ্রীঃ, মৃত্যু আনুমানিক ১৩০ খ্রীঃ।

§ ৭৫ পৃষ্ঠা দেখ।

¶ ১৪৩ পৃষ্ঠা দেখ।

‖ ওভিড্—রোমের প্রসিদ্ধ লাটিন কবি। এতৎপ্রণীত কাব্যনিচয় রচনা লালিত্যে ও বর্ণনা চাতুর্য্যে অতি উচ্চ দরের বস্তু বলিয়া সমাদৃত। জন্ম ৪৩ খ্রীঃ পূঃ, মৃত্যু ১৮ খ্রীঃ পূঃ।

** ১৬ পৃষ্ঠা দেখ।

পুনঃ পুনঃ অধ্যয়ন করিতেন। মিল্টন্ প্রণীত গ্রন্থাবলীর বহু স্থানে উক্ত গ্রন্থত্রয়ের ভাবরাশি প্রতিবিম্বিত রহিয়াছে।

ডাক্তার জন্‌সন্ * সার্ টমাস্ ব্রাউন † প্রণীত গ্রন্থ নিচয় অত্যন্ত ভাল বাসিতেন এবং সতত ঐ সকল গ্রন্থ যত্ন পূর্ব্বক অধ্যয়ন করিতেন। এই কারণেই তাঁহার লাটিন মিশ্রিত ইংরাজী ভাষা লিখিবার অভ্যাস জন্মিয়াছিল। জন্‌সন্ যে সকল গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া মাতৃভাষাকে শোভান্বিতা করিয়াছেন, তৎসমুদয়ের প্রত্যেক খানির ভাষাই লাটিন মিশ্রিত; এমন কি, কথা কহিবার সময়ও, তিনি ঐরূপ মিশ্রিতভাষা ব্যবহার করিতেন। সার্ টমাসের ভাষা ও রচনাপ্রণালী তিনি

* ১৩৭ পৃষ্ঠা দেখ।

† সার টমাস্ ব্রাউন্—সুবিখ্যাত ইংরাজ চিকিৎসক ও গ্রন্থকার। এই মহানুভব কঠোর পরিশ্রম ও অধ্যবসায় গুণে, লেডেন্ বিশ্ববিদ্যালয়ে এম্, ডি, উপাধি প্রাপ্ত হন; তৎপরে প্রগাঢ় অধ্যয়ন ও গ্রন্থ রচনায় মনোনিবেশ করেন। এতৎপ্রণীত "ধর্ম্মৌষধি", "সাধারণ ভ্রান্তি সমূহ", লাটিন মিশ্রিত ভাষায় রচিত। এই গ্রন্থদ্বয় অতিশয় উচ্চদরের গ্রন্থ বলিয়া সর্ব্বত্র সমাদৃত হইয়াছিল। জন্ম ১৬০৫ খ্রীঃ, মৃত্যু ১৬৮২ খ্রীঃ।

কিরূপ শ্রদ্ধা করিতেন, তাহা তৎপ্রণীত সার্ টমাস্ ব্রাউনের জীবনবৃত্ত অধ্যয়ন করিলেই সুস্পষ্টরূপে অনুভূত হইয়া থাকে।

জর্ম্মণ দার্শনিক সুবিখ্যাত লাইবৃনিট্জ্ * বহু গ্রন্থ অধ্যয়ন পূর্ব্বক সুবিদ্বান্ বলিয়া পরিচিত হইয়াছিলেন। সর্ব্বদা অধ্যয়ন করিবার জন্য তিনি কতিপয় গ্রন্থ নির্ব্বাচিত করিয়া রাখিয়াছিলেন। প্রসিদ্ধ কবি ভার্জিল † প্রণীত গ্রন্থের প্রতি তাঁহার এতাদৃশ আসক্তি জন্মিয়াছিল এবং ঐ গ্রন্থ পুনঃ পুনঃ এতই অধ্যয়ন করিয়াছিলেন যে, বৃদ্ধকালে সমগ্র গ্রন্থ খানি আবৃত্তি করিতে পারিতেন। গদ্যের মধ্যে বার্ক্লে ‡ প্রণীত "আর্গেন্সিস্" নামক গ্রন্থই তাঁহার প্রিয়তম গ্রন্থ ছিল।

* লাইব্নিট্জ্—এই মহানুভব গণিত দর্শন ও তত্ত্ববিদ্যায় পারদর্শিতা লাভ করিয়া, গ্রন্থরচনায় মনোনিবেশ করিয়াছিলেন। এতৎপ্রণীত গ্রন্থসমূহ জ্ঞানভাণ্ডার স্বরূপ। তৎসমুদায় অধ্যয়ন করিলে গ্রন্থকারের প্রতিভাচ্ছটায়, ও মহোচ্চভাব সমূহের গাম্ভীর্য্যে, পাঠককে চমৎকৃত ও মোহিত হইতে হয়। জন্ম ১৬৪৬ খ্রীঃ, মৃত্যু ১৭১৬ খ্রীঃ।

† ১৪৫ পৃষ্ঠা দেখ।

‡ জন্ বার্ক্লে—স্কট্লাণ্ড্ দেশীয় বিখ্যাত গ্রন্থকার। ইনি যে সকল গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন, তন্মধ্যে "আর্গেন্সিস্" ও "ইউফর্মিও" বিশিষ্টরূপ সমাদৃত হইয়াছিল। জন্ম ১৫৮২ খ্রীঃ, মৃত্যু ১৬২১ খ্রীঃ।

এক দিন তিনি চেয়ারে বসিয়া ঐ গ্রন্থখানি অধ্যয়ন করিতেছিলেন; হঠাৎ উহা তাঁহার হস্ত হইতে ভূতলে পতিত হইল, বাটীর সকলে যাইয়া দেখিল, তিনি আসীন আছেন কিন্তু তদীয় প্রাণ-বায়ুর অবসান হইয়াছে।

সুবিখ্যাত ফরাসী কবি পিটারকর্ণে * অত্যুজ্জ্বল ভাব সমন্বিত ট্যাসিটসের † গ্রন্থ, বীররসপূর্ণ লিভির ‡ গ্রন্থ এবং উচ্চভাবপূর্ণ লুকানের § গ্রন্থ অবিশ্রান্তরূপে অধ্যয়ন করিতেন। তিনি মাতৃভাষায় যে সকল গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া চিরস্মরণীয় হইয়াছেন, তৎসমুদায়ের প্রত্যেক খানিই উক্ত গ্রন্থত্রয়ের প্রতিবিম্বস্বরূপ।

ফরাসী পদ্যরচনার পারিমার্জ্জক সুবিখ্যাত ম্যাল্-

* পিটার কর্ণে—ইনি বহুনাটক ও কাব্য প্রণয়ন করিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। এতৎপ্রণীত গ্রন্থ সমূহ ভাষার লালিত্যে ও ভাবের গাম্ভীর্য্যে অতিশয় সমাদরের বস্তু বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিল। জন্ম ১৬০৬ খ্রীঃ, মৃত্যু ১৬৮৪ খ্রীঃ।

† ১৪৭ পৃষ্ঠা দেখ।

‡ ১৪৬ পৃষ্ঠা দেখ।

§ মার্কস্ এলিয়স্ লুকান্—প্রসিদ্ধ লাটিন কবি। ইনি রোম সম্রাট নৃশংস নিরোর সহিত পদ্য রচনায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে যাইয়া তৎকর্ত্তৃক নিহত হইয়াছিলেন। এতৎপ্রণীত "ফার্শেলিয়া" অতি উচ্চ দরের গ্রন্থ। জন্ম ৩৮ খ্রীঃ, মৃত্যু ৬৫ খ্রীঃ।

হার্ব্ * হোরেসের † গ্রন্থ আদর্শ করিয়াই প্রথমতঃ ফরাসী ভাষায় সুললিত পদ্য রচনা করিয়াছিলেন। উক্ত গ্রন্থের প্রতি তিনি এতদূর অনুরক্ত হইয়াছিলেন যে, শয়ন কালে, উহা স্বীয় উপাধানের উপরে স্থাপন পূর্ব্বক নিদ্রা যাইতেন; ভ্রমণকালে, উহা সঙ্গে লইয়া বহির্গত হইতেন; এবং উহা স্বীয় "প্রার্থনা-গ্রন্থ" নামে অভিহিত করিতেন।

প্রসিদ্ধ ফরাসী গ্রন্থকার রুসো, ‡ প্লুটার্ক্, § মণ্টেইন ¶ এবং লক্ ‖ প্রণীত গ্রন্থাবলী অতিশয়

* ম্যাল্‌হার্ব্—ফ্রান্স্ দেশীয় সুবিখ্যাত কবি। ইনি পদ্যরচনায় লালিত্য, ওজস্বিতা ও গাম্ভীর্য্য সন্নিবেশিত করিয়া ফরাসী কবিতায় যুগান্তর উপস্থিত করিয়াছেন। জন্ম আনুমানিক ১৫৫৫ খ্রীঃ।

† হোরেস্—রোমের প্রসিদ্ধ কবি। এতৎপ্রণীত কাব্য সমূহ রচনার লালিত্যে, এবং ভাবের ওজস্বিতা ও গাম্ভীর্য্যে অতিশয় উপাদেয় বস্তু বলিয়া সমাদৃত। জন্ম ৬৫ খ্রীঃ পূঃ, মৃত্যু ৮ খ্রীঃ পূঃ।

‡ জীন্ জাকুইস্ রুসো—এই মহানুভব, অতি শৈশবে পিতৃবিয়োগ হেতু অতিশয় দুরবস্থায় পতিত হইয়াছিলেন; কিন্তু প্রগাঢ় অধ্যয়নাসক্তি, অবিচলিত অধ্যবসায় ও কঠোর পরিশ্রমের গুণে, বহুগ্রন্থ প্রণয়ন পূর্ব্বক, জগদ্বিখ্যাত হইয়া গিয়াছেন। জন্ম ১৭১২ খ্রীঃ, মৃত্যু ১৭৭৪ খ্রীঃ।

§ ১৪৯ পৃষ্ঠা দেখ।

¶ ১১ পৃষ্ঠা দেখ।

‖ জন্ লক্—সুবিখ্যাত ইংরাজ দার্শনিক ও গ্রন্থকার। এতৎপ্রণীত গ্রন্থসমূহ গভীর জ্ঞান ও নীতিপূর্ণ। প্রধান গ্রন্থ "মানবীয় জ্ঞান বিষয়ক রচনা" ও "শিক্ষা সম্বন্ধীয় চিন্তাবলী" জন্ম ১৭৯৪ খ্রীঃ, মৃত্যু ১৮৫৪ খ্রীঃ।

আগ্রহ পূর্ব্বক অধ্যয়ন করিতেন এবং সর্ব্বদা ঐ সকল গ্রন্থ সম্মুখে রাখিতেন। তৎপ্রণীত "এমিলী" এবং অপরাপর গ্রন্থের ভিত্তি ঐ সকল গ্রন্থের উপরেই স্থাপিত হইয়াছিল।

হলাণ্ডের সুবিখ্যাত গ্রন্থকার গ্রোশিয়স,* লুকান্† প্রণীত গ্রন্থ এত ভাল বাসিতেন যে, সর্ব্বদা ঐ গ্রন্থখানি সঙ্গে সঙ্গে রাখিতেন, এবং কখনও কখনও, ঐ গ্রন্থ অধ্যয়ন পূর্ব্বক, আনন্দ-বিহ্বল হইয়া, বারংবার উহা চুম্বন করিতেন।

প্রুসিয়ার সুবিখ্যাত সম্রাট ফ্রেডরিক্ দি গ্রেট্‡

* হিউগো গ্রোশিয়স্—ইনি শৈশব কালেই অসাধারণ বিদ্যোপার্জ্জন করিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। এই মহানুভব অষ্টবর্ষ বয়ঃক্রম কালে লাটিন ভাষায় কাব্য রচনা করেন, এবং চতুর্দ্দশ বৎসরের সময় গণিত, ব্যবস্থা ও দর্শন শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়া প্রসিদ্ধ হন। ইনি বহুগ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া বিজ্ঞান শাস্ত্রানুশীলনের পথ পরিষ্কৃত করিয়া গিয়াছেন। জন্ম ১৫৮৩ খ্রীঃ, মৃত্যু ১৬৪৫ খ্রীঃ।

† ১৫২ পৃষ্ঠা দেখ।

‡ ফ্রেডরিক দি গ্রেট্—এই মহাত্মা নিরতিশয় বিদ্যোৎসাহী, জ্ঞানী ও আড়ম্বর শূন্য ছিলেন এবং এজন্যই "দি গ্রেট্" (মহাত্মা) উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এই মহানুভব প্রত্যূষে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক রাজকার্য্যে প্রবৃত্ত হইতেন, এবং নিয়মিতরূপে অধ্যয়ন ও অপরাপর কার্য্য সম্পাদন পূর্ব্বক, প্রতি রজনীতে রাত্রি ১০ টার সময় শয়ন করিতেন। জন্ম ১৫৩৪ খ্রীঃ, মৃত্যু ১৫৮৮ খ্রীঃ।

বহুগ্রন্থ অধ্যয়ন পূর্ব্বক সুবিদ্বান্ বলিয়া পরিচিত হইয়াছিলেন। তিনি রুসো, * ভল্‌টেয়ার † ও লক্ ‡ প্রণীত গ্রন্থাবলীর প্রতি নিরতিশয় অনুরক্ত ছিলেন এবং ঐ সকল গ্রন্থ পুনঃ পুনঃ অধ্যয়ন করিতেন। তিনি বলিতেন, "গ্রন্থসমূহ মানবীয় সুখের অল্পাংশ অধিকার করে নাই।"

বঙ্গভাষায় অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রবর্ত্তক ৺ মাইকেল মধুসূদন দত্ত § সাতিশয় অধ্যয়ন-প্রিয় ছিলেন। নানা দেশীয় ভাষা শিক্ষা সম্বন্ধে তাঁহার এরূপ প্রগাঢ় অনুরাগ ছিল যে, তিনি, অর্থের অসঙ্গতি নিবন্ধন নানারূপ বাধাবিঘ্নে উৎপীড়িত হইয়াও, দ্বাদশটী ভাষা শিক্ষা করিয়াছিলেন। মিল্টন, ¶ ভার্জিল ‖ হোমার, **

* ১৫৩ পৃষ্ঠা দেখ।

† ১৩৪ পৃষ্ঠা দেখ।

‡ ১৫৩ পৃষ্ঠা দেখ।

§ মাইকেল মধুসূদন দত্ত—বঙ্গের সুবিখ্যাত কবি। ইনি নিম্নলিখিত গ্রন্থ সমূহ প্রণয়ন করিয়া চিরস্মরণীয় হইয়াছেন :—শর্ম্মিষ্ঠা, পদ্মাবতী, ও কৃষ্ণকুমারী নাটকত্রয়, তিলোত্তমা, ব্রজাঙ্গনা, বীরাঙ্গনা ও মেঘনাদ বধ কাব্য চতুষ্টয়; "একেই কি বলে সভ্যতা", "বুড়োশালিকের ঘাড়ে রোঁ" এবং "চতুর্দ্দশ পদী কবিতাবলী।" জন্ম ১৮২৮ খ্রীঃ, মৃত্যু ১৮৭৩ খ্রীঃ।

¶ ৭৫ পৃষ্ঠা দেখ।

‖ ১৪৫ পৃষ্ঠা দেখ।

** ১৪৩ পৃষ্ঠা দেখ।

ডাণ্টে, * ট্যাসো, † বাল্মীকি, ‡ কালিদাস, § ও ভব-ভূতি-¶ প্রণীত গ্রন্থনিচয় তিনি সর্ব্বদা অধ্যয়ন করিতেন। তৎপ্রণীত গ্রন্থসমূহের উপাদান সকল উক্ত গ্রন্থাবলী হইতেই সংগৃহীত হইয়াছিল। হোমারের ¶ "ইলিয়ড্" নামক মহাকাব্য তাঁহার প্রিয়তম গ্রন্থ ছিল, ও তাহাই আদর্শরূপে গ্রহণপূর্ব্বক, তিনি "মেঘনাদ বধ কাব্য" প্রণয়ন করিয়াছিলেন, এবং এই মহাকাব্য দ্বারাই বঙ্গবাসীদিগের আন্তরিক কৃতজ্ঞতার ভাজন ও চিরস্মরণীয় হইয়াছেন।

এইরূপে, আরও ভূরি ভূরি উদাহরণ সংগ্রহ করিয়া সুস্পষ্টরূপে প্রদর্শিত হইতে পারে যে, খ্যাতনামা

* ডাণ্টে—ইটালীয় কবিকুল শিরোমণি। এতৎপ্রণীত গ্রন্থসমূহ বর্ণনা-নৈপুণ্যে ও ভাবের গাম্ভীর্য্যে অতুলনীয়। ইউরোপীয় অনেক কবি এই সকল গ্রন্থ হইতে আপন আপন কবিত্বশক্তি পরিপোষণের উপাদান সংগ্রহ করিয়াছেন। ভার্জিল প্রণীত গ্রন্থই ইহাঁর প্রিয়তম গ্রন্থ ছিল। জন্ম ১২৬৫ খ্রীঃ, মৃত্যু ১৩২১ খ্রীঃ।

† ১৪৫ পৃষ্ঠা দেখ।

‡ বাল্মীকি—"রামায়ণ" রচয়িতা মহামুনি। ইনি প্রথমে "রত্নাকর দস্যু" নামে পরিচিত ছিলেন। দস্যুবৃত্তি পরিত্যাগ পূর্ব্বক, ঘোর তপস্যায় নিরত হইয়া, কঠোর সাধনা প্রভাবে, এই মহাত্মা কিরূপে "মহর্ষি বাল্মীকি" নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন, তাহা এতদ্দেশে সর্ব্বজন বিদিত।

§ ৭৫ পৃষ্ঠা দেখ।

¶ ৭৫ পৃষ্ঠা দেখ।

মহানুভবগণের মধ্যে সকলেই অধ্যয়ন বিষয়ে প্রগাঢ় অনুরাগ প্রদর্শন করিয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে প্রত্যেকেই, স্বীয় অবস্থানুসারে, স্বতন্ত্র প্রণালী অবলম্বন পূর্ব্বক, আগ্রহাতিশয় সহকারে অধ্যয়ন করিয়া, অভীষ্টলাভে কৃতকার্য্য হইয়াছেন। তাঁহারা যে সকল পন্থা আলোকিত করিয়া রাখিয়াছেন, তাহা জ্ঞানলিপ্সু ব্যক্তি মাত্রেরই অনুসরণীয়।

ভ্রাতঃ, ঐ দেখ! তোমার অধ্যয়ন-স্পৃহা উদ্দীপিত করিবার জন্য, কীদৃশী মনোহারিণী জয়-পতাকারাজি উন্নমিত হইয়া, উন্নতি-শৈলের শোভা বর্দ্ধন করিতেছে! ঐ দেখ! তাহারা, শিরশ্চালন পূর্ব্বক, তোমাকে অগ্রসর হইবার জন্য ইঙ্গিত করিতেছে! ঐ দেখ! ধ্বজায় ধ্বজায় বিজয়-মন্ত্র-সমূহ জ্বলদক্ষরে অঙ্কিত রহিয়াছে!—

"প্রাতরুত্থান"
"নিয়মবদ্ধ কার্য্যপ্রণালী"
"অবিচ্ছিন্ন পরিশ্রম"
"প্রগাঢ় অধ্যয়ন"
"সংগৃহীত রত্নরাজির সাহায্যে রত্নহার নির্ম্মাণ"

সাবধান ! সাবধান ! বিপথে গমন করিয়া স্বকীয় অনিষ্ট সাধন করিও না ; আলস্য পরিত্যাগ কর ; বিজয় লাভের সারতত্ত্ব সমূহ পরিজ্ঞাত হইয়া, তদনুযায়ী কার্য্যে প্রবৃত্ত হও ; ধন, মান, সুখ, সম্পদ, আপনা আপনি আসিয়া তোমাকে আলিঙ্গন করিবে।

বিদ্যা ও জ্ঞান।

বিদ্যা-মাহাত্ম্য—বিদ্যা ও জ্ঞানের প্রভেদ—বিদ্যোপার্জ্জন-প্রণালী
জ্ঞান-গৌরব—জ্ঞানীর লক্ষণ—জ্ঞানার্জ্জন-প্রণালী।

পুণ্যময়ী, সুধাবতী, নিরুপমা গুণে,
বিদ্যাসমা সুখকরী নাহি এ ভুবনে;
ধায় স্বর্গ-লোকে বিদ্যা, বিনা কোলাহলে,
সংযমিতা হয় যদি জ্ঞান-রশ্মি-বলে;
নতুবা অদম্য, মত্ত, ঘোটকীর প্রায়,
আরোহীকে অচিরাৎ নিক্ষেপে ধরায়।

বিদ্যা, মাহাত্ম্যে শীর্ষস্থানীয়া ও শক্তিতে সর্ব্ব-বিজয়িনী। ইনি শুভাশুভ জ্ঞানদান করেন; সংশয়-রাশি বিদূরিত করেন; চিন্তাশক্তি পরিস্ফুরিত ও

পরিবর্দ্ধিত করেন; উদ্দাম প্রবৃত্তিকুল সংযমন পূর্ব্বক, চিত্তের স্থিরতা সম্পাদন করেন; কর্ত্তব্য-পথ নির্দ্ধারিত করিয়া দেন; মর্ম্মভেদী শোক দুঃখ অতিক্রম করিবার পন্থা প্রদর্শন করেন; আত্মদৃষ্টি উদ্দীপিত করেন; মানবীয় জ্ঞানের ক্ষুদ্রতা প্রদর্শন পূর্ব্বক, বিনীত হইবার জন্য শিক্ষা দান করেন; উদারভাব-সমন্বিত হইবার জন্য আকৃষ্ট করেন; এবং পরমেশ্বরের মহিমা হৃদয়ে জ্বলদক্ষরে অঙ্কিত করিয়া দেন। এই সকল কারণে, সর্ব্বদেশীয় মনীষিগণ মুক্তকণ্ঠে বিদ্যার গুণকীর্ত্তন করিয়াছেন।

গরুড় পুরাণে লিখিত আছে,

বিদ্যানাম কুরূপরূপমধিকং প্রচ্ছন্নমন্তর্ধনং,
বিদ্যা সাধুজনপ্রিয়া শুচিকরী বিদ্যাগুরূণাং গুরুঃ।
বিদ্যা বন্ধুজনার্ত্তিনাশনকরী বিদ্যা পরং দেবতা,
বিদ্যা ভোগ্যযশঃকুলোন্নতিকরী বিদ্যাবিহীনঃ পশুঃ॥

বিদ্যা কুরূপের মনোহর রূপ; অন্তরের গুপ্তধন; সাধুজনের প্রিয়বস্তু; পবিত্রকারক পদার্থ; গুরুর গুরু; বন্ধুজনের দুঃখবিনাশিনী; শ্রেষ্ঠ দেবতা; ভোগ্যবস্তু, যশঃ এবং কুলের উন্নতি বিধায়িনী। বিদ্যা-বিহীন ব্যক্তি পশু-তুল্য।

এই মনোহারিণী বর্ণনা প্রত্যেক-ব্যক্তির কণ্ঠভূষণ হইবার উপযোগিনী।

বিদ্যাই মানবদিগের পরমহিতকর নয়নস্বরূপ। বিদ্যারূপ নেত্রদ্বারা অতীন্দ্রিয় পদার্থ সমূহ প্রত্যক্ষীভূত হয়; উন্নতি-শৈলের আলোকময় পন্থা-সমূহ ক্রমান্বয়ে পরিলক্ষিত হইতে থাকে; তখন মানবগণ, স্ব স্ব অভিলষিত পন্থা মনোনীত করিয়া, সাহস অবলম্বন পূর্ব্বক, যতই অগ্রসর হইতে থাকেন, ততই তাঁহাদিগের গমন-স্পৃহা বর্দ্ধিত হইয়া উঠে। যে মানব বিদ্যারূপ পরমনয়নে বঞ্চিত, সে চক্ষুষ্মান্ হইয়াও অন্ধসদৃশ। অবনী-মণ্ডলে যে সকল সুখদ ও হিতকর পদার্থ 'রত্ন' নামে অভিহিত হইয়াছে, তন্মধ্যে বিদ্যাই সর্ব্বোত্তম রত্ন। এই মহাধনে ধনী হইতে পারিলে, মানব দেবত্ব প্রাপ্ত হন; তিনি নরলোক নিবাসী হইয়াও স্বর্গ-সুখ উপভোগ করিতে থাকেন; তিনি মানস-পথে কখনও ভূতলে, কখনও গগনে, বিচরণ করেন এবং সর্ব্বত্র বিধাতার অত্যদ্ভুত কৌশল ও অসীম করুণার নিদর্শন অবলোকন পূর্ব্বক, অনির্ব্বচনীয় আনন্দ অনুভব করিতে থাকেন।

বিদ্যা দীপ্তিমান্ মহামণি। প্রচ্ছন্নভাবে রাখিয়া

দিলে, ইহার সুবিমল জ্যোতিঃ অচিরকাল মধ্যেই মলিনভাবাপন্ন হয় এবং সতত পরিমার্জ্জন করিলে ক্রমশঃ অধিক জ্যোতিষ্মান্ হইতে থাকে। শোক, দুঃখ ও বিপদের অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন হইলে, এই জ্যোতির্ম্ময় মহারত্নের মাহাত্ম্য সুস্পষ্টরূপে অনুভূত হইতে থাকে এবং তখন, মানব, ইহার আলোকে, আপন গন্তব্য পথ নির্দ্দেশ করিয়া লয়।

এ জগতে, আমোদ প্রমোদ জলবিম্ববৎ ক্ষণস্থায়ী; অর্থ নিরর্থক গর্ব্ব সমুৎপাদক; ক্ষমতা অলীক আড়ম্বর মাত্র; বিদ্যাই একমাত্র বিমলানন্দের অনন্ত-উৎস-স্বরূপ। বিদ্যা-গিরিতে আরোহণ করিতে থাক, শিখরদেশ কখনই প্রাপ্ত হইবে না; বিদ্যার্ণবে নিমগ্ন হও, দেখিবে উহা অতলস্পর্শ; বিদ্যা-রাজ্যে ভ্রমণ করিতে থাক, যাবজ্জীবন পরিভ্রমণ করিয়াও প্রান্তভাগে উপনীত হইতে পারিবে না; বিদ্যা কত উচ্চ, কত গভীর, কত বিস্তীর্ণ, তাহার ইয়ত্তা করা অসম্ভব। যে সৌভাগ্যবান্ ব্যক্তি বিদ্যামৃত-পানে নিমগ্নচিত্ত, তাঁহার হৃদয় হইতে নিত্য নবীন সুখ-প্রবাহ সমুদ্ভূত হইয়া, তাঁহাকে চরিতার্থ করিতে থাকে; তিনি বসুমতীর যাবতীয় ধনরত্নের সঙ্গেও সে সুখের বিনিময় করিতে চাহেন না।

বিদ্যা সর্ব্বাপেক্ষা দূরদর্শিনী। ইহা ভীষণ আগ্নেয় গিরির অভ্যন্তরস্থ অগ্নিময় দ্রব-ধাতু দর্শন করে; গভীর-সমুদ্র-গর্ভস্থ রত্ন-রাশি অবলোকন করে; ভূগর্ভের আকরনিচয় আবিষ্কার করে; সমগ্র পৃথিবীকে সমৃদ্ধিশালিনী করে; অদ্ভুত কৌশলময় জীব-কলেবরের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে; লোকমণ্ডলীর অদৃষ্টপূর্ব্ব সুখ-দ্বার-সমূহ উদ্ঘাটিত করে; ঊর্দ্ধতন জ্যোতিষ্কমণ্ডলীতে উড্ডীয়মান হয়; মর্ত্ত্যলোক অতিক্রম পূর্ব্বক স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ করে;—সংক্ষেপতঃ, এরূপ দূরবর্ত্তী স্থান নাই, এরূপ সূক্ষ্মতত্ত্ব নাই, এরূপ উচ্চ বিষয় নাই, যাহা বিদ্যার স্পর্শ অতিক্রম করিতে পারিয়াছে।

বিদ্যাপ্রভাবে যে সকল আশ্চর্য্য তত্ত্ব নির্ণীত হইয়াছে, যে সকল অদ্ভুত ব্যাপার সুসম্পন্ন হইয়াছে, যে সকল সুখময় পন্থা লোকমণ্ডলীর হিতার্থে উন্মোচিত হইয়াছে, তাহাদিগের বিষয় ভাবিতে গেলে বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইতে হয়। রেইল্‌ওয়ে, টেলিগ্রাফ্, বাষ্প-যন্ত্র মুদ্রাযন্ত্র, অণুবীক্ষণ, দূরবীক্ষণ, প্রভৃতি কিরূপ অভাবনীয় দ্রুতবেগে মানবীয় সুখ সমৃদ্ধির উন্নতিবিধান করিতেছে, তাহা কাহারও অবিদিত নাই। কতিপয়

শতাব্দী পূর্ব্বে, যে সুখ মহাপরাক্রান্ত নৃপতিগণের ভাগ্যেও ঘটে নাই, অধুনা অকিঞ্চিৎকর নগণ্যব্যক্তি-গণ তাহা অনায়াসে উপভোগ করিতেছেন। যখন কোনও ব্যক্তি চিন্তা করিয়া দেখেন, তাহার ন্যায় ক্ষুদ্র জনের সুখবিধানের জন্য, সর্ব্বদেশীয় উৎকৃষ্ট বস্ত্রনিচয় বহন পূর্ব্বক, বাণিজ্য-পোতসমূহ অর্ণব-মার্গে ইতস্ততঃ বিচরণ করিতেছে; সুদূরবর্ত্তী দেশ সমূহে তাহার গৃহ-সামগ্রী, খাদ্যদ্রব্য, পরিচ্ছদ, অস্ত্র শস্ত্র প্রস্তুত হইতেছে; নানাবিধ আকর হইতে তাহার জন্য খনিজ পদার্থ সমূহ উত্তোলিত হইতেছে; তাহার সুখ শান্তি অপ্রতি-হত রাখিবার জন্য চতুর্দ্দিকে অসংখ্য সৈন্য ও রণ-পোতসমূহ সুরক্ষিত হইতেছে; তাড়িত-বার্ত্তাবহ ও সংবাদপত্র সমূহ তাহাকে নানা দেশীয় অদ্ভুত ঘটনাবলী জ্ঞাপন করিতেছে; গ্রন্থরূপ মায়ামন্ত্রের সাহায্যে মহো-ন্নত মহানুভবগণ তৎসমক্ষে উপনীত হইতেছেন; আহ্বান মাত্রই সুবিখ্যাত বাগ্মিগণ তাহাকে সুমধুর বক্তৃতা শ্রবণ করাইতেছেন; ইতিহাসজ্ঞ পণ্ডিতগণ তাহার নিকট অতীত বৃত্তান্তের বর্ণনায় প্রবৃত্ত হইতে-ছেন; কবিগণ কাব্য-রস-মাধুর্য্যে তাহার মনোহরণ করিতেছেন; তখন, তাহার হৃদয় কৃতজ্ঞতারসে

অভিষিক্ত হইয়া সেই সর্ব্বসুখ দাতাকে ধন্যবাদ করিতে থাকে।

শুদ্ধ বিদ্যাবলেই কি এই সমস্ত অদ্ভুত ব্যাপার সুসম্পন্ন হইতেছে? শুদ্ধ বিদ্যার মাহাত্ম্যেই কি মানবীয় সুখ-স্রোত এত প্রবল বেগে প্রবাহিত হইতেছে? না, কখনই নহে; বিদ্যা ও জ্ঞানের সমঞ্জসীভূত ক্ষমতায় এই সকল মহাব্যাপার নিষ্পাদিত হইতেছে এবং মানবমণ্ডলী ক্রমশঃ উন্নতি-শৈলের উচ্চ হইতে উচ্চতর শিখরে আরোহণ করিতেছেন।

বুদ্ধিমান ব্যক্তি মাত্রই জানেন বিদ্যা ও জ্ঞান এক পদার্থ নহে। বিদ্যার সদ্ব্যবহার করিবার নৈপুণ্যই 'জ্ঞান' নামে আখ্যাত হইয়া থাকে। বিদ্যা শক্তি, জ্ঞান প্রযোক্তা; বিদ্যা ভক্ষণীয় দ্রব্য, জ্ঞান স্বাস্থ্য; বিদ্যা সর্ব্বরোগ-বিনাশিনী ভৈষজ্য*-করণ্ডিকা, জ্ঞান উদ্ঘাটনকারী কুঞ্চকা†; বিদ্যা লাবণ্যময়ী, শৈত্যগুণোপেতা, সুকোমলা জ্যোৎস্না, জ্ঞান অত্যুজ্জ্বল, শীতঘ্ন, প্রখর সূর্য্যতাপ; বিদ্যা দূর হইতে দর্শন করে, জ্ঞান আলিঙ্গন করিয়া কৃতার্থ হয়; বিদ্যা উপায় উদ্ভাবন করে; জ্ঞান

* ভৈষজ্য-করণ্ডিকা—ঔষধির বাক্স।

† কুঞ্চক—চাবি।

তাহা অনুষ্ঠান করিয়া সিদ্ধকাম হয়; বিদ্যা তন্ন তন্ন করিয়া নির্ব্বাচন পূর্ব্বক মণি, মুক্তা সমূহ নেত্র সন্নিধানে উপস্থাপিত করে; জ্ঞান তৎসমুদায় সহযোগে রমণীয় কণ্ঠহার প্রস্তুত করে; বিদ্যা যাহা সাধারণের হিতকর বলিয়া প্রতিপন্ন করে; জ্ঞান তাহা কার্য্যে প্রয়োগ করিয়া মানবীয় সুখ সমৃদ্ধি পরিবর্দ্ধিত করে; বিদ্যা উপস্থিত বিপদের কারণ, ফলাফল ও নিষ্কৃতি লাভের উপায় প্রদর্শন করে; জ্ঞান, একমাত্র নিষ্কৃতিলাভের উপায় অবলম্বন পূর্ব্বক, অগ্রসর হইতে থাকে এবং অনতিবিলম্বে বিপন্মুক্ত হয়।

সুবিখ্যাত কবি কাউপার* বলেন, "বিদ্যা ও জ্ঞানে প্রায়শঃ কোন সম্বন্ধ পরিলক্ষিত হয় না। বিদ্যা পর-কীয় চিন্তারাশি বহন পূর্ব্বক মস্তিষ্কে অবস্থিতি করে; জ্ঞান আত্ম-চিন্তায় নিমগ্ন হইয়া হৃদয়ে বসতি করে। বিদ্যালব্ধ অগঠিত ও অব্যবহার্য্য পদার্থরাশি জ্ঞানের

* উইলিয়ম্ কাউপার—প্রসিদ্ধ ইংরাজ কবি। ইনি ধার্ম্মিক, ভীরু ও বিষণ্ণস্বভাব ছিলেন। এই মহাত্মা রাজকার্য্য গ্রহণ করিবার জন্য দুই বার অনুরুদ্ধ হইয়াও, স্বভাবগত ভীরুতাবশতঃ, প্রত্যেক বারই কার্য্যগ্রহণে অস্বীকৃত হন; তৎপরে, পদ্যরচনায় মনোনিবেশ করিয়া, প্রসিদ্ধি লাভ করেন। এতৎপ্রণীত "টাস্ক্" "জন্ গিল্পিন্" প্রভৃতি অতিশয় আদরের বস্তু। জন্ম ১৭৩১ খ্রীঃ, মৃত্যু ১৮০০ খ্রীঃ।

উপকরণ মাত্র; যে পর্য্যন্ত জ্ঞান-রূপ স্থপতি তাহাদিগকে নির্ম্মল ও চতুরস্র করিয়া যথাস্থানে সন্নিবেশিত না করে, ততক্ষণ তাহারা মস্তিষ্ককে প্রত্যক্ষতঃ অলঙ্কৃত, বস্তুতঃ গুরুভারে নিপীড়িত, করে। বিদ্বান্ শিক্ষা-বাহুল্যে গর্ব্বিত হন ; জ্ঞানী স্বীয় জ্ঞানের ক্ষুদ্রতা দর্শনে বিনীত থাকেন।”

আডাম্ * বলেন, “মস্তিষ্কবর্ত্তিনী বিদ্যা, বহির্দ্দিক সুমার্জ্জিত করিয়া, সভ্যতায় অলঙ্কৃত করে ; হৃদয়বর্ত্তী জ্ঞান, অভ্যন্তরে তেজোময়ী শক্তি বিকীর্ণ করিয়া, মানবকে গৌরবান্বিত করে।”

পোপ্† বলেন, “বিদ্যা পারদ সদৃশ প্রভাবশীলা ও গুণোৎকর্ষে শীর্ষস্থানীয়া। নিপুণ ব্যক্তি ইহা দ্বারা অশেষবিধ শুভ সাধন করেন, কিন্তু নির্ব্বোধের হস্তগত হইলে ইহা প্রাণ বিনাশের আয়োজনে প্রযুক্ত হয়।”

অবিদ্বানগণ অহঙ্কারী, নিষ্ঠুর, দুরাচার, নীচাশয় ও ধর্ম্মদ্বেষী হইয়া থাকেন ; কিন্তু জ্ঞানিগণ সততই

* আলেকজাণ্ডার্ আডাম্—স্কট্‌লাণ্ডের প্রসিদ্ধ ধর্ম্মোপদেশক ও গ্রন্থকার। ইনি সুশিক্ষ, বিনয়ী ও উদারচিত্ত মহানুভব দিগের মধ্যে অন্যতম। এতৎপ্রণীত গ্রন্থাবলীর মধ্যে “রোমীয় প্রাচীনতত্ত্ব” সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সমাদৃত হইয়াছিল। জন্ম ১৭৪১ খ্রীঃ, মৃত্যু ১৮০৯ খ্রীঃ।

† ১৩৫ পৃষ্ঠা দেখ।

বিনীত, দয়ালু, চরিত্রবান্, উদারচেতা ও ধর্ম্মনিষ্ঠ হন; অবিদ্বান্‌গণ বিফল-মনোরথ হইয়া বিষাদে অভিভূত হইয়া পড়েন, এবং চতুর্দ্দিক অন্ধকারময় দেখেন; জ্ঞানিগণ, কর্ত্তব্য সাধন পূর্ব্বক, স্থিরচিত্তে সিদ্ধান্ত করেন যে, যে বিষয়ে আশানুরূপ কৃতকার্য্যতা লব্ধ হয় নাই, তাহা গাঢ়তর যত্ন ও শ্রমসাপেক্ষ; সুতরাং, প্রফুল্লহৃদয়ে পুনর্ব্বার কার্য্যে নিযুক্ত হন। অবিদ্বান্‌গণ, সুখ্যাতিকামনায়, বক্তৃতায় ও কথোপকথনে, সুগভীর বিদ্যাবত্তার পরিচয় দান করেন; তাঁহাদিগের গুণপনা শুদ্ধ বিদ্বান্‌গণই বুঝিতে সমর্থ হন; জ্ঞানিগণ, সার্ব্বজনীন হিতসাধনের জন্য, সর্ব্ব কার্য্যে সহৃদয়তার পরিচয় দান করেন; তাঁহাদিগের মাহাত্ম্য সর্ব্বসাধারণের গোচরীভূত হয়। অবিদ্বান্‌গণের কার্য্যকলাপের মধ্যে কোনও বিশেষ পারিপাট্য লক্ষিত হয় না; তাঁহারা স্বীয় হৃদয়ের উৎকর্ষ সাধনে যত্নবান্ হন না; তাঁহাদিগের সিদ্ধান্তে সূক্ষ্মদর্শিনী বিবেচনার আভাস পরিলক্ষিত হয় না; মন্তব্যে হৃদয়ের নিরপেক্ষ স্বাধীন ভাব দৃষ্ট হয় না; তাঁহারা সর্ব্বদা অপরের যন্ত্র*

* চিন্তা যন্ত্র; মস্তিষ্ক।

অবলম্বন করিয়া কার্য্য করেন; এবং তাঁহাদিগের হস্ত যে কার্য্য করে, মস্তিষ্ক তদ্বিষয়ে বিশেষ সহায়তা করেনা। জ্ঞানীদিগের রীতি ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত। তাঁহারা, সাধারণ ব্যক্তি দিগের কার্য্যপ্রণালী অতিক্রম পূর্ব্বক, স্বতন্ত্র ও উন্নত রীতি অবলম্বনে, স্বকীয় কর্ত্তব্য সম্পাদন করেন; আত্মদোষ সংশোধন সহকারে, হৃদয়ের উৎকর্ষ সাধনে ব্যাকুলিত হন; গভীর চিন্তার সাহচর্য্যে, হিতাহিত পরিমাণ পূর্ব্বক, সিদ্ধান্তে উপনীত হন; নিরপেক্ষ ভাবে দোষগুণ বিচার করিয়া মন্তব্য প্রকাশিত করেন; অপরের যন্ত্র * ব্যবহার না করিয়া স্বীয় যন্ত্রের সাহায্য গ্রহণ করেন; তাঁহারা যে সমুদায় কার্য্য সম্পাদন করেন, তাহাতে সুগভীর চিন্তাশীলতার লক্ষণ পরিদৃষ্ট হয়; এক কথায়, তাঁহাদিগের সমস্ত কার্য্যই প্রাকৃত ব্যক্তিগণের ভূমি অতিক্রম করিয়া উর্দ্ধতর দেশে অবস্থান করে।

জ্ঞান-বিহীনা বিদ্যা বর্ষণ-বিরহিতা মেঘমালা অথবা বসন্ত-বর্জ্জিতা ঋতুরাজি সদৃশ। নভোমণ্ডলে মেঘরাশি সমুদ্ভূত হইয়া, অমৃতময়ী ধারা বর্ষণে, ধরণীকে শস্য-

* ১৬৮ পৃষ্ঠা দেখ।

শালিনী করে, এজন্যই গগনসঞ্চারিণী কাদম্বিনী দর্শনে মানবগণ এত পুলকিত হইয়া থাকেন। বসন্ত-সমাগমে, ধরিত্রী, মনোহর বেশে সুসজ্জিতা হইয়া, চতুর্দ্দিকে বিধাতার সঞ্জীবনী শক্তির আনন্দময়ী বার্ত্তা ঘোষণা করিতে থাকে, এজন্যই কৃষক হইতে মহারাজাধিরাজ পর্য্যন্ত মুক্ত কণ্ঠে বসন্তঋতুর গুণকীর্ত্তন করেন। জ্ঞান, মানবীয় সুখ সমৃদ্ধির উন্নতিসাধনসহকারে, মর্ত্ত্যলোকে স্বর্গ-রাজ্য অবতারিত করে, এই হেতু, মানবগণ জ্ঞানকে সর্ব্বান্তঃকরণে শ্রদ্ধা করিয়া থাকেন।

জ্ঞানবর্জ্জিত বিদ্যায় মানব স্বার্থপর, অহঙ্কারী, কপটাচারী, ও বাহ্য-চাকচক্যপ্রিয় হইয়া উঠে, এবং অনতিবিলম্বে অধোগামী হয়। বিদ্বান্‌গণ যে পর্য্যন্ত জ্ঞানালঙ্কৃত না হন, সে পর্য্যন্ত তাঁহারা কখনও সর্ব্বজন-সমাদৃত ও পূজিত হইবার আশা করিতে পারেন না। কোনও ব্যক্তিকে সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাস করিতে হইলে, লোকমণ্ডলী কেবল তদীয় বিদ্যাবত্তার প্রতি লক্ষ্য করেনা, কিন্তু তাহার জ্ঞানের গভীরতা কতদূর, তাহার চরিত্র কিরূপ বিশুদ্ধ, তাহার ধর্ম্মনিষ্ঠা কেমন প্রগাঢ়, এই সকল গুণানুসন্ধান পূর্ব্বক, তদুপরি বিশ্বাস ন্যস্ত করে; হৃদয়-দ্বার উদ্‌ঘাটন করিয়া, অভীপ্সিত বিষয়

তৎসমীপে ব্যক্ত করে; এবং সিদ্ধকাম হইবার অভি-লাষে, তদীয় মতামত গ্রহণ করে।

বিদ্যা সুগভীরা হইলে, যেরূপ মহৎ কার্য্য সাধনের উপযোগিনী হয়,পল্লবগ্রাহিতায় পর্য্যবসিত হইলে,আবার তদ্রূপই ভয়ঙ্করী ও অনর্থোৎপাদিনী হইয়া থাকে। সরস্বতীকুণ্ডের অমৃত প্রভূত পরিমাণে পান করিলে মানব স্থিরমতি ও সূক্ষ্মদর্শী হয়, কিন্তু স্বাদমাত্র গ্রহণ করিলে, ঘূর্ণিতমস্তিষ্ক ও আস্ফালন-সর্ব্বস্ব হইয়া পড়ে। সুপণ্ডিতগণ স্বীয় বিদ্যার অল্পতা দর্শনে বিনীত হন, কিন্তু পল্লবগ্রাহিগণ আস্ফালনের প্রাচুর্য্যে কর্ণপীড়া উৎপাদন করে, ইহাই স্বাভাবিক; কারণ, রিক্ত পাত্র হইতেই উচ্চতরশব্দ বিনির্গত হইয়া থাকে। অগাধ-জল-সঞ্চারী বৃহৎ মৎস্যগণ নিঃশব্দে গমনাগমন করে, কিন্তু অগভীর জলে ভাসমান ক্ষুদ্র মৎস্যগুলি সর্ব্বদাই ছট্ ফট্ করিয়া থাকে। সুবিদ্বান্ মহোদয়গণ বিনা আড়ম্বরে কর্ত্তব্য সাধন করিতে থাকেন, কিন্তু পল্লবগ্রাহিগণ, গর্ব্বে স্ফীত হইয়া, "সবজান্তা"-শ্রেণী অধিকার করে এবং দিগ্বিদিক্ জ্ঞানশূন্য হইয়া, সর্ব্ববিষয়ে অনুক্ষণ স্বকীয় বিদ্যাবত্তার গৌরব প্রদর্শন করিয়া থাকে।

লর্ড চেষ্টারফীল্ড্*, প্রাগুক্ত দোষের বিষয় উল্লেখ পূর্ব্বক, স্বীয় পুত্রকে উপদেশচ্ছলে বলিয়াছেন, "বৎস, স্বীয় বিদ্যাবত্তা পকেট্‌ঘড়ীর † ন্যায় গুপ্ত রাখিবে; প্রদর্শন মানসে তাহা কখনই পুনঃ পুনঃ বাহির করিবে না; কেবল সময়-জিজ্ঞাসু ব্যক্তিদিগকে সময় জ্ঞাপন করিবে; কিন্তু জিজ্ঞাসিত না হইলে, প্রহরীর ন্যায় প্রতি ঘণ্টায় সময়ের সংবাদ জ্ঞাপন করিবেনা।" যুবক মাত্রেরই যে এই মহামূল্য উপদেশ শিরোধার্য্য, তাহা বলা অনাবশ্যক।

বিদ্যোপার্জ্জন অকিঞ্চিৎকর কার্য্য নহে। কঠোর পরিশ্রম ও অব্যাহত অভিনিবেশ সহকারে, সতত সদ্‌গ্রন্থ অধ্যয়ন করিলে, বিদ্যারূপ মহাধন লব্ধ হইয়া থাকে। এজগতে অনেকেই বিদ্বান্ বলিয়া সম্মানিত

* লর্ড চেষ্টারফীল্ড্ ইংলণ্ডের সুবিখ্যাত রাজনীতিজ্ঞ ও গ্রন্থকার। সুসভ্যজগতে প্রতিপত্তি লাভার্থ, ইনি স্বীয়পুত্রকে যে সকল উপদেশপূর্ণ পত্র লিখিয়াছিলেন, সেই সকল পত্র ভাষার সৌন্দর্য্যে ও প্রাঞ্জলতার গুণে, অদ্যাপি সর্ব্বত্র সমাদরের সহিত অধীত হইতেছে। পত্রগুলির মধ্যে ধর্ম্মনীতির শিথিলতা, যে কোন উপায়ে সংসারে উন্নতিলাভের চেষ্টা, আধ্যাত্মিক উন্নতির পরিবর্জ্জন প্রভৃতি অনেকানেক দোষ রহিয়াছে। জন্ম ১৬৯৪ খ্রীঃ, মৃত্যু ১৭৭৩ খ্রীঃ।

† পকেট—গায়ের জামা সংলগ্ন ক্ষুদ্র থলিয়া। পকেট ঘড়ী—পকেটে রাখিবার ক্ষুদ্র ঘড়ী।

হইতে ইচ্ছা করেন, কিন্তু ঐ নামের উপযুক্ত হইবার জন্য কষ্ট স্বীকার করিতে চাহেননা; তাঁহারা বিদ্যারূপ পবিত্র সলিল পানে পরিতৃপ্ত হইবার জন্য অভিলাষ করেন, কিন্তু কূপ খননের ক্লেশ স্বীকারে অগ্রসর হননা। কূপোদ্গত নির্ম্মলবারি পান করিতে হইলে, বহু যত্নে ও বহু আয়াসে কঠিন মৃত্তিকা খনন করিতে করিতে ক্রমশঃ গভীরতর দেশে গমন করিতে হয় বটে, কিন্তু জলোৎস একবার লব্ধ হইলে, সুখের আর সীমা থাকেনা; তথা হইতে অবিরত নির্ম্মল বারি সমুত্থিত হইয়া তৃষ্ণার্ত্ত ব্যক্তিদিগের পরিতৃপ্তি সাধন করিতে থাকে। বিদ্যোদ্গতা সুধা পান করিতে হইলেও, অক্লান্ত পরিশ্রম ও প্রগাঢ় মনোযোগ সহকারে, অধ্যয়ন করিতে করিতে, ক্রমে ক্রমে কঠিন বিদ্যা-ভূমির গভীরতর দেশে গমন করিতে হয় বটে, কিন্তু অমৃতের উৎস একবার অধিগত হইলেই স্বর্গ-সুখের দ্বার উদ্‌ঘাটিত হইয়া যায় এবং তাহা হইতে নিরন্তর পবিত্র পীযূষরাশি উৎসারিত হইয়া বিদ্যার্থীদিগকে চরিতার্থ করিতে থাকে।

বিদ্যোপার্জ্জনের উদ্দেশ্য ত্রিবিধ, (১) আত্মোন্নতি-বিধান, (২) পর-হিত-সাধন, ও (৩) পরমেশ্বরের মাহাত্ম্য উদ্‌ঘোষণ। এতাদৃশ ক্ষুদ্র প্রবন্ধে এই সকল

বিষয়ের বিস্তারিত বিবরণ সমাবেশিত হইবার সম্ভাবনা নাই। প্রত্যেক উদ্দেশ্যের অতিসংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

(১) আত্মোন্নতি-বিধান। মস্তিষ্ককে বিদ্যার সমাধিস্থানরূপে পরিণত না করিয়া, বহুকষ্টোপার্জ্জিত বিদ্যা দ্বারা যাহাতে বুদ্ধিবৃত্তি ও চিন্তাশক্তি পরিস্ফুরিত ও পরিমার্জ্জিত হয়, কার্য্যকরী শক্তি তেজস্বিনী হইয়া উঠে, চরিত্র সংগঠনে ব্যাকুলতা জন্মে, তজ্জন্য ঐকান্তিক যত্ন করা আবশ্যক। আত্মোন্নতিবিধানে ব্যাকুলিত হইয়া যাঁহারা বিদ্যোপার্জ্জনে নিযুক্ত হন, এক একটী অভিনব তত্ত্বে প্রবেশ করিবামাত্র তাঁহাদিগের হৃদয় আলোকময় হইয়া উঠে; অদৃষ্টপূর্ব্ব বিষয় সমূহ প্রত্যক্ষীভূত হয়; প্রশস্ত কার্য্যক্ষেত্র নেত্র-গোচর হয়; তখন, তাঁহারা, স্থিরপ্রতিজ্ঞা সহকারে অভীপ্সিত কার্য্য সম্পাদন পূর্ব্বক, সিদ্ধকাম হন। দিগ্বিজয়ী মহাবীর নেপোলিয়ানের যুদ্ধপ্রণালী এতদ্বিষয়ের উদাহরণ রূপে গৃহীত হইতে পারে। সমসাময়িক সেনাপতিবর্গের মধ্যে অনেকেই তাঁহার ন্যায় সমরবিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন, কিন্তু তথাপি তাঁহারা পুনঃ পুনঃ কেন পরাস্ত হইলেন? কারণ, তাঁহারা যে

বিদ্যায় পাণ্ডিত্য লাভ করিয়াছিলেন, ঐ মহাবীর সেই বিদ্যা স্থিরচিন্তা সহকারে, আপন আয়ত্ত করিয়াছিলেন, ও তাহা কার্য্যে প্রয়োগ করিবার নিপুণতা লাভ করিয়াছিলেন। তিনি মুহূর্ত্তমধ্যে সৈন্যদিগকে অভিনব প্রণালীতে শ্রেবণীব্ধ করিতেন; মুহূর্ত্তমধ্যে তাহাদিগকে অভিনব প্রণালীতে চালাইতেন; এবং অদ্ভুত নিপুণতো-সহকারে শত্রুদিগকে পরাস্ত করিতেন। বিজিত শত্রুগণও তাঁহার রণ-কৌশল ও অপরিসীম সাহসের ভূয়সী প্রশংসা না থাকিয়া থাকিতে পারিতনা।

(২) পর-হিত-সাধন। বিদ্যাদ্বারা শুদ্ধ স্বার্থসাধন না করিয়া, যাহাতে তদ্দারা জগতের অসংখ্য লোকের মঙ্গল সংসাধিত হইতে পারে, যাহাতে তাহাদিগের দুঃখ বিমোচন ও সুখবর্দ্ধন হইতে পারে, তজ্জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করা উচিত। মহানুভবগণ, বিদ্যাবলেই, জ্ঞান বিজ্ঞান, শিল্প সাহিত্য, বিষয় বাণিজ্য ও সুখ সমৃদ্ধির উন্নতি সাধন করিয়া, লোকমণ্ডলীর কৃতজ্ঞতা-ভাজন হইয়াছেন। বস্তুতঃ যাঁহারা বিদ্যার প্রভাবে মানব-জগতের দুঃখ নিবারণার্থ কোন উপায় উদ্ভাবন করিতে পারেন, রোগপ্রতিকারের কোন ঔষধ আবিষ্কার করিতে সমর্থ হন, দারিদ্র্য-কষ্ট বিনাশের কোন পথ

প্রদর্শন করেন, বিপদুদ্ধারের কোন উপায় প্রকাশিত করেন, তাঁহারাই মানবকুলে ধন্য।

(৩) পরমেশ্বর মাহাত্ম্যের উদ্ঘোষণ। জ্যোতির্ব্বিদ্যা, রসায়ন বিদ্যা, প্রাণিতত্ত্ব, মনস্তত্ত্ব, চিকিৎসাতত্ত্ব, উদ্ভিদ্‌তত্ত্ব প্রভৃতির যে কোন তত্ত্বে লব্ধপ্রবেশ হইলেই বিধাতার অচিন্তনীয় জ্ঞান, শক্তি ও কৌশল প্রত্যক্ষীভূত হয় এবং হৃদয় অনির্ব্বচনীয় আনন্দরসে প্লাবিত হইয়া, জগৎস্রষ্টাকে ধন্যবাদ দিতে থাকে। জড়জগৎ, প্রাণিজগৎ ও সৌরজগৎ সতত যাঁহার মহিমা ঘোষণা করিতেছে, সেই আনন্দময় ও অমৃতময় পরমদেবকে সর্ব্বতত্ত্বে দর্শন পূর্ব্বক, অনন্তকীর্ত্তি মহাপুরুষগণ ধর্ম্মশাস্ত্র প্রণয়নে ও ধর্ম্মপ্রচার-ব্রতে জীবনোৎসর্গ করিয়াছেন, এবং লোকমণ্ডলীকে ধর্ম্মামৃত পান করাইবার জন্য, লোকভয়, রাজভয় ও মৃত্যুভয় তুচ্ছ করিয়া, মহেশ্বরের মাহাত্ম্য উদ্ঘোষিত করিয়াছেন। তাঁহারা জগৎসমীপে সুস্পষ্টরূপে ইহাই প্রতিপন্ন করিয়া গিয়াছেন যে, যিনি কৃপা করিয়া মানবদিগকে বিমল সুখনিধান—শরীর, মন ও আত্মা প্রদান পূর্ব্বক, অশেষবিধ সুখসাধন পদার্থ সৃষ্টিকরিয়াছেন, তাঁহার মহিমা কীর্ত্তনে, উৎসর্গীকৃত হইলেই, মানব-জীবন সার্থক হয়।

অদূরদর্শী নির্ব্বোধ ব্যক্তিগণ বিদ্যোপার্জ্জনের প্রাগুক্ত উদ্দেশ্য ত্রয় বিস্মৃত হইয়া, বিদ্যোন্মাদে উন্মাদিত হন এবং স্বকীয় লক্ষ্য সঙ্কীর্ণ ভিত্তির উপর সন্ন্যস্ত করেন; সুতরাং তাঁহাদিগের উন্নতি লাভের আশা আকাশ-কুসুমে পরিণত হয়; তাঁহাদিগের উচ্চাকাঙ্ক্ষাসমূহ অঙ্কুরেই বিদলিত হয়; অনুদার অভিসন্ধিসমূহ তাঁহাদের কার্য্যকলাপে প্রচ্ছন্ন থাকে; এবং সর্ব্ববিষয়ে কপটতা অবলম্বন পূর্ব্বক, তাঁহারা ভাবী পরিতাপের পথ প্রস্তুত করিতে থাকেন। বিদ্বান্‌দিগের মধ্যে কোন্ শ্রেণীর লোকেরা কিরূপে স্বকীয় উন্নতির পথ কণ্টকাকীর্ণ করেন, তাহা সংক্ষেপে নিম্নে বিবৃত হইল :—

(১) কতকগুলি লোক, আত্মাভিমানে স্ফীত হইয়া, সর্ব্ববিষয়ে এরূপ দৃঢ় ঔদ্ধত্য প্রদর্শন করিতে থাকেন যে, তদ্দর্শনে তাঁহাদিগের প্রতি ঘৃণার উদ্রেক হওয়া অনিবার্য্য হইয়া দাঁড়ায়। স্বীয় মতের পোষকতায় ইঁহারা মহাজন-বাক্যাবলীর বিপরীত অর্থ উদ্ভাবন করেন; আত্মদোষ প্রত্যক্ষ করিয়াও নয়ন মুদ্রিত করেন এবং বহুদোষে কলঙ্কিত হন।

প্রথমতঃ, তাঁহারা অপরের উৎকৃষ্ট যুক্তিসমূহের

প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন পূর্ব্বক, স্বকীয় জ্ঞানবর্দ্ধনের উপায় পরিত্যাগ করেন এবং অন্ধকারপূর্ণ জটিল-পথে বিচরণ করিতে থাকেন। তাঁহারা একবারও ভাবিয়া দেখেন না যে, একমাত্র সুযুক্তির পথই আলোকময় এবং সেই পথ অবলম্বন করিয়া অগ্রসর হইলেই, স্খলিতপদ হইবার সম্ভাবনা থাকে না।

দ্বিতীয়তঃ, স্বীয় দোষ স্বীকার করা জ্ঞানের লক্ষণ। কোন ব্যক্তি স্বদোষ স্বীকার করিলে ইহাই প্রতিপন্ন হয় যে, ইতঃপূর্ব্বে তিনি যেরূপ জ্ঞানী ছিলেন, সম্প্রতি তদপেক্ষা অধিকতর জ্ঞানী হইয়াছেন। অভিমানিগণ, দোষ স্বীকার করা দূরে থাকুক, প্রত্যুত, আত্মমত সমর্থনের জন্য, নানারূপ অবৈধ উপায় অবলম্বন পূর্ব্বক ক্রমশঃ উদ্ধতভাষী হইয়া উঠেন; সুতরাং বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিগণ, এতাদৃশ প্রগল্‌ভতা দর্শনে বিরক্ত হইয়া, তাঁহাদিগের সংসর্গ পরিত্যাগ করেন।

তৃতীয়তঃ, এই শ্রেণীর লোকেরা অত্যন্ত পক্ষপাতী হইয়া থাকেন। স্বমতপোষক ব্যক্তিদিগের নানাবিধ দোষ ও অজ্ঞতা উপলব্ধি করিয়াও, তাহাদিগকে ভালবাসেন, এবং বিরুদ্ধমতাবলম্বী বলিয়া, নির্দ্দোষ পণ্ডিতদিগের অযথা অবমাননা ও নিন্দা করিয়া থাকেন; বস্তুতঃ,

যাঁহারা অপরকে ঘৃণা ও পরিহাস করিবার জন্য ব্যস্ত, তাঁহারা স্বীয় প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার বহুবিধ উপকরণ সহজেই প্রাপ্ত হন, সন্দেহ নাই; কিন্তু তদ্দ্বারা তাঁহা-দিগের আপন উন্নতি সাধনের দ্বার অচিরকাল মধ্যেই রুদ্ধ হয়। দুষ্ট লোকেরাই জ্ঞানী ও সজ্জনদিগকে বিষাক্ত নয়নে দর্শন করে এবং অন্ধের ন্যায় বিপথগামী হইয়া থাকে।

চতুর্থতঃ তাঁহারা অভিমানবশতঃ কপটাচারী হইয়া উঠেন; স্বকীয় দোষরাশি সংশোধন না করিয়া, তৎ-সমুদয় মনোহর আবরণে লুক্কায়িত রাখেন এবং বিবেক-বুদ্ধির বিরুদ্ধে কার্য্য করিতে করিতে অধঃপাতের চরম সীমায় উপনীত হন। তাঁহাদিগের ছলনাপূর্ণ অন্তঃকরণ যাহা জানে, মায়াপটু মুখ-মণ্ডল তাহা আবৃত করিয়া রাখে। কপটাচার যে চরিত্রের ঘোর কলঙ্ক, ইহা জানিয়াও তাঁহারা এই পাপকে সযত্নে পোষণ করেন; বাক্যের সহিত তাঁহাদিগের কার্য্যের সামঞ্জস্য লক্ষিত হয় না, সুতরাং সকলেই তাঁহাদিগকে সন্দেহের চক্ষে দর্শন করে। ফলতঃ, এজগতে, কপটতাই একমাত্র ক্ষমার অযোগ্য মহাপাপ। কপটতা ও আত্মগোপন একই কথা এবং তাহা আত্মপ্রসাদ লাভের প্রধান অন্তরায়।

(২) অপর কতকগুলি লোক, সর্ব্বক্ষণ জনসাধারণের প্রশংসা লাভ করিবার জন্য, সাতিশয় আগ্রহ সহকারে উৎকর্ণ হইয়া থাকেন ; অপরের বিদ্যাবত্তার প্রশংসা কর্ণগোচর হইলে, তাঁহারা ঈর্ষ্যানলে দগ্ধ হন ও আপনাদিগকে অবমানিত মনে করেন ; যশস্বী বিদ্বানের সম্মাননা, তাঁহাদিগের পক্ষে শতবৃশ্চিক দংশনের যাতনা তুল্য ; তাঁহারা, সকলকে অতিক্রম পূর্ব্বক, বিদ্যা-শৈলের শীর্ষস্থান অধিকার করিবার জন্য লালায়িত ; তাঁহারা, প্রশংসা-লোভে, অধিকাংশ লোকের মতানুবর্ত্তী হন ; সত্যের নামে অসত্য, ধর্ম্মের নামে অধর্ম্ম, প্রচার পূর্ব্বক, প্রাকৃতলোকদিগের মুখে স্বীয় গুণানুকীর্ত্তন শ্রবণে চরিতার্থ হন ; "লোকে কি বলিবে" ইহাই জীবনের মূলমন্ত্র-রূপে গ্রহণ পূর্ব্বক, অলীক আড়ম্বর পূর্ণ কার্য্যকলাপে সতত নিযুক্ত থাকেন ; অবশেষে বার্দ্ধক্য উপস্থিত হইলে, পরিতাপানলে তাহাদিগের হৃদয় দগ্ধ হইতে থাকে এবং জীবনের অবশিষ্ট কাল বিষাদে অতিবাহিত হয়।

(৩) অপর কতকগুলি লোক, বিদ্যার আবরণে সমাচ্ছাদিত হইয়া, শুদ্ধ স্বার্থসাধনোদ্দেশে, বহুরূপীর অভিনয় করিয়া থাকেন। স্বার্থই তাঁহাদিগের হৃদয়ে

সর্ব্বদা প্রধূমিত; স্বার্থসিদ্ধির জন্য তাঁহারা অবৈধ উপায় অবলম্বন করিতে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত হন না; ছদ্মবেশে অপরের মস্তকে কুঠারাঘাত পূর্ব্বক, অভীষ্ট সাধন করিয়া লইতে কিছুমাত্র ভীত হন না। ইঁহারা, কুম্ভীর-মায়া * বিস্তার পূর্ব্বক, অশ্রুসিক্ত নয়নে, বিশ্রব্ধ ও নির্দ্দোষ মানবদিগকে বিপদ্‌গ্রস্ত করেন। এই আত্মম্ভরি শঠচূড়ামণিগণ, ইচ্ছাপূর্ব্বক জ্ঞান-চক্ষু নিমীলিত করিয়া, কিরূপ গভীর পাপপঙ্কে নিমগ্ন হইয়া থাকেন, তাহা সহজেই অনুমিত হইতে পারে।

সর্ব্বদেশেই এই সকল শ্রেণীর পণ্ডিত-মূর্খগণ অন্তর্নক্ষত্রবিদ্যানিধিরূপে বিরাজিত রহিয়াছেন। ইঁহাদের জঘন্য কার্য্যকলাপ দর্শন করিলে শুষ্ক বিদ্যার প্রতি ঘৃণা বোধ করা অনিবার্য্য হইয়া উঠে। ইঁহাদের মধ্যে কোন কোন ব্যক্তি মদ্যপায়ী, দুর্নীতিপরায়ণ, প্রশংসা-

* কুম্ভীর মায়া—প্রাচীনকালে ইউরোপে এই প্রবাদ ছিল যে, কুম্ভীরগণ, শিকার লাভার্থ নদীতীরস্থ পথের নিকটবর্ত্তী স্থানে লুক্কায়িত থাকিয়া, সঙ্কটাপন্ন ব্যক্তিগণের ন্যায়, মানুষের রবে আর্ত্তনাদ ও অশ্রুবর্ষণ করিত। তাহাদিগের কাতররবে বিচলিত হইয়া, দয়ার্দ্রচিত্ত পথিকগণ যাইয়া তাহাদিগের নিকটস্থ হইতেন, অমনি তাঁহাদিগকে আক্রমণ পূর্ব্বক, উদরসাৎ করিত

লোলুপ ও ঘোর কপটাচারী; অপর কেহ কেহ ধর্ম্মদ্বেষী. অভিমানস্ফীত, পরনিন্দা-প্রিয়, স্বার্থ-পরায়ণ, ও আস্ফালন-সর্ব্বস্ব। এই পণ্ডিত-মূর্খগণই বিজ্ঞতম দেশের ও সমাজের প্রকৃত শত্রু। ইঁহারা দুর্ম্মতি বশতঃ, একদিকে, বহু কষ্টোপার্জ্জিত বিদ্যার অপ-ব্যবহার পূর্ব্বক, স্বীয় জীবন কলঙ্কিত করিতেছেন; অপরদিকে ভীষণ কুদৃষ্টান্ত প্রদর্শন পূর্ব্বক, ভবিষ্য বংশধরগণের অধঃপতনের দ্বার উন্মুক্ত করিতেছেন। ইঁহারাই চক্ষুষ্মান্ অন্ধ ও প্রকৃত কৃপাপাত্র।

সুধীদিগের বিদ্যোপার্জ্জনপ্রণালী সম্পূর্ণরূপ স্বতন্ত্র। তাঁহারা প্রকৃত উন্নতি লাভে ব্যাকুল হইয়া বিদ্যোপার্জ্জনে নিযুক্ত হন; অপরের প্রশংসাবাদের জন্য তাঁহারা উৎকণ্ঠিত নহেন; অপর ব্যক্তিগণ তাঁহাদিগকে বিদ্যাগুণে অতিক্রম করিল কিনা, সে চিন্তা তাঁহাদিগের মনে স্থান প্রাপ্ত হয়না; তাঁহাদিগের আশা দিগন্ত-ব্যাপিনী; তাঁহারা জ্ঞান-রাজ্যের বিশাল বিস্তৃতি দর্শনে পুলকিত হন; উন্নতি লাভের নানাবিধ পন্থা অবলোকন করিয়া অনির্ব্বচনীয় আনন্দ লাভ করেন; কদভ্যাস-সমূহ, কিরূপে লূতাতন্তুবৎ আরব্ধ হইয়া, পরিশেষে দুশ্ছেদ্য লৌহ-শৃঙ্খলে পরিণত হয়, তদ্বিষয় বিবেচনা

পূর্ব্বক তাহা হইতে দূরে অবস্থিতি করেন; সাধুতা ও সত্যপরায়ণতার আশ্রয় গ্রহণ পূর্ব্বক উন্নতিলাভ করিতে থাকেন; তাঁহারা যতই অধ্যয়ন করেন, ততই সুবিদ্বান্ হন; যতই বিদ্বান্ হন, ততই চিন্তাশীল হইতে থাকেন; যতই চিন্তাশীল হন, ততই জ্ঞানী হইতে থাকেন; যতই জ্ঞানী হন, ততই স্বীয় জ্ঞানের অল্পতা দর্শনে বিনীত হন। সংসারের লোকেরা স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া তাঁহাদিগকে ধন, মান, যশঃ দান করিয়া থাকে। নির্ব্বোধগণ ইহার একটী মাত্র লাভ করিবার জন্য যাবজ্জীবন পাপের তমসাচ্ছন্ন পথে ভ্রমণ করিতে থাকেন; কিন্তু সুধীগণ সেই সমুদায় বস্তু অযাচিতরূপে প্রাপ্ত হন।

সুধীগণ বিদ্যা দ্বারা ঢাল ও করবালরূপী দ্বিবিধ জ্ঞান লাভ করেন। একদিকে, নির্ব্বোধদিগের অজ্ঞতা-মূলক ক্লেশ দর্শনে সন্ত্রস্ত ও সচকিত হন এবং ঢালরূপ দুর্ভেদ্য উপায় অবলম্বন পূর্ব্বক, তাহা হইতে আত্মরক্ষা করেন। অপরদিকে, মহানুভবদিগের সদাশয়তা ও সৎকার্য্য দর্শনে স্বকীয় উচ্চাভিলাষ ও কার্য্যপ্রবণতা উদ্দীপিত করেন এবং করবালরূপ সুতীক্ষ্ণ প্রতিজ্ঞা সহকারে বাধাবিঘ্ন ছিন্ন ভিন্ন করিয়া উন্নতি-পথে অগ্রসর

হইতে থাকেন। তাঁহারা কেবল ঢাল অবলম্বন করিয়াই নিশ্চিন্ত হন না। সদুপায় অবলম্বনে, অজ্ঞতার অন্ধকার হইতে নিরাপদ স্থান লাভ করিয়া, বিশ্রাম সুখ ভোগে রত হন না; পরন্তু, করবাল গ্রহণ পূর্ব্বক, যুদ্ধক্ষেত্রে অগ্রসর হন,—স্থির প্রতিজ্ঞার সহকারিতায় জয়লাভ পূর্ব্বক, উন্নতির আলোকময় পন্থাসমূহ আবিষ্কার করেন।

জ্ঞান-গৌরবের বর্ণনায় লেখনী পরাস্ত হয়। মানব নিরতিশয় আগ্রহ সহকারে যাহা অন্বেষণ করিতে থাকে, জ্ঞান-সাহায্যে তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর বস্তু লাভ করিতে সমর্থ হয়;—জগতের নানাতত্ত্ব পর্য্যালোচনা করিতে করিতে জগৎ-প্রসবিতা পরমদেবতার অসীম জ্ঞান-কৌশল প্রত্যক্ষীভূত হয়; মানবের মহীয়সী প্রকৃতির অনুশীলন করিতে করিতে মানব-স্রষ্টার অদ্ভুত প্রেম দৃষ্টিগোচর হয়; জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর বিষয় চিন্তা করিতে করিতে জ্যোতির জ্যোতিঃ পরম জ্যোতিতে চিন্তা-প্রবাহ ধাবিত হয়; এই হেতু, মহানুভবগণ জ্ঞানকে সর্ব্বোপরি স্থান দান করিয়াছেন।

স্বকীয় অজ্ঞতা অনুভব করিবার ক্ষমতাই জ্ঞানের প্রথম সোপান। এবিষয়ে একটী সুন্দর গল্প আছে,

একটী ইঁদুর জন্মাবধি, খাদ্য বস্তু রাখিবার এক সিন্ধুকে পরম সুখে বাস করিতেছিল। ঐ সিন্ধুক ব্যতিরেকে অপর কোনও পদার্থ পৃথিবীতে আছে বলিয়া সে জানিত না। তাহার আহার, বিহার, সুখভোগ প্রভৃতি সমস্তই সেই সিন্ধুকে সীমাবদ্ধ ছিল। বহুদিন পরে সিন্ধুকটী জীর্ণ হইয়া উঠিল এবং তাহাতে একটী রন্ধ্র হইল। একদা ঐ ইঁদুর সিন্ধুকের মধ্যে ভ্রমণ করিতে করিতে হঠাৎ রন্ধ্র-প্রবিষ্ট আলোক পথে দেখিতে পাইল যে, বহির্ভাগে সুবিস্তীর্ণ রাজ্য প্রসারিত রহিয়াছে। তখন, সে নিরতিশয় বিস্ময়ান্বিত হইয়া বলিল, "ও বাবা! পৃথিবী যে এত বড়, তাহা আমি পূর্ব্বে কখনই জানিতাম না।" এইরূপ, মানব যতদিন পর্য্যন্ত অজ্ঞতা-বশতঃ একটী ক্ষুদ্র গণ্ডী প্রস্তুত করিয়া তন্মধ্যে অবস্থিতি করিতে থাকে এবং আপন অবস্থায় পরিতৃপ্ত থাকে, ততকাল তদীয় জীবনের সমস্ত ঘটনাবলীর মধ্যেই ক্ষুদ্রাশয়তার চিহ্ন পরিলক্ষিত হয়; তাহার চিন্তা, আকাঙ্ক্ষা, আলাপ এবং আমোদ প্রমোদ সেই সঙ্কীর্ণ সীমায় আবদ্ধ থাকে। কিন্তু তথায় জ্ঞানালোক প্রবিষ্ট হইবামাত্র, সে বিস্ময়াকুলিত নয়নে দেখিতে পায় যে, উন্নতির অনন্ত রাজ্য সম্মুখে প্রসারিত রহিয়াছে।

তখন সে, আপন লক্ষ্যের ক্ষুদ্রতা উপলব্ধি করিতে থাকে এবং উন্নতি লাভের জন্য তদীয় চিত্ত ব্যাকুলিত হইয়া উঠে। সে যতই জ্ঞান-রাজ্যের দিকে অগ্রসর হয়, ততই স্বীয় জ্ঞানের ক্ষুদ্রতা দর্শনে বিনীত ভাবাপন্ন হয়।

জ্ঞানীদিগের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া যিনি* প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন, তাঁহাকে একদা কেহ জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, "মহাত্মন্, প্রভূত জ্ঞান প্রভাবে আপনি কি জানিয়াছেন?" তিনি তদুত্তরে বলিয়াছিলেন, "আমি এই জানিয়াছি যে, আমি কিছুই জানিনা।" তাঁহার এরূপ উত্তর দিবার তাৎপর্য্য এই যে, তদীয় প্রভূত জ্ঞান মানবীয় জ্ঞাতব্য বিষয়সমূহের অতি অল্পাংশও অধি-

* সক্রেটিস্—গ্রীশ দেশীয় দার্শনিক চূড়ামণি। এই মহাপুরুষ অপ্রতিম ধৈর্য্যশীল, নিরতিশয় স্বাধীনচেতা, মিতাচার ও ন্যায়পরায়ণ ছিলেন। ইনি স্বপ্রণীত দর্শনশাস্ত্রে ধর্ম্মকে সর্ব্বোপরি স্থান দান করিয়াছেন। ইঁহার স্বাধীনচিন্ততায় এবং বক্তৃতার ওজস্বিতায় বহু শত্রু ইঁহার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়াছিল। ইনি আথেন্স্ দেশীয় যুবকদিগকে বিপথগামী করিতেছেন বলিয়া শত্রুগণ কর্ত্তৃক অভিযুক্ত হইলেন এবং এই মহাত্মার প্রতি নানারূপ চক্রান্তে, বিষপানে প্রাণদণ্ডের আদেশ প্রচারিত হইল। কারাগার হইতে পলায়ন করিবার জন্য বন্ধুগণ অনুরোধ করিলে, ইনি বলিয়াছিলেন, "আমি কোথায় যাইয়া মৃত্যুর হস্ত হইতে অব্যাহতি পাইব?" ৩৯৯ খ্রীঃ পূর্ব্বে ইনি বিষপানে প্রাণত্যাগ করেন। জন্ম ৪৬৮ খ্রীঃ পূঃ।

কার করিতে সমর্থ হয় নাই; অথবা, তাঁহার অজ্ঞাত বিষয় সমূহের তুলনায় পরিজ্ঞাত বিষয় সমূহের সমষ্টি এত ক্ষুদ্র যে, তাহা 'জ্ঞান' নামে অভিহিত হইবার উপযুক্ত নহে।

সুবিখ্যাত সার্ আইজাক্ নিউটন্ * বন্ধুগণ কর্ত্তৃক প্রভূত জ্ঞানবত্তার জন্য প্রশংসিত হইয়া বলিয়াছিলেন, "আমি বেলা-ভূমিতে উপলখণ্ড সংগ্রহ করিতেছি, কিন্তু জ্ঞানমহার্ণব পুরোভাগে অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে।"

এক দিকে এই সকল মহাবাক্য, অপর দিকে, নিত্য নূতন সত্যের আবিষ্ক্রিয়া, মানবীয় জ্ঞানের ক্ষুদ্রতা সুস্পষ্টরূপে প্রতিপন্ন করিতেছে। যে সকল বিষয় পূর্ব্বে কল্পনাতীত ছিল, তাহা বর্ত্তমান সময়ে সুস্পষ্ট সত্য বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেছে। ফলকথা এই, মানব জ্ঞান ও বিজ্ঞান সাহায্যে যত তত্ত্বই আবিষ্কার করুক না কেন, এখনও বহুবিধ তত্ত্ব এরূপ

* সার্ আইজাক্ নিউটন্—ইংলণ্ডের গণিতশাস্ত্রজ্ঞ, জ্যোতির্বিৎ, ও প্রাকৃতবিজ্ঞানিকদিগের শীর্ষস্থানীয় মহাত্মা। ইনি মাধ্যাকর্ষণ আবিষ্কারের জন্য বিশেষরূপে খ্যাত। এতদ্ব্যতিরেকে তিনি আলো ও বর্ণ, সম্বন্ধায় নানা তত্ত্ব, বস্তুসমূহের পরস্পরের প্রতি আকর্ষণ, এবং তাহাদিগের আকার ও দূরত্ব ভেদে আকর্ষণের ন্যূনাধিক্য প্রভৃতি মহোপকারক বিষয় সমূহ আবিষ্কার করিয়াছিলেন। জন্ম ১৬৪২ খ্রীঃ, মৃত্যু ১৭২৭ খ্রীঃ।

নিগূঢ় ভাবে অবস্থিত রহিয়াছে যে, তাহাদিগের অণুমাত্রও এপর্য্যন্ত মানব-হৃদয়ে উদিত হয় নাই।

সুবিখ্যাত দার্শনিক প্লেটো* বলেন, "পূর্ণ জ্ঞান চারিভাগে বিভক্ত; যথা—(১) কর্ম্মজ্ঞতা—বিশুদ্ধ পদ্ধতি অবলম্বনে কার্য্য করিবার ক্ষমতা; (২) ন্যায়পরায়ণতা—সর্ব্বজন-সমক্ষে ও সকলের অগোচরে একই প্রকার কার্য্য করিবার ক্ষমতা; (৩) ধৈর্য্য—আপাতনোন্মুখ দুঃখ, যাতনা ও বিপদ দর্শনে, পলায়মান না হইয়া, সম্মুখীন হইবার ক্ষমতা; (৪) মিতাচারিতা—বাসনানিচয় সংযত করিয়া পরিমিত পান ভোজনে সন্তুষ্ট হইবার ক্ষমতা।" যে মহাত্মা এই চতুর্ব্বিধ ক্ষমতায় অলঙ্কৃত হইতে সমর্থ হন, তিনিই সর্ব্বজন-পূজনীয় ও সকলের শীর্ষস্থানীয় মহানুভব দিগের শ্রেণীভুক্ত হইয়া, পৃথিবীর ভূষণরূপে চিরকাল মানব-হৃদয়ে রাজত্ব করেন।

* প্লেটো—গ্রীশ দেশের শীর্ষস্থানীয় দার্শনিক পণ্ডিত। এই মহানুভব প্রথমতঃ ডাইয়োনিসিয়সের, এবং তৎপরে, মহাত্মা সক্রেটিসের শিষ্যত্ব গ্রহণ পূর্ব্বক দশবৎসর দর্শনশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। ইনি জ্ঞানবৃদ্ধির কামনায় নানাদেশ পর্য্যটন পূর্ব্বক, নিরতিশয় সুবিজ্ঞ হইয়াছিলেন। এতৎপ্রণীত দর্শন শাস্ত্র উচ্চভাব সমন্বিত এবং উৎকৃষ্ট নীতি ও পবিত্রতায় পূর্ণ। তাহা অধ্যয়ন করিলে, ধর্ম্ম, ঈশ্বর ও পরকাল সম্বন্ধে প্রকৃষ্ট জ্ঞান লব্ধ হইয়া থাকে। জন্ম ৪২৯ খ্রীঃ পূঃ, মৃত্যু ৩৪৭ খ্রীঃ পূঃ।

সংসারে যত প্রকার তত্ত্ব মানবকুলের উন্নতি ও আনন্দ বিধান করিতেছে, তন্মধ্যে আত্ম-তত্ত্বই শীর্ষ-স্থানীয়। অন্যবিধ তত্ত্বানুসন্ধানে লোকের বুদ্ধি ও রুচি পরিমার্জ্জিত হয়, কল্পনা শক্তি বর্দ্ধিত হয়, সন্দেহ নাই. কিন্তু আত্ম-তত্ত্বে প্রবিষ্ট না হইলে হৃদয় সমুন্নত হয় না, প্রকৃত জ্ঞান লব্ধ হয় না। মানব যতদিন আপনাকে চিনিতে না পারে, ততদিন সে কখনই "জ্ঞানী" নামগ্রহণের উপযুক্ত হইতে পারেনা। এই কারণে, মনীষিগণ আত্ম-তত্ত্বে লোকমণ্ডলীর মনোযোগ আকৃষ্ট করিয়াছেন। সুবিখ্যাত ইয়ঙ্গ * বলেন, "হে মানব, আপনার প্রকৃত অবস্থা পরিজ্ঞাত হও; আত্ম-তত্ত্ব মধ্যেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞান নিহিত রহিয়াছে।" মহাত্মা থেলিস্ † বলেন, "আপনাকে জানাই সর্ব্বাপেক্ষা দুরূহ ব্যাপার।" পরমহংস শঙ্করাচার্য্য ‡ "মোহমুদ্গর"

* ১৬৮ পৃষ্ঠা দেখ।

† থেলিস্—গ্রীশ দেশীয় সপ্তজ্ঞানিগণের শীর্ষস্থানীয় মহানুভব। ইনিই সর্ব্বপ্রথমে গ্রীস দেশে সূর্য্যগ্রহণ সম্বন্ধীয় গণনা করেন। এই মহাত্মা ক্ষেত্রতত্ত্ব, জ্যোতির্ব্বিদ্যা ও দর্শনশাস্ত্রে পারদর্শিতা লাভ করিয়া স্বদেশে প্রধানতম জ্ঞানী বলিয়া সমাদৃত হইয়াছিলেন। জন্ম ৬৪০ খ্রীঃ পূঃ, মৃত্যু ৫৪৫ খ্রীঃ পূঃ।

‡ শঙ্করাচার্য্য—প্রসিদ্ধ বেদান্তবাদী ও জ্যোতির্ব্বিৎ পণ্ডিত। ইনি অল্প

নামক ষোড়শটী শ্লোক-রত্ন দ্বারা মানবদিগকে আত্ম-তত্ত্বের দিকেই সমাকৃষ্ট করিয়াছেন। দ্বিতীয় শ্লোকে উক্ত হইয়াছে, * "ভ্রাতঃ তুমি কাহার, ও কোথা হইতে আসিয়াছ, এই তত্ত্ব চিন্তা কর।" আবার পঞ্চদশ শ্লোকে † উক্ত হইয়াছে, "কাম, ক্রোধ, লোভ ও মোহ পরিত্যাগ করিয়া, "আমি কে?" এই তত্ত্ব পর্য্যালোচনা কর। আত্মজ্ঞানবিহীন মূঢ়লোকেরাই নিগূঢ় নরকে পচিতে থাকে।"

সুবিখ্যাত দার্শনিক পিথাগোরাসের ‡ শিষ্যদিগের

বয়সেই সংস্কৃত ভাষায় ব্যুৎপন্ন হইয়া ধর্ম্মশাস্ত্র অধ্যয়নে নিযুক্ত হন, এবং সংসারত্যাগী হইয়া, নানা দেশ ভ্রমণ পূর্ব্বক বৌদ্ধদিগকে পরাজিত, ও নানা স্থানে ধর্ম্মচর্চ্চার জন্য মঠ স্থাপিত করেন। এতৎপ্রণীত মোহমুদ্গর, গীতাভাষ্য ও বেদান্তভাষ্য নিরতিশয় সমাদরের বস্তু। ইহাঁর জন্ম মৃত্যুর তারিখ এপর্য্যন্ত নির্ণীত হয় নাই।

* কস্ত্বং বা কুতঃ আয়াতঃ
তত্ত্বং চিন্তয় তদিদং ভ্রাতঃ।

† কামং ক্রোধং লোভং মোহং।
ত্যক্ত্বাত্মানং পশ্যহি কোঽহম্।
আত্মজ্ঞানবিহীনা মূঢ়া—
স্তে পচ্যন্তে নরকনিগূঢ়াঃ।

‡ পিথাগোরাস্—ইউরোপীয় দার্শনিক পণ্ডিত দিগের অগ্রণী। এই মহাত্মা ইজিপ্ট্ দেশে বহুকাল না না শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন, তৎপরে আসিয়ার বহু স্থান পরিভ্রমণ পূর্ব্বক অভিজ্ঞতা লাভ করেন। ইনিই সর্ব্বপ্রথমে "দার্শনিক" (Philosopher.) নাম গ্রহণ করেন। ইহাঁর

মধ্যে প্রত্যহ আত্মপরীক্ষা করিবার রীতি প্রচলিত ছিল। তাঁহারা, প্রত্যহ শয়নের অব্যবহিত পূর্ব্বে, নিম্নলিখিত প্রশ্নাবলী দ্বারা তিনবার আত্ম-পরীক্ষা করিতেন:—

(১) অদ্য কোন্ কোন্ স্থানে গিয়াছি, এবং দেখিয়া শুনিয়া কি কি শিক্ষা করিয়াছি?

(২) স্বীয় চরিত্র কিরূপ পবিত্র ছিল?

(৩) অবশ্যজ্ঞাতব্য বিষয়ে কি কি নূতন বিষয় শিক্ষা করিয়াছি?

(৪) কি কি কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পাদন করিয়াছি?

(৫) কি কি পরিবর্জ্জনীয় বিষয়ের অনুসরণ করিয়াছি?

(৬) কি কি উৎকৃষ্ট বিষয় অবহেলা করিয়াছি?

(৭) কি কি অন্যায় কার্য্য করিয়াছি? প্রত্যহ এইরূপে আত্মানুসন্ধান করিলে কোন ব্যক্তি উন্নত না হইয়া থাকিতে পারেন? পিথাগোরাসের শিষ্যগণ,

শিষ্যত্ব গ্রহণ করিতে হইলে, ৫ বৎসর মৌনব্রতাবলম্বন ও তৎপর সাধারণ ভাণ্ডারে সমস্ত সম্পত্তি অর্পণ করিতে হইত। ইহাঁর শিষ্যগণের মধ্যে সকলেই বিশেষ খ্যাতাপন্ন হইয়াছিলেন। জন্ম ৫৭০ খ্রীঃ পূঃ, মৃত্যু ৫০৪ খ্রীঃ পূঃ।

এরূপ আত্ম পরীক্ষার প্রভাবেই, ক্রমশঃ উন্নত হইতে উন্নততর জীবন লাভ করিয়া, সত্যনিষ্ঠ, ন্যায়পরায়ণ ও ধার্ম্মিক বলিয়া সুবিখ্যাত হইয়াছিলেন।

আত্মতত্ত্বলিপ্সু মনীষিগণ নির্জ্জনে গভীর চিন্তা যোগে প্রত্যহ আত্মপরীক্ষা করেন; নিঃস্বার্থভাবে স্বীয় উদ্দেশ্যের পরিমাণ করেন; সত্যের সুদৃঢ় ভিত্তিতে আশা স্থাপন করেন; এবং কার্য্যানুষ্ঠান করিবার পূর্ব্বে স্বকীয় সামর্থ্যের পরীক্ষা করেন। তাঁহারা অভীষ্ট সিদ্ধিব জন্য কুটিল-পথে গমন করিয়া জীবন কলঙ্কিত করেন না; নৌশাস্ত্রে পারদর্শিতা লাভ না করিয়া জল-পথে তরণী চালন করেন না; আয় ব্যয়ের হিসাব না করিয়া অট্টালিকা নির্ম্মাণে উদ্যুক্ত হন না; আস্ফালন-পূর্ণ আড়ম্বরে মহার্হ সময় বৃথা ক্ষেপণ করেন না; কিন্তু মানবীয় জ্ঞানের ক্ষুদ্রতা দর্শনে, অসার গর্ব্ব ও আত্ম-শ্লাঘা পরিহার পূর্ব্বক, স্বকীয় ক্ষুদ্র জ্ঞানোপযোগী কার্য্যে প্রবৃত্ত হন এবং আশান্বিত হৃদয়ে স্বকর্ত্তব্য সাধন করিতে করিতে, উন্নতি-শৈলে ক্রমশঃ আরোহণ করিতে থাকেন।

জ্ঞানী কাহাকে বলা যায়? যিনি আত্মসংযম গুণে নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি নিচয় বশীভূত করিতে সমর্থ হন; ধর্ম্ম

প্রবৃত্তি সমূহ পবিত্রভাবে পরিবর্দ্ধিত করেন; সংসারের পিচ্ছিল পথে গমন করিতে করিতে স্খলিত পদ না হন; অবস্থার পরিবর্ত্তনে অবিচলিত থাকেন; যিনি আত্মানুসন্ধানে আগ্রহবান্; ধনী হইয়াও বিনয়গুণে অলঙ্কৃত; দীন হইয়াও আত্মাদর গুণে তেজস্বান্; অভ্যন্তরীণ শক্তি সমূহের গুপ্ত-গতি দর্শনে নিপুণ; জগৎ ও মানব রূপী মহাগ্রন্থদ্বয়ের অধ্যয়নে প্রবীণ; যিনি মানবদিগকে শোক দুঃখে, ভয় বিপদে, আশ্বস্ত হইবার তত্ত্ব শিক্ষা দেন; এবং সর্ব্ববিধ ঘটনার মূলে শুভচিহ্ন দর্শন করেন; এরূপ সর্ব্বগুণালঙ্কৃত মহাত্মাই 'জ্ঞানী' নামে অভিহিত হন।

সুবিখ্যাত মহানুভবগণ 'জ্ঞানী' সম্বন্ধে নানা রূপ বর্ণনা করিয়াছেন। কতিপয় মনীষীর বর্ণনা নিম্নে উদ্ধৃত হইল:—

"যিনি আপনার প্রতি জ্ঞানীর ন্যায় ব্যবহার করেন, তিনিই যথার্থ জ্ঞানী।"

ইউরিপাইডিস্। *

* ১৬ পৃঃ দেখ।

"যাঁহার বাক্য, কার্য্য ও ব্যবহার তদীয় অভিপ্রায় সুস্পষ্টরূপে বিদিত করে তিনিই প্রকৃত জ্ঞানী।"

ল্যাভেটার। *

"যাঁহাদের বাক্যে ও কার্য্যে সম্যক্ সামঞ্জস্য পরিলক্ষিত হয়, তাঁহারাই প্রকৃত জ্ঞানী।"

সেনেকা। †

"যিনি আপনাকে জ্ঞানী বলিয়া মনে না করেন, তিনিই সর্ব্বাপেক্ষা জ্ঞানী।"

বয়লো। ‡

"যিনি আপাতমনোরম পদার্থনিচয় হইতে প্রকৃত শুভকর পদার্থ নির্ব্বাচন পূর্ব্বক গ্রহণ করিতে সমর্থ হন, তিনিই উৎকৃষ্ট জ্ঞানী।"

কোয়ার্ল্স্। §

* ৬৩ পৃষ্ঠা দেখ।

† ১৩৪ পৃষ্ঠা দেখ।

‡ নিকোলাস্ বয়লো—ফ্রান্স দেশীয় সুবিখ্যাত কবি। ইনি পবিত্র নীতি পূর্ণ কাব্য সমূহ প্রণয়ন করিয়া স্বদেশীয়গণের কৃতজ্ঞতা ভাজন হইয়াছেন। এতৎপ্রণীত "কাব্যতত্ত্ব" আদর্শ করিয়াই ইংলণ্ডের প্রসিদ্ধ কবি পোপ্ তদীয় "সমালোচন সম্বন্ধীয় রচনা" প্রণয়ন করিয়াছিলেন। জন্ম ১৬৩৬ খ্রীঃ, মৃত্যু ১৭১১ খ্রীঃ।

§ ফ্রান্সিস্ কোয়ার্ল্স্—বিখ্যাত ইংরাজ কবি। অনেকে অনুমান করেন, কবি পোপ্ এতৎপ্রণীত গ্রন্থাবলীর নিকট সবিশেষ ঋণী। প্রধান

বাইবেলে* লিখিত আছে, "জ্ঞানী ব্যক্তি জগদীশ্বরের অনুগত হইয়া সর্ব্বপ্রকার কর্ত্তব্য সম্পাদন করেন; আত্মার অনন্তমুখী আশা দর্শনে পুলকিত হন; ইহলোক সম্বন্ধীয় নানাতত্ত্ব গভীর ভাবে চিন্তা করেন; নিকৃষ্ট প্রবৃত্তিসমূহ সংযত করিয়া, কুকার্য্য হইতে বিরত থাকেন; আশান্বিত হৃদয়ে, ধর্ম্ম-ভিত্তি অবলম্বন পূর্ব্বক, প্রকৃত উন্নতিলাভে যত্নশীল হন; আত্মাকে ক্রমশঃ পবিত্রতায় পরিপূর্ণ করেন; ভক্তিরূপ পক্ষ বিস্তার পূর্ব্বক আকাশ মার্গে উড্ডীয়মান হইয়া, চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, নক্ষত্র প্রভৃতি সমস্ত জ্যোতিষ্কমণ্ডলী অতিক্রম করিয়া, জগৎপিতার পবিত্র জ্যোতির্ম্ময় গৃহ প্রাপ্ত হন, এবং তথায় স্বর্গদূতবৃন্দের সমভিব্যাহারে স্বর্গীয় সুধা পান করিয়া চরিতার্থ হন।"

জ্ঞানিগণ প্রশান্ত নির্জ্জন স্থান নিরতিশয় ভালবাসেন। তাঁহারা তথায় নিভৃতভাবে গভীর চিন্তায় নিমগ্ন হইয়া ঐহিক ও পারমার্থিক বলসঞ্চয় করেন;

গ্রন্থ "প্রতিকৃতি, গভীরচিন্তা, ও গূঢ় চিন্তাবলী।" জন্ম ১৫৯২ খ্রীঃ মৃত্যু ১৬৪৪ খ্রীঃ।

* ৩২ পৃষ্ঠা দেখ।

তথায় সংসারের চাটুকারিতা, কপটতা, প্রতারণা, সম্মু-খীন হইতে পারেনা ; সুতরাং বাহিরের নেত্র নিমীলিত ও অভ্যন্তরীণ নেত্র উন্মীলিত হয় এবং প্রকৃত তত্ত্ব পর্য্যবেক্ষিত হইতে থাকে ; তখন অত্যুজ্জ্বল সত্যালোকে হৃদয় পরিপূর্ণ হইয়া উঠে এবং প্রাকৃত মানবদিগের অজ্ঞতা, পার্থিবপদার্থনিচয়ের অসারতা, আত্মার দিগন্তপ্রসারিণী জ্ঞান-পিপাসা, এবং মহেশ্বরের নিগূঢ় কৌশল ও অদ্ভুত শক্তি প্রতিভাত হইতে থাকে।

প্রকৃষ্টজ্ঞান তারকাবলীর ন্যায় অত্যূর্দ্ধে ও নিভৃত দেশে অবস্থিতি করে ; এই হেতু, জ্ঞানিগণ, গম্ভীর রজনীর নিস্তব্ধ সময়ে ধ্যাননিমগ্ন হন, এবং পবিত্র সঙ্কল্প সমূহ হৃদয়ে ধারণপূর্ব্বক, পরকীয় হিতব্রতে জীবনোৎসর্গ করিতে সুদৃঢ় প্রতিজ্ঞা অবলম্বন করেন। প্রখরদিবালোক প্রাকৃত ব্যক্তিদিগেরই কার্য্যোপযোগী ; কিন্তু নিশীথকালের শীতল পবিত্র জ্যোতিঃ জ্ঞানী দিগের গভীর চিন্তার পক্ষে সবিশেষ অনুকূল, এবং এইরূপ গভীর চিন্তার সাহায্যেই মহানুভবগণ বিমল সত্যলাভে পরমসুখী হন।

সত্য, জ্ঞান, প্রেম, ও পুণ্যের অনন্ত উৎস পরাৎ-

পূর্ব্ব পরমেশ্বরকে লাভ করাই জ্ঞানের চরম ফল।
ঈশ্বরে ভক্তিমান্ ও নির্ভরশীল হইতে পারিলে, এবং
তাঁহাকে সর্ব্বোত্তম আদর্শ রূপে গ্রহণ করিতে সমর্থ হইলে,
মানবের আর কিছুই অপ্রাপ্য থাকে না। তিনি সর্ব্বসুখ-
নিধান প্রেমময় পিতার ক্রোড়ে স্থান লাভ করিয়া
সম্যক্‌রূপে চরিতার্থ হন, এবং তাঁহার কার্য্যকলাপের
অভ্যন্তর হইতে সাধুতা ও ভক্তির আলোক বিনির্গত
হইতে থাকে।

ইংলণ্ডের সুপ্রসিদ্ধ জ্ঞানী ও ধর্ম্মপরায়ণ মহাত্মা
জন এভ্‌লিনের * অনুরোধে, তাঁহার বন্ধুগণ, তদীয়
সমাধি-প্রস্তরে, নিম্নলিখিত মহাবাক্য স্বর্ণাক্ষরে অঙ্কিত
করিয়াছিলেন :—

"অসাধারণ-ঘটনাবলী-সমাকীর্ণ ও নানাবিধ-পরি-
বর্ত্তন-পূর্ণ যুগে জীবন যাপন করিয়া, আমি এই সত্য

* জন্ এভ্‌লিন্—সুবিখ্যাত ইংরাজ বিজ্ঞানবিৎ ও গ্রন্থকার। ইনি অতিশয় বিদ্বান্, বিনীত ও ধর্ম্মপরায়ণ ছিলেন। এতৎ প্রণীত গ্রন্থাবলীর মধ্যে "ভাস্করবিদ্যা" "সিল্‌ভা" ও "টীরা" এই তিন খানি গ্রন্থই বিশেষরূপে সমাদৃত হইয়াছিল। এই মহানুভব "রাজকীয় পণ্ডিত সমাজে" মেম্বর রূপে গৃহীত ও নানা উচ্চপদে প্রতিষ্ঠাপিত হইয়া ছিলেন। জন্ম ১৬২০ খ্রীঃ, মৃত্যু ১৭০৬ খ্রীঃ।

লাভ করিয়াছি এবং ভাবি-বংশধরদিগকে সাবধান করিবার বাসনায় জ্ঞাপন করিতেছি যে,—যে কার্য্যে প্রকৃত সরলতা নাই তাহা অলীক আড়ম্বর মাত্র এবং যে জ্ঞানে ঈশ্বরে অকৃত্রিম ভক্তি নাই তাহা অসার ভাণ ব্যতিরেকে আর কিছুই নহে।”

যে সকল মহাত্মা বিদ্যা ও জ্ঞানের প্রকর্ষে মানবমণ্ডলীর শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিলেন, তাঁহারা ভবিষ্যদ্বংশাবলীকে জ্ঞানপথে আকৃষ্ট করিবার জন্য নিম্ন লিখিত নিয়মাবলী নির্দ্দিষ্ট করিয়া গিয়াছেন ঃ—

(১) নানাবিষয়িণী বিদ্যালাভে যত্নশীল হইবে,—বস্তুতত্ত্ব, জীবতত্ত্ব ও আত্মতত্ত্ব, অধ্যয়ন পূর্ব্বক মহামূল্য রত্নভাণ্ডার প্রস্তুত করিবে, এবং যাহাতে তদন্তর্গত রত্নরাশি সুরক্ষিত ও সুব্যবহৃত হইতে পারে তাহার চেষ্টা করিবে।

(২) সর্ব্বপ্রকার আস্ফালন ও আড়ম্বর পরিত্যাগ পূর্ব্বক, আত্ম-সংযম, মিতাচার, বিনয় ও সত্যনিষ্ঠা গুণে অলঙ্কৃত হইবে।

(৩) ঐকান্তিক যত্ন সহকারে সর্ব্ববিধ আলস্য, কপটতা, পরনিন্দা, ও ঈর্ষা পরিবর্জ্জন করিবে।

(৪) শ্রেষ্ঠ, পবিত্র ও সম্মানিত বিষয় সমূহ লক্ষ্য করিয়া অবজ্ঞা প্রদর্শন বা উপহাস করিবে না।

(৫) সুদৃঢ় প্রতিজ্ঞা অবলম্বন করিয়া, সর্ব্বদা সৎপথে গমন করিবে, এবং প্রশংসা বা অর্থের লোভে কখনই বিপথগামী হইবে না।

(৬) দর্শন, শ্রবণ, অধ্যয়ন ও কথোপকথন দ্বারা যে জ্ঞান লব্ধ হইবে, তদ্বিষয়ে নিভৃত স্থানে গভীর ভাবে চিন্তা করিবে, এবং ইহা দ্বারাই অপরিজ্ঞাত ও অভিনব সত্য সমূহ প্রজ্ঞাচক্ষুর সন্নিধানে উপস্থিত হইবে।

(৭) প্রত্যহ, ঐকান্তিক ভক্তি সহকারে, সর্ব্ব-শক্তিমান্ পরমেশ্বরের নিকট বল প্রার্থনা করিবে এবং তদীয় অদ্ভুত করুণা রাশি স্মরণ পুর্ব্বক তাঁহাকে কৃতজ্ঞ-চিত্তে ধন্যবাদ দিবে।

যে সৌভাগ্যবান্ ব্যক্তি, মনীষীদিগের অগাধবিদ্যা ও জ্ঞানের নিষ্কর্ষস্বরূপ—এই সপ্তোপদেশরত্ন দৃঢ়রূপে অবলম্বন পূর্ব্বক, জীবন-পথে অগ্রসর হইবেন, সর্ব্বোত্তম সুখ সম্পদ তাঁহাকে তাড়িত বেগে আলিঙ্গন করিবে এবং তিনিই মহোচ্চ গৌরবপূর্ণ মানব-নাম অন্বর্থ করিতে সমর্থ হইবেন।

মেধা।

মেধা-মাহাত্ম্য—শ্রেণী বিভাগ——উৎকর্ষ-সাধন প্রণালী—অলোক-
সামান্য মেধাবিগণ——ভারতবর্ষীয় শ্রুতিধর বৃন্দ—
মেধার ব্যবহার।

মেধা-কুঞ্জ সুখাধার,
চিন্তার মন্ত্রণাগার,
সুরভি-কুসুম হারে সাজাও যতনে।
মহাবাক্য, নীতিচয়,
প্রবচন সুধাময়,
আহরিয়ে গাঁথ মালা আনন্দিত মনে।

মানবের মানসিক বৃত্তিমাত্রই এক একটী অনন্ত-
রত্ন-খনি। মেধা তৎসমুদায়ের শীর্ষস্থানীয় ও বিশাল
জ্যোতির্ম্ময় তপন সদৃশ। ইহা হইতে আলোক প্রাপ্ত

হইয়াই অপরাপর বৃত্তিসমূহ সৌন্দর্য্য ও পূর্ণতা লাভ করে এবং ইহা ব্যতিরেকে তাহারা ক্ষীণ, মলিন, ও অকর্ম্মণ্য হইয়া যায়। ইহার প্রভাবে মানস-ক্ষেত্রের অন্ধকাররাশি দূরীভূত হয় এবং অতীত ও বর্ত্তমান ঘটনাবলী সুস্পষ্টরূপে উপলব্ধ হইতে থাকে। কোন্ বস্তু কি ভাবে ব্যবহৃত হইলে যথার্থরূপে ফলোপধায়ক হইবে, কোন্ বস্তু উৎকৃষ্ট ও কোন বস্তু নিকৃষ্ট, পরলোক গত মানবগণ ঐ সকল বস্তু ব্যবহার করিয়া কিরূপ ফল প্রাপ্ত হইয়াছেন, বর্ত্তমান সময়ের লোক-মণ্ডলী তৎসমুদয় ব্যবহার করিয়া কিরূপ ফল লাভ করিতেছেন ;—এই সমুদয় মেধালোকে সন্দর্শন পূর্ব্বক, মানবগণ জীবন-পথে অগ্রসর হইতেছেন। বাহিরের আলোক বিলুপ্ত হইলেও এই অভ্যন্তরীণ আলোক বর্ত্তমান থাকে। গণিতশাস্ত্রজ্ঞ অন্ধ ইউলার * অত্যদ্ভুত মেধাগুণে, কিরূপে চন্দ্র, গ্রহ, উপগ্রহের গতি, ও বীজগণিত সম্বন্ধীয় নানা জটিল তত্ত্ব, প্রকাশিত

* লিয়োনার্ড্ ইউলার—সুইজল'ণ্ড দেশীয় সুবিখ্যাত গণিতশাস্ত্রজ্ঞ ও গ্রন্থকার। ইনি, অন্ধ হইয়াও, জ্যোতিষ এবং গণিতশাস্ত্র সম্বন্ধে নানা গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া চিরস্মরণীয় হইয়াছেন। জন্ম ১৭০৭ খ্রীঃ, মৃত্যু ১৭৮৩ খ্রীঃ।

করিয়াছিলেন; অন্ধ মিল্টন * কিরূপে তদীয় অমূল্য কাব্যসমূহ স্বীয় দুহিতা দ্বারা লিপিবদ্ধ করাইয়াছিলেন, তাহা অদ্যাপি মানবদিগকে বিস্ময়াবিষ্ট করিতেছে।

মেধা না থাকিলে, মানব কিরূপ দীন, হীন, ও দুর্দ্দশাপন্ন হইত, তাহা ভাবিতে গেলে হৃৎকম্প উপস্থিত হয়। মেধার অভাবে, প্রভূত যত্ন ও পরিশ্রম সাহায্যে উপার্জ্জিত বিদ্যাধন রক্ষিত বা ব্যবহৃত হইতে পারিত না; বর্ত্তমান কার্য্যকলাপ অতীত ঘটনাবলী দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইত না; অদ্যকার কার্য্যে গত কল্যের অভিজ্ঞতা থাকিত না; অদ্য এক কুকার্য্যের জন্য শাস্তি প্রাপ্ত হইলে, কল্য পর্য্যন্তও তাহার ফল স্থায়ী হইত না; মুহূর্ত্তের জন্য ভাবরাশি মনোমধ্যে উদিত হইয়া মুহূর্ত্ত মধ্যেই লয় প্রাপ্ত হইত; মানসিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি কল্পে প্রকৃষ্ট জ্ঞান লব্ধ হইবার পরক্ষণেই তিরোহিত হইত; বস্তুতঃ মেধা না থাকিলে, মানবীয় উন্নতির মূলীভূত কারণ,—শিল্প, বিজ্ঞান, সাহিত্য, জ্যোতিষ, নীতি ও ধর্ম্ম শাস্ত্র প্রভৃতি গভীর অন্ধকারে বিলীন

* ৭৫ পৃষ্ঠা দেখ।

হইত; মনঃ-সংযম, পরিতাপ, আত্মশোধন প্রভৃতি উন্নতিকর ব্যাপার অন্তর্হিত হইত; জীবাত্মা বিষাদপূর্ণ, দুর্দ্দশাগ্রস্ত, নির্গুণ পদার্থ বলিয়া প্রতীয়মান হইত এবং মানবজাতি পশুগণ অপেক্ষাও অধিকতর দুর্দ্দম্য, নিকৃষ্ট, ও ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিত।

মেধা সুবিমল দর্পণ স্বরূপ। অতীতের গভীর তিমিরে বিলয় প্রাপ্ত—জীবনের ঘটনাবলী, শোক, দুঃখ, ভয়, আশা, প্রেম, আনন্দ, সন্তোষ,—তথায় প্রতিবিম্বিত হয়; এবং তাহাদিগের প্রভাবে হৃদয় কখনও বা উদ্দীপিত, কখনও বা আনন্দোৎফুল্ল কখনও বা বিষাদখিন্ন হয়। নিত্য-নবীন-সুখদায়ক-দিবারাত্রি, ষড় ঋতু, বাল্য, যৌবন, প্রভৃতি অনন্তকাল-সাগরে বিলীন হইয়া যায়, কিন্তু তাহাদিগের চিহ্ন মেধা-দর্পণে প্রতিফলিত থাকে। ফলতঃ জীবনের সুখদুঃখময় রহস্য ও অতীত ঘটনাবলী দ্বারা মেধা, মানবমণ্ডলীর উপরে, এরূপ এক ঐন্দ্রজালিক শক্তি বিস্তার করিয়াছে যে,—হলবাহী কৃষক হইতে রত্নসিংহাসনাধিষ্ঠিত নৃপতি পর্য্যন্ত কেহই সেই মোহনীশক্তিকে অতিক্রম করিতে সমর্থ হইতেছে না।

মেধা আনন্দের প্রস্রবণ স্বরূপ। যখন প্রিয়তম

বাল্যকালের নির্দ্দোষ ক্রীড়া ও মনোহর ঘটনাবলী, যৌবনের স্ফূর্ত্তি, তেজস্বিতা ও সুখকর ব্যাপার সমূহ, স্মৃতি-পথে উদিত হয়, তখন হৃদয় আনন্দ-রসে অভি-ষিক্ত হইতে থাকে। অহো! বাল্যকাল কি রমণীয় সময়! তখন দৃশ্যের পরিবর্ত্তন মাত্রই কেমন সুখকর বোধ হইত। নানাবিধ ক্রীড়ার ব্যস্ততায় হৃদয় কেমন আনন্দে নৃত্য করিত! সকল পদার্থই কেমন পবিত্রতা-ময় প্রতীয়মান হইত! সকল পন্থাই কেমন কুসুমাকীর্ণ বলিয়া বোধ হইত! সাংসারিক দুঃখ ও চিন্তা তখন কোথায় ছিল! জীবন কিরূপ পবিত্র ও সুখময় ছিল! অহো! যৌবনকাল কি নিরুপম রত্ন! তখন হৃদয় কিরূপ তেজস্বী ও উৎসাহপূর্ণ ছিল! শরীর কিরূপ প্রাণমোহন শোভা বিস্তার করিয়াছিল! অদম্য-সাহস-প্রভাবে সহস্র বিঘ্ন বাধা কিরূপ তুচ্ছ বোধ হইত! আহার, বিহার, আমোদ প্রমোদ ও বিবিধ কার্য্যকলাপে কিরূপ বিমল সুখ অনুভূত হইত! সময়-চক্রের আবর্ত্তনে সেই সকল অবসান প্রাপ্ত হইয়াছে বটে, কিন্তু তাহারা কি সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হইয়াছে? না, কখনই নহে। এক্ষণে, যদিও নানাবিধ চিন্তায় ললাট-মাংস আকুঞ্চিত হইয়াছে, এবং শোকে,

ও দুঃখে হৃদয় জর্জ্জরিত হইয়াছে, তথাপি বাল্যের আনন্দ ও যৌবনের সুখ মেধা-পটে অত্যুজ্জ্বল বর্ণে চিত্রিত রহিয়াছে এবং শোকদুঃখের তীব্রতা বিনাশ পূর্ব্বক, হৃদয়ে সহস্র ধারায় আনন্দ-স্রোত প্রবাহিত করিতেছে। যখন সৎকার্য্য-জনিত আত্ম-প্রসাদ এবং পরমোপকারী বন্ধুদিগের রমণীয় গুণগ্রাম, স্মৃতি-পথে সমুদিত হয়, তখন হৃদয়ে যে আনন্দলহরী উচ্ছলিত হইয়া উঠে, তাহার তুলনায় পৃথিবীর সর্ব্বোৎকৃষ্ট সুখও অকিঞ্চিৎকর বলিয়া প্রতীয়মান হইতে থাকে।

মেধা মনের অক্ষয় রত্ন-ভাণ্ডার। অধ্যয়ন, ও দর্শনাদি দ্বারা যে সকল ভাব সংগৃহীত হয়, তৎসমুদায় যেন একটী নিগূঢ় সূত্রে গ্রথিত হইয়া মেধাতে অবস্থিতি করে; একটী ভাব হৃদয়ে আবির্ভূত হইলে, অপর শত সহস্র ভাব তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ সমুদিত হয়—একটী ভাব অপর কতকগুলি ভাবের আগমনের সূত্রপাত করে। অদ্ভুত, দুষ্প্রাপ্য, বহুমূল্য ও রমণীয় ভাব-সমুদায় মেধাতেই সঞ্চিত হইতে থাকে এবং প্রয়োজনানুসারে সমুদিত হয়। অদ্ভুত শব্দ সমূহের প্রতিধ্বনি, পরলোকগত প্রিয়তম বন্ধুবর্গের অদৃশ্য হস্তের স্পর্শ ও নিস্তব্ধ কণ্ঠের রব, স্নেহময়ী জননীর

নিষ্কাম প্রেম, পরম হিতৈষী পিতার উপদেশ, সুহৃজ্জনের অকৃত্রিম প্রণয়, তাহাতে সুরক্ষিত হইতেছে।

মেধা যে কিরূপ অদ্ভুত বস্তু ও ইহার ক্ষমতা যে কিদৃশী বিস্ময়করী তাহা সম্যক্‌রূপে বর্ণন করা দুঃসাধ্য। ইহা, সর্ব্বান্তক কালের করালগ্রাস হইতে পবিত্র কুসুমরাশি সবলে অধিকার করিয়া, মানবদিগকে সৌরভে আমোদিত করিতেছে; অতীত ঘটনাবলীকে মনোহর বেশে সুসজ্জিত করিয়া, মানব হৃদয়ে আশাগ্নি প্রজ্বালিত রাখিতেছে; নিরাশার ঘনঘটাচ্ছন্ন বিষাদময় হৃদয়াকাশে পুনঃ পুনঃ আশার বিদ্যুন্মালা প্রদর্শন করিতেছে; ইহার ঐন্দ্রজালিক শক্তিপ্রভাবে অতীত শোক, দুঃখ, হর্ষ, বিষাদ, পুনর্জ্জীবিত হইতেছে; মানব ভবিষ্যদ্বক্তার ন্যায় বহুবিধ অনাগত-ঘটনাবলীর যথাযথ বর্ণন করিতে সমর্থ হইতেছে। ইহার ভুবনমোহিনী ক্ষমতা দর্শনে বিমুগ্ধ হইয়া, কবিগণ নানারূপে ইহার মাহাত্ম্য বর্ণন করিয়াছেন; মহাজনবৃন্দ ইহাকে, সর্ব্বোপরি স্থান দান পূর্ব্বক, সর্ব্বোন্নতির মূলীভূত কারণ রূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন; কতিপয় মনীষীর বর্ণনা নিম্নে প্রদত্ত হইল:—

"মেধা মস্তিষ্কের প্রহরী স্বরূপ"

শেকস্পীয়ার।*

"মেধা আনন্দের অভ্যন্তরীণ উৎস স্বরূপ"

কোল্‌রিজ্‌।†

"মেধা কাব্য-রসের প্রসূতি।"

প্লেটো।‡

"মেধা অভিজ্ঞতার জননী।"

আরিষ্টটল্‌।§

"মেধা হৃদয়ের আজ্ঞাবহ ভৃত্য বিশেষ।"

রিভারোল্‌।¶

* ১৬ পৃষ্ঠা দেখ।

† স্যামুয়েল্‌ টেলার কোল্‌রিজ্‌—ইংলণ্ডের বিখ্যাত কবি। এতৎপ্রণীত "বৃদ্ধ নাবিক," ও "মনস্তাপ," অতিশয় সমাদরের বস্তু। জন্ম ১৭৭২ খ্রীঃ, মৃত্যু ১৮৩৪ খ্রীঃ।

‡ ১৮৮ পৃষ্ঠা দেখ।

§ আরিষ্টটল্‌—গ্রীশ দেশীয় সুবিখ্যাত দার্শনিক পণ্ডিত। ইনি সম্রাট্‌ আলেকজাণ্ডারের শিক্ষক ছিলেন। এতৎপ্রণীত গ্রন্থ সকল গভীর জ্ঞান ও নীতিপূর্ণ বলিয়া এক সময়ে, এরূপ সমাদৃত হইয়াছিল যে, তদুল্লিখিত বাক্য সকল শাস্ত্রোক্ত উপদেশের ন্যায় সম্মানিত হইত। জন্ম ৩৮৪ খ্রীঃ পূঃ মৃত্যু ৩২২ খ্রীঃ পূঃ।

¶ এণ্টনি রিভারোল—বিখ্যাত ফরাসী গ্রন্থকার। ইনি নীতি ও ধর্ম্ম বিষয়ক নানা গ্রন্থ লিখিয়া স্বদেশীয়গণের মহোপকার সাধন করিয়াছেন। জন্ম ১৭৫৭ খ্রীঃ, মৃত্যু ১৮০১ খ্রীঃ।

"মেধা সর্ব্বশাস্ত্রের আধার ও রক্ষক।"

সিসিরো।*

"মেধা মনের ধনাগার স্বরূপ।"

ফুলার।†

"মেধা ধনাধ্যক্ষ সদৃশ। যদি তাহার নিকট হইতে প্রয়োজন কালে অর্থ প্রাপ্তির আশা কর, তাহা হইলে, অর্থ সঞ্চয় করিয়া সতত তাহার নিকট গচ্ছিত রাখিতে হইবে।"

রো।‡

* ১২৮ পৃষ্ঠা দেখ।

† ডাক্তার টমাস্ ফুলার—ইংলণ্ডের সুবিখ্যাত ধর্ম্মশাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত ও গ্রন্থকার। ইনি যে সকল গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া গিয়াছেন তন্মধ্যে "ব্রিটন ধর্ম্ম সমাজের ইতিহাস," "ইংলণ্ডের বিখ্যাত মহানুভবগণ," "পবিত্র যুদ্ধের ইতিবৃত্ত" জ্ঞানের গভীরতায় ও নীতির প্রাচুর্য্যে অদ্যাপি বিশিষ্টরূপ সমাদৃত হইতেছে। জন্ম ১৬০৮ খ্রীঃ, মৃত্যু ১৬৬১ খ্রীঃ।

‡ সার্ টমাস্ রো—ইংলণ্ডের রাজনীতিজ্ঞ পণ্ডিত। ইনি, মোগল সম্রাট্ জাহাঙ্গীরের রাজত্ব সময়ে, ইংলণ্ড হইতে রাজদূত স্বরূপ প্রেরিত হইয়া, ভারতবর্ষীয় আচার ব্যবহার সম্বন্ধে নানা বৃত্তান্ত লিখিয়াছিলেন। পরিণত বয়সে, এই মহাত্মা ইংলণ্ডীয় রাজমন্ত্রি-সভার সভাপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। জন্ম ১৫৮০ খ্রীঃ, মৃত্যু ১৬৪৪ খ্রীঃ।

"মেধারূপ স্বর্গসুখ হইতে কেহই আমাদিগকে বঞ্চিত করিতে পারে না।"

রিজ্‌টার্‌।*

মেধার অদ্ভুত শক্তিপ্রভাবেই মানবগণের উন্নতিমূলক কার্য্য কলাপ ধারাবাহিকরূপে অনুষ্ঠিত হইতেছে। ছাত্রগণ কাহার সাহায্যে শিক্ষালাভ করিতেছেন? শিক্ষকগণ কাহার সাহায্যে শিক্ষাদান করিতেছেন? বাগ্মিগণ কাহার সাহায্যে মনোহারিণী বক্তৃতা করিতেছেন? গ্রন্থকারগণ কাহার সাহায্যে স্বকীয় গ্রন্থে উৎকৃষ্ট ভাবসমূহ সমাবেশিত করিতেছেন? যুবকগণ কাহার সাহায্যে উত্তরোত্তর উন্নতিমার্গে অগ্রসর হইতেছেন? প্রৌঢ়গণ কাহার সাহায্যে খ্যাতি ও প্রতিপত্তি লাভ করিতেছেন? বৃদ্ধগণ কাহার সাহায্যে সুখ শান্তির ক্রোড়ে আরাম প্রাপ্ত হইতেছেন? বস্তুতঃ করুণাময় পরমেশ্বর মেধারূপ অভ্যন্তরীণ আনন্দের রাজ্য সৃষ্টি করিয়া মানবদিগকে কিরূপে নিরন্তর উন্নতির পথে আকৃষ্ট করিতেছেন, তাহা ভাবিতে

* জীন্‌ পল্‌ ফ্রেডরিক্‌ রিজ্‌টার—জর্ম্মণদেশীয় সুবিদ্বান্‌ গ্রন্থকার। ইনি জ্ঞান ও নীতি পূর্ণ কতিপয় গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া স্বদেশীয়গণের কৃতজ্ঞতা ভাজন হইয়াছেন জন্ম ১৭৬৭ খ্রীঃ, মৃত্যু ১৮১২ খ্রীঃ।

গেলে, হৃদয় কৃতজ্ঞতারসে অভিষিক্ত হইয়া, তাঁহাকে ধন্যবাদ দিতে থাকে।

ধারণাশক্তির রীতি ভেদে মেধাকে পাঁচ শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে। যথা—

(i) তেজস্বিনী মেধা—সত্বর ভাবনিচয় গ্রহণ করে এবং সেই সকল ভাব বহুদিন স্থায়ী হয়।

(ii) মধ্যমা মেধা—দীর্ঘকালের যত্নে ভাবনিচয় গ্রহণ করে এবং সেই সকল ভাব দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়।

(iii) স্থানাশ্রিতা মেধা—গ্রন্থের দক্ষিণ বা বামদিকের পৃষ্ঠা, ঘটনার স্থান বা ব্যক্তি লক্ষ্য করিয়া, যথাক্রমে ভাবনিচয় গ্রহণ করে এবং সেই ভাবগুলি কতকদিন পর্য্যন্ত স্থায়ী হয়।

(iv) দুর্ব্বলা মেধা—যত শীঘ্র ভাবনিচয় গ্রহণ করে, তত শীঘ্রই তৎ সমুদায় স্মৃতিপথ অতিক্রম পূর্ব্বক পলায়ন করে।

(v) অধমা মেধা—দীর্ঘকাল ব্যাপী যত্নে ভাবনিচয় গ্রহণ করে, কিন্তু তৎসমুদয় সত্বরই দূরীভূত হইয়া যায়।

সুনিয়মে পরিচালিত হইলে, সর্ব্বপ্রকার মেধাই

দোষমুক্ত, পরিমার্জ্জিত এবং ক্রমশঃ পরিবর্দ্ধিত হইয়া থাকে।

মেধা, অপরাপর মনোবৃত্তির ন্যায়, যথোচিতরূপে পরিচালিত হইলে, বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, এবং কার্য্যক্ষেত্র প্রাপ্ত না হইয়া জড় অবস্থায় পড়িয়া থাকিলে, অচিরং-কাল মধ্যেই নিস্তেজ ও অকর্ম্মণ্য হইয়া যায়। বাল্য-কাল হইতেই, মেধা কার্য্য করিতে থাকে, যৌবন কালে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, এবং বার্দ্ধক্য-সমাগমে, ক্রমশঃ ক্ষীণ হইয়া যায়। সচরাচর দৃষ্ট হয় যে, যত্ন ও পরিশ্রমপূর্ব্বক, রীতিমত পরিচালন করিলে, মেধা পঞ্চদশ হইতে পঞ্চাশৎ বর্ষ বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। মস্তিষ্ক-রোগে, এবং অলসতা, অমিতাচারিতা ও দুশ্চরিত্রতা দোষে, মেধা অতি সত্বর ক্ষীণ হইয়া যায়। কখনও কখনও, অত্যুৎকট রোগ বশতঃ, মেধার শক্তি সম্পূর্ণরূপ বিনষ্ট হইতেও দেখা গিয়াছে।

মেধার উন্নতিসাধনে ব্যক্তিমাত্রেরই নিরতিশয় যত্নশীল হওয়া কর্ত্তব্য। অধ্যয়নাদি দ্বারা অধিগত রত্ন-রাশি মেধারূপ ধনাগারে সুরক্ষিত করিবার ক্ষমতা না থাকিলে, কেবল মাত্র তৎসমুদায় সংগ্রহ করিয়া কি

হইবে ? প্রয়োজনকালে ব্যবহার করিতে না পারিলে রত্নাবলী সংগ্রহের আবশ্যকতা কি ? অতএব, যিনি যে বিষয় হিতকর ও উপাদেয় জ্ঞান করেন, তাঁহাকেই, তদ্বিষয়ক নানাবিধ সুধাময়ী বাক্যাবলী কণ্ঠস্থ করিয়া, একটী মনোরম রত্ন ভাণ্ডার প্রস্তুত করিতে হইবে। ফটোগ্রাফারগণ * যেরূপ মনোহর দৃশ্য-সমূহের আলেখ্য সর্ব্বদা প্রস্তুত রাখেন, এবং পুনঃ পুনঃ তদীয় সৌন্দর্য্য নিরীক্ষণ করিয়া মোহিত ও আনন্দিত হন, তদ্রূপ উৎকৃষ্ট বচন-সমূহের আলেখ্য স্মৃতি-পটে অঙ্কিত করিয়া রাখিতে পারিলে, যতই উহা পুনঃ পুনঃ পরিদৃষ্ট হইতে থাকিবে, ততই তাহা হইতে অভিনব সৌন্দর্য্যরাশি বিনিঃসৃত হইয়া হৃদয়কে আনন্দে পরিপ্লুত করিবে।

মেধার উৎকর্ষ সাধনার্থে মনীষিগণ যে যে প্রণালী অবলম্বন করিতে উপদেশ দিয়াছেন তৎসমুদায় নিম্নে প্রদর্শিত হইল :—

১। নির্ব্বাচন।—কি কি বিষয় ভবিষ্যৎকালে হিতকর হইবার সম্ভাবনা আছে, কোন্ কোন্ বাক্য

* ফটগ্রাফার—আলোক চিত্রবিৎ।

উৎকৃষ্ট ও মনোহর, ইহা সর্ব্বাগ্রে নির্ব্বাচন করিতে হইবে। অসার ও অকর্ম্মণ্য বাক্য সমূহের দ্বারা মেধাকে গুরুভারে নিপীড়িত করা অর্ব্বাচীনের কর্ম্ম। কুইণ্টিলিয়ান * বলেন, "সাহিত্য ও বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় মেধা ডাকঘরের মত সমস্ত বস্তুই গ্রহণ করেনা, কিন্তু উৎকৃষ্ট সংবাদ পত্রের ন্যায় প্রকৃত হিতকর ও আদরণীয় বিষয় গুলি স্বকীয় অঙ্গে সমাবেশিত করে।"

২। পরিমিতরূপে চালনা।—সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্য-পূর্ণ বাক্য-রত্নাবলী প্রত্যহ পরিমিতরূপে কণ্ঠস্থ করিয়া মেধার উন্নতি সাধন করা কর্ত্তব্য। উষ্ট্র যেমন পৃষ্ঠ-দেশে উপযুক্তরূপ ভারপ্রাপ্ত হইলেই উঠিয়া দাঁড়ায়, তদ্রূপ মেধাতে ধারণযোগ্য বাক্যাবলী আয়ত্ত হইবা-মাত্রই অধ্যয়ন হইতে বিরত হওয়া উচিত। মেধারূপ গোণীর মুখবন্ধ করিবার উপায় না রাখিয়া, তাহাতে অপরিমিতরূপে পদার্থরাশি প্রবেশিত করিলে, ভার-বহনকালে তাহা হইতে সমস্ত পদার্থ পড়িয়া যাইবে। মেধারূপ বিশ্বস্ত ভৃত্যকে সর্ব্বদা গুরুভারবহনে নিযুক্ত

* কুইণ্টিলিয়ান্—ইটালীর বিখ্যাত বক্তা, সমালোচক ও অলঙ্কার শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত। এতৎ প্রণীত "অলঙ্কার শাস্ত্র" সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়া অতিশয় সমাদৃত হইয়াছিল। জন্ম ৪২ খ্রীঃ, মৃত্যু ১১৭ খ্রীঃ।

করিয়া, ক্রীতদাসে পরিণত করা কখনই উচিত নহে। ঔদরিক ব্যক্তি যেরূপ বহুভোজন-লালসায় স্বকীয় পাকস্থলীর পরিপাক শক্তি বিনষ্ট করে,তদ্রূপ বহুবাক্য কণ্ঠস্থ করিতে লোলুপ নির্ব্বোধ ব্যক্তিগণ, গুরুভারে নিপীড়িত করিয়া, মেধার ধারণাশক্তি বিলুপ্ত করে।

৩। অভিনিবেশ।—স্মরণযোগ্য বিষয়ে, মনকে সর্ব্বতোভাবে অভিনিবিষ্ট করা উচিত। অভিনিবেশের ন্যূনাধিক্যেই অধীত বিষয়সমূহ অল্পাধিক পরিমাণে স্মৃতি-ক্ষেত্রে সন্নিবিষ্ট হয়। জলপ্রবাহের আতিশয্যে, স্রোতস্বতী যেরূপ ক্রমশঃ গভীরতর হয়, তদ্রূপ অভি-নিবেশের প্রগাঢ়তায় স্মরণীয় বিষয়সমূহ সমধিক দৃঢ় ভাবে স্মৃতি-পটে অঙ্কিত হইয়া থাকে। কোনও বিষয় সুদীর্ঘকাল স্মরণ রাখিতে হইলে, প্রফুল্লচিত্তে ও আগ্রহ সহকারে, তদ্বিষয়ে নিমগ্নচিত্ত হইয়া, প্রত্যেক অংশ তন্ন তন্ন করিয়া পরীক্ষা করিতে হইবে, এবং যতক্ষণ তৎ-সম্বন্ধে সুস্পষ্ট সংস্কার না জন্মে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত তদ্বিষয় পুনঃ পুনঃ অধ্যয়ন ও চিন্তা করিতে হইবে। উপরে ভাসিয়া বেড়াইলে, কোনও বিষয় বিশিষ্টরূপে হৃদ্গত হয় না; তদ্বিষয়ক কথোপকথনে লজ্জা পাইতে হয়; সেই লজ্জা ঢাকিবার জন্য স্মৃতি শক্তির

উপরে দোষারোপ করিতে হয়; এবং আত্মবিশ্বাস ক্রমশঃ খর্ব্ব হইয়া পড়ে।

ফুলার্ * বলেন, "স্মর্ত্তব্য বিষয়টী মনের মধ্যে দৃঢ়ভাবে সমাবদ্ধ করিতে হইবে; শুদ্ধ মনোমধ্যে সংযোজিত করিয়া ক্ষান্ত থাকিলে, বিষয় কর্ম্মের ব্যস্ততায় তাহা নির্গত হইয়া যাইবে। শয়নের পূর্ব্বক্ষণে, কীলকের ন্যায়, স্মর্ত্তব্য বিষয়টী মনে সঙ্ক্রমিত করিয়া প্রাতঃকালে, তাহা মনোমধ্যে দৃঢ়রূপে প্রবেশিত করাই উৎকৃষ্ট নিয়ম।

বস্তুতঃ অভিনিবেশের পার্থক্যেই স্মৃতিশক্তির পার্থক্য সংঘটিত হয় এবং স্মৃতিশক্তির পার্থক্যেই অপরাপর মানসিক বৃত্তির প্রভেদ ঘটিয়া থাকে। যাঁহার অভিনিবেশ শক্তি তেজস্বিনী তিনি নিশ্চয়ই মহৎকার্য্য সাধনে সমর্থ হন; তিনি একতান মনে এক একটী বিষয়ের অভ্যন্তরে নিমগ্ন হন এবং তাহা হইতে অভিনব তত্ত্ব সমূহ উদ্ধার করিয়া মানব মণ্ডলীকে চমৎকৃত করেন।

ফলতঃ স্মৃতিশক্তির উন্নতি সাধন করিতে হইলে

* ২০৮ পৃষ্ঠা দেখ।

স্মর্ত্তব্য বিষয় লক্ষ্য করিয়া একাগ্রচিত্ত হওয়া নিতান্ত আবশ্যক। দ্রোণাচার্য্য সমীপে পরীক্ষাদানকালে অর্জ্জুন যেরূপে চিত্তের একাগ্রতা প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তদ্রূপ তেজস্বিনী একাগ্রতা ব্যতীত এবিষয়ে কদাচ কৃতকার্য্যতা লাভের সম্ভাবনা নাই।

৪। সুস্পষ্টরূপে হৃদয়ঙ্গম।—বিশিষ্টরূপ না বুঝিয়া কোনও বিষয় স্মরণ রাখিতে চেষ্টা করিলে, তাহাতে নিশ্চয়ই নিরাশ হইতে হইবে। যাহা সুস্পষ্ট-রূপে হৃদগত হয় নাই, মেধা তাহা কিরূপে রক্ষা করিবে? অতএব, বহুবিষয় অস্পষ্ট ভাবে অবগত হইতে চেষ্টা না করিয়া, এক একটী বিষয় সুন্দর রূপে বুঝিয়া আয়ত্ত করা উচিত। কি কি কারণে এরূপ ফলোৎপন্ন হয়? এবিষয়ে কি কি উদাহরণ প্রদত্ত হইতে পারে? সর্ব্বদা একবিধ ফলোৎপত্তি হয় কিনা? না হইলে, কোথায় কিরূপ ব্যতিক্রম সংঘটিত হয়? এইরূপ নানাবিধ প্রশ্ন দ্বারা মীমাংসিত হইলে, এক একটী বিষয় চিরদিনের জন্য স্মৃতিপটে অঙ্কিত হইয়া থাকে।

৫। শৃঙ্খলা।—স্মরণীয় বিষয়গুলি শ্রেণীবদ্ধ করিয়া স্মৃতি-ক্ষেত্রে সুচারুরূপে বিন্যস্ত করিতে হইবে,

তৎসমুদায় সুদীর্ঘকাল স্থায়ী অথবা প্রয়োজনকালে অনায়াস লভ্য হইবে না। ফুলার * বলেন, "চিন্তাগুলি সুশৃঙ্খল ভাবে সাজাইয়া রাখিবে। বিশৃঙ্খল ব্যক্তির, ভার বহন কালে, হয় ত একটী বস্তু ভূতলে পতিত হয়, অপর একটী স্কন্ধোপরি ঝুলিয়া থাকে, এবং পদে পদে, তাহার গতিরোধ হইয়া থাকে ; কিন্তু সুশৃঙ্খল ব্যক্তি, তদপেক্ষা দ্বিগুণ বস্তু সুন্দররূপে স্বকীয় স্কন্ধে বিন্যস্ত করিয়া, অক্লেশে বহন করে।"

৬। পর্য্যালোচনা।—আঘাত মাত্র প্রেক্ প্রবিষ্ট না হইলে যেরূপ পুনঃ পুনঃ আঘাত করা আবশ্যক, তদ্রূপ, অধীত হইবামাত্র যে বিষয় উত্তমরূপে হৃদগত না হয়, তাহা পুনঃ পুনঃ অনুশীলন পূর্ব্বক মনোমধ্যে প্রবেশিত করিতে হইবে ; সুদৃঢ় ভাবে, পুনঃ পুনঃ অধ্যয়ন ও চিন্তা করিলে, নিশ্চয় তাহা আয়ত্ত হইবে। কখনও কখনও মনোবৃত্তিগুলিকে মন্দগামী পশুপালের ন্যায় বারংবার আঘাত করিতে হয় নতুবা তাহারা অগ্রসর হইতে চাহে না। সুতরাং, দৃঢ়সঙ্কল্প হইয়া, নিরতিশয় আগ্রহ সহকারে, প্রধান প্রধান

* ২০৮ পৃষ্ঠা দেখ।

স্মর্ত্তব্য বিষয় গুলি পুনঃ পুনঃ আলোচনা করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।

৭। সার-সংগ্রহ।—যিনি যতই মেধাবী হউন না কেন, একখানা স্মৃতি পুস্তকে উৎকৃষ্ট বাক্যাবলী লিপিবদ্ধ করিয়া, মেধার ভার লঘুতর করা পাঠক মাত্রেরই কর্ত্তব্য। ইহা অবশ্যই স্বীকার্য্য যে, এই উপায় দ্বারা স্মৃতি-শক্তির প্রাখর্য্য বিষয়ে বিশেষ আনুকূল্য না হইয়া বরং তদ্বিপরীত ফলোৎপত্তি হইবারই সম্ভাবনা হইয়া থাকে; কিন্তু প্রয়োজনানুসারে রাশীকৃত রত্ন প্রাপ্ত হইবার জন্য ইহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর উপায় আর নাই। কোন কোন পণ্ডিত সুতীক্ষ্ণ মেধাসম্পন্ন না হইয়াও, স্মৃতি-পুস্তক নিহিত-রত্নরাজির সাহায্যে, কথোপকথন, বক্তৃতা ও গ্রন্থপ্রণয়ন প্রভৃতি নানা কার্য্য দক্ষতা সহকারে নিষ্পাদন করিয়াছেন। বস্তুতঃ, সমস্ত বিদ্যা, মেধাগত না করিয়া, যথোচিত রূপে, স্মৃতি গ্রন্থে বিভক্ত করিয়া রাখা নিতান্ত কর্ত্তব্য। সমস্ত বিদ্যা মস্তিষ্কে ধারণ করিবার ক্ষমতা করিলে, স্মৃতি-শক্তি গুরুভারে নিপীড়িত হইয়া প্রাখর্য্য বিরহিত হইয়া উঠে, এবং দুর্দ্দান্ত-তস্কর-রূপ উৎকট-ব্যাধি কর্ত্তৃক একবার আক্রান্ত হইলেই সর্ব্বস্বান্ত হইতে হয়।

এক খানা স্মৃতি-পুস্তকে উৎকৃষ্ট বিষয় সমূহ সৈন্যের ন্যায় সুসজ্জিত করিয়া রাখিলে, যুদ্ধ-সংবাদ শ্রবণ গোচর হইবা মাত্র তাহাদিগকে লইয়া সাহস পূর্ব্বক রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হওয়া যায়।

আমাদের দেশে স্মৃতি-গ্রন্থ ব্যবহার করিবার প্রথা প্রচলিত নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এখানে, চিন্তাশীল ও অধ্যয়নপ্রিয় ব্যক্তিগণ সমস্ত বিদ্যা মস্তিষ্কে বহন করেন এবং বহুশ্রমলব্ধ উৎকৃষ্ট ভাবনিচয়, বয়োবৃদ্ধি সহকারে, আলোচনার অভাবে, অথবা বিষয় কার্য্যের ব্যস্ততায়, ক্রমশঃ বিস্মৃতির অন্ধকারে বিলীন হইয়া যায়।

অনেকে হয়ত মনে করিবেন যে, স্মৃতি-গ্রন্থে উৎকৃষ্ট বিষয়সমূহ লিপিবদ্ধ করিয়া রাখা নিরতিশয় বিরক্তিকর কার্য্য, এবং তাহাতে গোলযোগও বিস্তর। একখানা গ্রন্থ অধ্যয়ন করিবার সময়, স্মৃতি-গ্রন্থ কলম, দোয়াত, ব্লটিং কাগজ, সংগ্রহ করিয়া, তৎপরে অধ্যেতব্য গ্রন্থ লইয়া বসিতে হইবে। ইহা বড়ই অসুবিধাজনক। অধ্যয়নের সময়ে এত হেঙ্গাম কে করিবে? কিন্তু—

স্মৃতি-পুস্তক কীদৃশ হিতকর গ্রন্থ,

কত অধীত বিষয় নির্জীব অবস্থায় স্মৃতিপটে চিহ্নিত রহিয়াছে—এবং ঈদৃশ পুস্তকের অভাবেই তৎসমুদায় পুনর্জীবিত হইতে পারিতেছে না ;

অভ্যাসগুণে সর্ব্ববিধ কার্য্যই কত সহজ হইয়া পড়ে এবং উত্তরোত্তর দৃঢ়তর প্রবৃত্তি ও গাঢ়তর অনুরাগ জন্মে ;

এই সকল বিষয় যদি তাঁহারা একবার অভিনিবেশ পূর্ব্বক ভাবিয়া দেখেন, তাহা হইলে, কখনই এরূপ অমূলক আপত্তি উত্থাপন করিয়া, স্মৃতি-গ্রন্থ-রূপ অমূল্য রত্ন-ভাণ্ডার হইতে ক্ষণমাত্রও দূরে থাকিতে ইচ্ছা করিবেন না।

যাঁহারা মনে করেন যৌবনকালে ঈদৃশ স্মৃতি-পুস্তকের আবশ্যকতা নাই, তাঁহাদিগের বিবেচনা করিয়া দেখা উচিত যে,—

(i) এরূপ মঙ্গলপ্রদ ফলের বীজ যত শীঘ্র বপন করা যায় ততই উত্তম।

(ii) যৌবনকাল হইতে সুধাময়ী বাক্যাবলী সংগৃহীত হইলে, স্মৃতি-গ্রন্থ সুবৃহৎ হইবে, এবং প্রয়োজনানুসারে তথায় রাশীকৃত সদ্বাক্য প্রাপ্ত হওয়া যাইবে।

(iii) যৌবনকাল হইতে অভ্যাস না করিলে, পরিণত বয়সে কোনও কার্য্যে, সুনিপুণ হওয়া যায় না। অধিক বয়সে কার্য্যারম্ভ করিলে, অচিরেই বার্দ্ধক্য সমাগত হওয়ায়, ফল ভোগ করিবার অবসর পাওয়া যায় না।

(iv) যৌবন-কালই সর্ব্ববিধ সৎকার্য্য আরম্ভ করিবার উপযুক্ত সময়।

অতএব, পাঠক মাত্রেরই যৌবনকাল হইতে স্মৃতি-গ্রন্থে অমৃতময়ী পদাবলী সমাবেশ করিতে অভ্যাস করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। বর্ত্তমান সময়ে সেই সমুদায় পদাবলীর বিশেষ কোনও উপকারিতা প্রত্যক্ষ না হইতে পারে, কিন্তু ভবিষ্যতে যে তদ্দারা নিশ্চয়ই উপকার লব্ধ হইবে তদ্বিষয়ে আর কোনও সংশয় নাই। এরূপ মনোহর বচন অতি বিরল, যাহা কখনও কোন কার্য্যোপলক্ষে হিতকর না হইতে পারে; পরন্তু এরূপ সময় নিশ্চয়ই উপস্থিত হয় যখন প্রধান প্রধান বিষয় সম্বন্ধীয় চিন্তার সংস্রবে সে সকলের অস্পষ্ট ছায়া স্মৃতি-দর্পণে প্রতিবিম্বিত হয়; কিন্তু তখন স্মৃতিগ্রন্থের অভাবে, তৎসমুদায়ের প্রকৃত-আলেখ্য অঙ্কিত করিবার অক্ষমতা হেতু, পরিতাপে ম্রিয়মাণ হইতে হয়।

৮। কৃত্রিম উপায়।—স্মৃতি-শক্তির উন্নতি সাধনার্থ, কখনও কখনও নিম্নলিখিত কৃত্রিম উপায় সমূহ অবলম্বন করিলে, বিশিষ্টরূপ ফলপ্রাপ্ত হওয়া যায়।

(১) পুনঃ পুনঃ লিপিবদ্ধ করিলে, গণিতশাস্ত্রের সাঙ্কেতিক নিয়ম, ক্ষেত্রতত্ত্বের প্রতিজ্ঞা প্রভৃতি সুন্দর রূপে আয়ত্ত হয়।

(২) উৎকৃষ্ট বাক্যসমূহ পদ্যে পরিণত করিয়া অধ্যয়ন করিলে, সহজে কণ্ঠস্থ হয়।

(৩) বর্ণিত বিষয়ের আলেখ্য দর্শন করিলে তদ্বিষয়ক স্মৃতি সহজে বিলুপ্ত হয় না।

(৪) কোনও নূতন বিষয় বা দুরূহ শব্দ পূর্ব্ব পরিচিত বিষয় বা শব্দের সহিত সম্বদ্ধ করিতে পারিলে, তাহা প্রয়োজনানুসারে স্মরণ করা যাইতে পারে, এবং হঠাৎ বিস্মৃত হইলে, পরিজ্ঞাত বিষয়টী লক্ষ্য করিয়া তাহা পুনর্ব্বার স্মৃতিপথে আনয়ন করা যায়। কখনও কখনও, যে সময়ে ঐ ব্যাপারটী সঙ্ঘটিত হইয়াছে, যে স্থানে ও যে ব্যক্তির প্রমুখাৎ উহা শ্রুত হইয়াছে, তৎসমুদায় স্মরণ করিতে করিতে, বিস্মৃত বিষয়টী সহসা স্মৃতিপথে আবির্ভূত হয়।

ধর্ম্মানুরাগ।—স্মৃতিশক্তির উৎকর্ষ সাধন

করিতে হইলে, ধার্ম্মিক হওয়া আবশ্যক। সাধুতা ও পবিত্রতা উৎকৃষ্ট স্মৃতিশক্তির সহচরী। ধর্ম্মে আনুরক্তি না থাকিলে চরিত্র বিশুদ্ধ, শরীর সুস্থ ও মন প্রফুল্ল, থাকিতে পারে না; সুতরাং স্মৃতিশক্তির উন্নতি সাধনের উপায় বিফল হইয়া যায়। যাহারা সর্ব্বদা গর্হিত কার্য্যে ও তদানুষঙ্গিক কুচিন্তায় সময়াতিপাত করে, তাহাদের স্মৃতিশক্তি কিছুতেই তেজস্বিনী হয় না। যে সকল মহাত্মা অসাধারণ মেধাবী বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই দেবসদৃশ নির্ম্মলচরিত্র ছিলেন।

যে সৌভাগ্যবান্ ব্যক্তি, উপরি উক্ত নয়টী নিয়ম অবলম্বন পূর্ব্বক, মেধার উন্নতিসাধনে বদ্ধপরিকর হন এবং প্রত্যহ উৎকৃষ্ট রত্নাবলী সংগ্রহ করিয়া মানসভাণ্ডার পরিশোভিত করিতে থাকেন, তাঁহার হৃদয় যে কিরূপ সন্তোষামৃতে অভিষিক্ত হইতে থাকে, তাহার উপমাস্থল অতি বিরল। অপরিণামদর্শী সুবিদ্বান্ ব্যক্তি, তন্ন তন্ন করিয়া অন্বেষণ পূর্ব্বক, বহু আয়াসে যে সমস্ত রত্নের উদ্ধার করিতে অক্ষম হন, তিনি তৎসমুদায় স্বকীয় কণ্ঠমালার ন্যায় হৃদয়ে ধারণ করিয়া থাকেন। চিত্র বিদ্যাবিশারদ সুনিপুণ ব্যক্তি অত্যুৎকৃষ্ট আলেখ্য

দর্শন করিতে করিতে যেরূপ তদীয় সৌন্দর্য্য-সাগরে ডুবিয়া যান, তিনিও তদ্রূপ স্মৃতিপটাঙ্কিত পরম রমণীয় রত্নরাজি দর্শন করিতে করিতে বিমলানন্দ উপভোগ করেন এবং ঐকান্তিক যত্ন সহকারে স্মৃতি-পটের আয়তন বর্দ্ধনে নিযুক্ত থাকেন।

কোন কোন সৌভাগ্যবান্ ব্যক্তি অলোকসামান্য মেধা লইয়া জন্ম গ্রহণ করেন এবং বিপুল-ধারণা-শক্তির প্রভাবে লোকমণ্ডলীকে চমৎকৃত করিয়া তুলেন। উদাহরণ স্বরূপ কতিপয় বিখ্যাত মেধাবীর সঙ্ক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

(১) সুবিখ্যাত মেধীয়ান্ সেনেকা * (২০০০) দুই সহস্র কবিতা প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত ও শেষ হইতে প্রথম পর্য্যন্ত যথাক্রমে আবৃত্তি করিতে পারিতেন, ইহাতে তাঁহার কোনও একটী শব্দ বা শব্দাংশ সম্বন্ধীয় ভ্রম লক্ষিত হইত না।

(২) পারস্য-নৃপতি সাইরস্ এরূপ মেধাবী ছিলেন যে, স্বকীয় অসংখ্যেয় সেনাদলের প্রত্যেক ব্যক্তির নাম ধরিয়া ডাকিতে পারিতেন।

* ১৩৪ পৃষ্ঠা দেখ।

(৩) পণ্টস্ দেশীয় প্রসিদ্ধ নৃপতি মিথ্রিডেটিস, ২৩টি জাতির উপরে স্বীয় আধিপত্য সংস্থাপন করিয়াছিলেন; তিনি প্রত্যেক জাতীয় প্রজাবর্গের ভাষায় এরূপ ব্যুৎপন্ন হইয়াছিলেন যে, ইচ্ছানুসারে যে কোন জাতীয় প্রজার সহিত তদীয় মাতৃভাষায় কথোপকথন করিতে পারিতেন।

(৪) কর্সিকা দ্বীপের একটী যুবক (৪০,০০০) চল্লিশ সহস্র অসজ্জিত শব্দ যেরূপ শ্রবণ করিয়াছিল, প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত ও শেষ হইতে প্রথম পর্য্যন্ত অবিকল সেইরূপ বলিতে পারিত।

(৫) ইটালী দেশীয় সুবিখ্যাত পণ্ডিত ম্যাগ্‌লিয়াবেকি এরূপ মেধিষ্ঠ ছিলেন যে, তৎকাল-প্রচলিত সমস্ত গ্রন্থ অধ্যয়ন পূর্ব্বক, কোন্ গ্রন্থের কোন্ অধ্যায়ে ও কোন্ পৃষ্ঠায় কোন্ বিষয় বর্ণিত হইয়াছে, তাহা অবলীলাক্রমে নির্দ্দেশ করিতেন এবং গ্রন্থকারের ভাষায় তত্তদ্বিষয় আবৃত্তি করিতে পারিতেন। একদা, জনৈক ভদ্রলোক, তাঁহাকে স্বরচিত একটী প্রবন্ধ দর্শন করিতে দিয়াছিলেন, এবং তদীয় মেধার প্রাখর্য্য পরীক্ষা করিবার অভিপ্রায়ে, অকস্মাৎ এক দিবস, ঐ প্রবন্ধ হারাইয়া গিয়াছে বলিয়া, তৎসমীপে নিরতি-

শয় দুঃখ প্রকাশ করিতে ছিলেন। তাঁহার আক্ষেপোক্তি শ্রবণে, ম্যাগলিয়াবেকি বলিলেন, "আমি যখন ঐ প্রবন্ধটী একবার পাঠ করিয়াছি, তখন আর উহা হারাইবার সম্ভাবনা নাই।" এরূপ বলিবার পরে, তিনি স্বয়ং ঐ প্রবন্ধটি পুনর্ব্বার অবিকল লিখিয়া তাঁহার হস্তে প্রদান করিলেন। এই ব্যাপার দর্শনে, ঐ ভদ্রলোক অতিশয় বিস্ময়াপন্ন হইয়া, তাঁহার অত্যদ্ভুত মেধার ভূয়সী প্রশংসা করিতে করিতে তাঁহাকে বারংবার ধন্যবাদ প্রদান করিলেন, এবং স্বগৃহে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক স্বরচিত প্রবন্ধের সঙ্গে তুলনা করিয়া দেখিলেন যে, উভয় প্রবন্ধ বর্ণে বর্ণে মিলিয়া গিয়াছে।

(৬) সুইজর্লণ্ডের সুপ্রসিদ্ধ গণিত শাস্ত্রজ্ঞ ইউলার, দুর্ভাগ্যবশতঃ, ৫৯ বর্ষ বয়সের সময় অন্ধ হইয়াছিলেন, কিন্তু আরব্ধ কার্য্য পরিত্যাগ করেন নাই। ইনি স্বকীয় অলৌকিক মেধাপ্রভাবে, গ্রহ, উপগ্রহ প্রভৃতির গতিসম্বন্ধীয় নানাবিধ জটিল ও কঠিন তত্ত্বের সমাধান করিয়া, জনসাধারণকে চমৎকৃত করিয়া ছিলেন। এই মেধিষ্ঠ মহাপুরুষ সুবিখ্যাত ভার্জ্জিল-প্রণীত "ইনীড্" নামক গ্রন্থের আদ্যোপান্ত

এবং প্রত্যেক পৃষ্ঠার প্রথম ও শেষ পঙ্‌ক্তি আবৃত্তি করিতে পারিতেন।

(৭) ইংলণ্ডীয় মেথডিষ্ট সম্প্রদায়ের প্রসিদ্ধ ধর্ম্মোপদেশক জর্জ্জ হোয়াইট্ ফীল্ড্, অনন্যসাধারণ মেধাপ্রভাবে সমগ্র "বাইবেল"* কণ্ঠস্থ করিয়াছিলেন।

(৮) যুক্তরাজ্যের অন্তর্গত ম্যাসিচুসেট্‌স্ দেশীয় এক ব্যক্তি, অধ্যয়নত্যাগের ২০ বৎসর পরেও, মিল্টন্ প্রণীত "স্বর্গচ্যুতি" নামক মহাকাব্যের আদ্যন্ত আবৃত্তি করিতে পারিতেন।

৯। আথেন্স্ নগরের সুবিখ্যাত সেনাপতি থেমিষ্টক্লিস্, ঐ নগরবাসী প্রত্যেক ব্যক্তির, নাম ধরিয়া ডাকিতে পারিতেন। তৎকালে, আথেন্সের লোক-সংখ্যা ন্যূনাধিক (২০,০০০) বিশ সহস্র ছিল।

১০। সুবিখ্যাত ভাষাবিৎ ডাক্তার লেডেন্, একবার মাত্র পাঠ করিয়াই, পার্লিমেণ্ট-নির্দ্ধারিত কোনও সুদীর্ঘ ব্যবস্থা অবলীলাক্রমে আবৃত্তি করিতে পারিতেন।

* ৭২ পৃষ্ঠা দেখ।

ভারতবর্ষীয় শ্রুতিধরদিগের বৃত্তান্ত নিরতিশয় বিস্ময়কর ও আনন্দপ্রদ। সুবিখ্যাত মেধীয়ান্ পণ্ডিত বররুচি সকৃৎ-শ্রুতিধর ছিলেন, অর্থাৎ কোনও বাক্য শ্রবণ মাত্রই তাঁহার কণ্ঠস্থ হইত। ব্যাড়ি নামক অপর এক মেধিষ্ঠ পণ্ডিতের দুইবার কোন বিষয় শ্রুতিগোচর হইবামাত্র কণ্ঠস্থ হইত। ইন্দ্রদত্ত নামক তৃতীয় মেধাবী পণ্ডিতের তিনবার কর্ণগোচর হইলে কণ্ঠস্থ হইত। এই মেধাবি-ত্রয় বর্ষনামক উপাধ্যায়ের নিকট পরস্পরের সাহায্যে শিক্ষা লাভ করিয়া সর্ব্ব বিষয়ে পারদর্শী হইয়া ছিলেন। ইহাঁদিগের মধ্যে বররুচিই সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধি লাভ করিয়া, মহারাজ বিক্রমাদিত্যের সভায় নবরত্নের অন্তর্ভূত হইয়াছিলেন, এবং সংস্কৃত ভাষায় " সুন্দর কাব্য " প্রণয়ন করিয়া পণ্ডিত সমাজে প্রশংসা লাভ করিয়াছিলেন।

ভোজরাজ-চরিতে, তদীয় সভাস্থ শ্রুতিধরদিগের যে বৃত্তান্ত লিখিত আছে, তাহা অতিশয় উপাদেয় ও প্রীতিকর বোধে নিম্নে প্রদত্ত হইল।

চতুর চূড়ামণি ভোজরাজ, স্বীয় সভায়, সকৃৎ-শ্রুতি-ধর দ্বি-শ্রুতিধর ত্রি-শ্রুতিধর প্রভৃতি পণ্ডিতগণ রাখিয়া, ঘোষণা করিয়াছিলেন, যিনি তাঁহাকে সভামণ্ডপে

কোনও নূতন কবিতা শুনাইতে পারিবেন, তাঁহাকে লক্ষ স্বর্ণ মুদ্রা পারিতোষিক স্বরূপ প্রদত্ত হইবে। মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতবর্গ ও সুবিখ্যাত কবিগণ, তদীয় সভায় উপনীত হইয়া, স্বরচিত সুললিত নূতন শ্লোক পাঠ করিবামাত্র, শ্রুতিধর পণ্ডিতবর্গ উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিতেন, "মহারাজ আমরা বহুকালাবধি এই কবিতা অবগত আছি; এইটী অতি প্রাচীন কবিতা; ইনি কেবল স্বীয় পাণ্ডিত্য ও কবিত্ব প্রদর্শনার্থ এই কবিতাটী স্বরচিত বলিতেছেন।" এইরূপ বলিবার পরে সকৃৎ-শ্রুতিধর সর্ব্বপ্রথমে উহা আবৃত্তি করিতেন, এবং তৎপরে দ্বি-শ্রুতিধর, ত্রি-শ্রুতিধর প্রভৃতি পণ্ডিতগণ ঐ কবিতা ক্রমান্বয়ে আবৃত্তি করিতেন। শ্লোকরচয়িতা পণ্ডিত ও কবিগণ লজ্জায় অপ্রস্তুত হইয়া অধোবদনে প্রস্থান করিতেন। এইরূপে, বহুকাল পর্য্যন্ত, কত কত সুকবি ও সুবিদ্বান্ মহোদয়গণ ভোজরাজের সভায় প্রত্যহ লাঞ্ছিত ও অপমানিত হইয়াছেন তাহার সংখ্যা করা দুরূহ।

সুবুদ্ধিমান মহাকবি কালিদাস, এই বার্ত্তা শ্রবণে, ভোজরাজের চতুরতা ধ্বংশ করিবার এক চমৎকার অভিসন্ধি স্থির করিয়া, একটী শ্লোক রচনা করিলেন,

এবং ভোজরাজের সভায় উপস্থিত হইয়া তাহা পাঠ করিলেন। শ্লোকটী এই,—

স্বস্তি শ্রীভোজরাজ ত্রিভুবনবিজয়ী ধার্ম্মিকঃ সত্যবাদী,
পিত্রা তে মে গৃহীতা নবনবতিযুতা রত্নকোটির্ম্মদীয়া।
তাং ত্বং মে দেহি তূর্ণং সকলবুধজনৈর্জ্ঞায়তে সত্যমেতৎ,
নোবা জানন্তি কেচিন্নবকৃতমিতিচেৎ দেহি লক্ষং ততো মে॥

হে ত্রিভুবনবিজয়ী, ধার্ম্মিক, সত্যবাদী ভোজরাজ, আপনার মঙ্গল হউক ; আপনার পিতা আমার নিকট হইতে এক কোটী নবনবতি লক্ষ রত্ন ঋণ গ্রহণ করিয়াছিলেন ; আপনি তাহা ত্বরায় পরিশোধ করুন ; এ বিষয় যে সত্য, তাহা আপনার সভাস্থ পণ্ডিতমণ্ডলীর সকলেই অবগত আছেন ; যদি তাঁহারা না জানেন, তবে আমার এই কবিতা নূতন, সুতরাং প্রতিশ্রুত লক্ষ স্বর্ণ মুদ্রা আমাকে প্রদান করুন।

এই শ্লোক শুনিয়া ভোজরাজ ও তদীয় সভার সমস্ত লোক নিরতিশয় বিস্ময়াপন্ন হইয়া, পরস্পরের মুখাবলোকন করিতে লাগিলেন। মহাকবি কালিদাস তাঁহাদিগের ঈদৃশী অবস্থা দর্শন করিয়া সহাস্যবদনে বলিলেন, “মহারাজ, আপনি কুলপাবন সৎপুত্র ; পিতাকে ঋণদায় হইতে ত্বরায় মুক্ত করিয়া পুত্র নাম

অর্পণ করুন; শাস্ত্রে লিখিত আছে, পুত্র হইয়া যে নরাধম পিতার ঋণ পরিশোধ না করে, তাহাকে অনন্তকাল নরক ভোগ করিতে হয়। আর যদি ইহা আপনার সভাসদ্গণের অশ্রুতপূর্ব্ব হয়, তাহা হইলে এই কবিতা যে আমার স্বরচিত ও নূতন, ইহা স্বীকার পূর্ব্বক, আমাকে লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা পারিতোষিক দিতে আদেশ করুন।"

ভোজরাজ, উভয়-সঙ্কটে পতিত হইয়া, ক্ষণকাল মৌনাবলম্বন পূর্ব্বক, উত্তর করিলেন, "আপনি কল্য আসিবেন, যাহা বিবেচনাসিদ্ধ হয়, করা যাইবে।" তৎপরে, কালিদাস চলিয়া গেলে, ভোজরাজ পণ্ডিত-মণ্ডলীর সহিত এ বিষয়ে বহুক্ষণ পরামর্শ করিয়াও কোনরূপ স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারিলেন না। এক জন প্রাচীন পণ্ডিত বহুক্ষণ চিন্তা করিয়া কহিলেন, "মহারাজ, এ বিষয়ে এক উপায় আছে, তাহাই অবলম্বন করুন। আমার স্মরণ হইতেছে আপনার স্বর্গীয় জনকের স্বহস্ত লিখিত এরূপ এক লিপি আছে যে 'আমি আষাঢ়ান্ত দিবসের মধ্যাহ্নকালে, আমার নদীতীরস্থ উদ্যানের মধ্যবর্ত্তী তালবৃক্ষোপরি, অনেক রত্ন রাখিলাম, আমার উত্তরাধিকারী বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে

তাহা গ্রহণ করিবে।' কালিদাসের কবিতা আমাদের পরিজ্ঞাত বলিয়া, ঐ লিপি প্রদান পূর্ব্বক, তাঁহাকে তদুক্ত ধন লইতে আদেশ করুন। ইহাতে তাহার ধূর্ত্ততা ও কবিত্বাভিমান বিদূরিত হইবে এবং সে বিলক্ষণ চাতুরিজালে জড়িত হইয়া পড়িবে। সভাস্থ সকলেই এ বিষয়ে সম্মতি দান করিলে তদ্রূপ কার্য্য করাই স্থিরীকৃত হইল।

পরদিবস প্রাতঃকালে কালিদাস রাজসভায় উপস্থিত হইয়া, স্বরচিত শ্লোক পাঠ করিলে, শ্রুতিধর পণ্ডিতগণ যথাক্রমে সেই কবিতা আবৃত্তি করিয়া কহিলেন "মহারাজ! এ বিষয় আমরা বহুকাল হইতে জানি, আপনি ত্বরায় পরলোকগত পিতার ঋণ পরিশোধ করুন।" এতচ্ছ্রবণে, ভোজরাজ পিতৃলিখিত পূর্ব্বোক্ত লিপি কালিদাসের হস্তে সমর্পণ করিলেন। কালিদাস তাহা পাঠ করিয়া হাস্যমুখে কহিলেন, "মহারাজ! এই লিপিতে অর্থের সংখ্যা নির্দ্দিষ্ট নাই, যদি প্রদত্ত ঋণের সমুদয় রত্ন পাওয়া না যায়, তবে আপনাকে অবশিষ্ট রত্ন দিতে হইবে, আর যদি অতিরিক্ত রত্ন পাওয়া যায়, তাহা আপনাকে প্রত্যর্পণ করিব। ভোজরাজ ইহাতে সম্মতি জ্ঞাপন করিলে, কালিদাস ঊর্দ্ধবাহু

হইয়া রাজাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া প্রস্থান করিলেন। তদনন্তর, নদীতীরস্থ উদ্যানে লিপিনির্দ্দিষ্ট বৃক্ষসমীপে উপস্থিত হইয়া, তদীয় মূলদেশ খনন পূর্ব্বক, দুইটি তাম্রকলসপূর্ণ দুই কোটি রত্ন প্রাপ্ত হইলেন। তৎপরে ঐ কলসদ্বয় সঙ্গে লইয়া রাজসভায় আগমন পূর্ব্বক কহিলেন, "হে নরদেব আমি এই বৃক্ষের মূলদেশ খনন করিয়া, দুই কোটি রত্ন প্রাপ্ত হইয়াছি। আমার প্রাপ্য এক কোটি নবনবতিলক্ষ আমি গ্রহণ করিলাম, অপর লক্ষরত্ন আপনি গ্রহণ করুন।"

এতদ্দর্শনে, ভোজরাজ বিস্ময়াভিভূত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "হে সুবুদ্ধিশেখর কবিকুলতিলক পণ্ডিতবর, আপনি কিরূপে জানিলেন যে রত্ন বৃক্ষতলে নিহিত আছে?" কালিদাস কহিলেন, "মহারাজের স্বর্গীয় জনক লিখিয়াছেন—'আষাঢ়ান্ত দিবসেব মধ্যাহ্ন কালে আমার নদী-তীরস্থ উদ্যানের মধ্যবর্ত্তী তালবৃক্ষো-পরি অনেক রত্ন রাখিলাম।'—আষাঢ়ান্ত দিবসের মধ্যাহ্নকালে মস্তকের ছায়া পদতলে আসিয়া থাকে, পরন্তু বৃক্ষের উপরিভাগে মুদ্রারাখা কখনও সম্ভাবিত নহে; এই সঙ্কেতে মূলদেশ খনন করিয়া এই রত্ন প্রাপ্ত হইলাম।" ইহা শুনিবামাত্র,ভোজরাজ নিরতিশয়

চমৎকৃত হইয়া, কালিদাসের ধীশক্তির ভূয়সী প্রশংসা করিলেন এবং তাঁহাকে অগণ্য ধন্যবাদ পূর্ব্বক অপার লক্ষরত্নও গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিলেন। তদনন্তর, কালিদাসের পাদবন্দন পূর্ব্বক, সভামধ্যে দণ্ডায়মান হইয়া কহিতে লাগিলেন, "আমি কি নরাধম প্রতারক! এত দিন পর্য্যন্ত কত মহানুভব ও উদারচিত্ত পণ্ডিত-দিগকে অপমানিত করিয়াছি! তাঁহারা কতই মর্ম্মবেদনা প্রাপ্ত হইয়াছেন! কেহ বা দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে করিতে, কেহ বা অশ্রুবর্ষণ করিতে করিতে প্রস্থান করিয়াছেন! হে অলৌকিক ধীশক্তি সম্পন্ন মহাত্মন্, এই মহাপাপের কোনরূপ প্রায়শ্চিত্ত বিধান করিয়া আমার দুর্বিষহ পরিতাপ দূরীভূত করুন।"

কালিদাস বলিলেন, "মহারাজ, প্রতারণা মহাপাপ, ইহা এতদিনে যে গভীর পরিতাপ সহকারে আপনার হৃদয়ঙ্গম হইল, ইহা অপেক্ষা কঠিন প্রায়শ্চিত্ত আর কি আছে? লোককে প্রতারণা-জালে বদ্ধ করিতে যাইয়া নিজেই স্বীয় জালে জড়িত হইলেন, ইহা অপেক্ষা কঠিন প্রায়শ্চিত্ত আর কি আছে? আপনি কি জানেন না যে, প্রতারণাপরায়ণ হইলেই প্রতারিত হইতে হয়?"

অতঃপর কালিদাস, সমস্ত রত্ন গ্রহণ পূর্ব্বক,

অর্দ্ধভাগ দীন, দরিদ্র ও অনাথ ব্যক্তিদিগকে বিতরণ করিলেন, এবং অপরার্দ্ধ স্বয়ং গ্রহণ করিয়া, স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন।

মেধীয়ান্ পণ্ডিতদিগের মধ্যে অনেকেই, স্বদেশের ও স্বজাতির উন্নতি কল্পে মেধার সদ্ব্যবহারে তাচ্ছিল্য প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহারা তেজোময়ী স্মৃতিশক্তির প্রভাবে খ্যাতি ও সম্মান লাভ করিয়া মনে করিয়াছেন, মানবজীবনের সার্থকতা সম্পন্ন হইয়াছে! সাইরস্, ব্যাড়ি, ইন্দ্রদত্ত ও ভোজরাজ-সভার শ্রুতিধর পণ্ডিতগণ এই শ্রেণীভুক্ত। কতিপয় মেধিষ্ঠ মহানুভব পণ্ডিত, তেজস্বিনী মেধার উন্নতিসাধনপূর্ব্বক স্বদেশের ও সমাজের হিতকর কার্য্যে জীবনোৎসর্গ করিয়া চির-স্মরণীয় হইয়াছেন। সেনেকা, ইউলার, বররুচি প্রভৃতি এই শ্রেণীর অন্তর্গত।

কতকগুলি লোক স্বকীয় মেধার অসদ্ব্যবহার করিয়া পাপপঙ্কে নিমগ্ন হন। ইঁহারা দুর্ম্মতিবশতঃ নানাবিধ ভীষণ পাপের চিত্র স্মৃতি-পটে অঙ্কিত করিয়া রাখেন, এবং তৎসমুদায়ের সাহায্যে অশেষরূপ দুরাচারিতায় লিপ্ত হইয়া ক্রমশঃ নরকের গভীরতর দেশে গমন করিতে থাকেন। পরনিন্দা, ঈর্ষ্যাপরায়ণতা,

অশ্লীলভাষিতা, জঘন্যচিন্তার পরিপোষণ, সজ্জনের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন প্রভৃতি এই শ্রেণীর লোকদিগের জীবনের ব্রতরূপে পরিণত হয়। ইঁহারা স্বীয় জীবন দ্বারা স্বদেশ ও স্বজাতিকে কলঙ্কিত করিয়া, অকালে কালগ্রাসে পতিত হন।

অতএব, যুবক ভ্রাতৃগণ, আলস্য পরিহার কর; আত্মশাসন কাহাকে বলে, চিন্তা করিয়া দেখ; কর্ত্তব্য কার্য্যে অবহেলা কিরূপ দোষাবহ, ভাবিয়া দেখ; ইচ্ছাশক্তির উপরে প্রবল আধিপত্য বিস্তার কর; মেধার উৎকর্ষ সাধনে দৃঢ়সঙ্কল্প হও; মেধারূপ ধনাগারে বাক্যরত্নাবলী সঞ্চয় করিতে থাক; অভিনিবেশশালী যশস্বী পুরুষদিগের শ্রেণীভুক্ত হইতে বদ্ধপরিকর হও; উন্নতির অভিলাষকে সর্ব্বোপরি স্থাপন কর; দেখিতে পাইবে, সর্ব্বপ্রকার বাহ্য ও অভ্যন্তরীণ উৎপীড়ন অবসান প্রাপ্ত হইয়াছে; দেখিতে পাইবে, জীবন আনন্দের উৎসে পরিণত হইয়াছে।

শুদ্ধিপত্র।

পৃষ্ঠা	পঙ্‌ক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৯	৮	ভৎসনা	ভর্ৎসনা
[illegible]	১৬ ১৫	"প্রজাবহুল ... ... ভোগ করিয়া থাকেন।"	প্রজাবহুল ... ... ভোগ করিয়া থাকেন।
[illegible]	৬	বা "বিশ্বপ্রেমিক"নামে	"বিশ্বনাগরিক" বা "বিশ্ব প্রেমিক" নামে
৯০	৭	রত্ন বণিকের	রত্ন-বণিকের
১০৮	১৯	প্রকৃত-রাজ্যের	প্রকৃতিরাজ্যের
১৩০	১৬	ওয়াইটেম্‌বাগের	ওয়াইটেম্‌বার্গের
১৮৩	১৬	অত্মরক্ষা	আত্মরক্ষা